পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 143 Friday, 24 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৪৩ সংখ্যা ❋ ১০ বৈশাখ ১৪৩৩, শুক্রবার, ২৪ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বাংলায় সর্বকালের সেরা ভোট

নিজস্ব প্রতিবেদন

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাংলায় শুরু হয় প্রথম দফার ভোট উৎসব। সকাল গড়িয়ে নেমেছে সন্ধ্যে। এদিন ১৫২ টি আসনে রেকর্ড সংখ্যক ভোট পড়ল বাংলায়। প্রথম দফার দিনের শুরু থেকেই ভোট দানের হারে তামিলনাড়ুকে টপকে এগিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। বিকেল ৫ টার পরও বদল হল না চিত্রে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত বাংলায় ভোটের হার ৯১.৫৮ শতাংশ, সেখানে তামিলনাড়ুতে ভোটের হার ৮৪.৫১ শতাংশ। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফা এবং তামিলনাড়ুর সমস্ত আসনে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। তামিলনাড়ুর মোট ২৩৪টি এবং পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৫২টিতে ভোট হয়। ভোটগ্রহণ সকাল ৭টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাকি আসনগুলিতে ২৯ এপ্রিল ভোট হবে। উভয় রাজ্যের ভোট গণনা ৪ মে হবে, যা অসম, কেরল ও পণ্ডিচেরির ভোটগণনার সঙ্গেই, যেখানে ৯ এপ্রিল ভোট সম্পন্ন হয়েছিল। বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোটে বাংলা অতীতের সব রেকর্ডকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ভেঙে গেছে ২০১১ সালের পরিবর্তনের ভোটের রেকর্ডও। এদিন যে ১৫২টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়েছে, সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত সেখানে গড়ে ভোট পড়েছে ৯১.৫৮ শতাংশ। বাংলায় ভোটের হারের নিরিখে সকাল থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর এগিয়ে থাকলেও বিকেল ৫ টার পর দেখা গিয়েছে ভোটের হারের নিরিখে এগিয়ে গিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর।

বিকেল ৫টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে উত্তরের এই জেলায়। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে, দক্ষিণ দিনাজপুরে ভোটের হার ৯৩.১২ শতাংশ। বেশিরভাগ জেলাগুলিতেই ভোটের হার ৯০-এর কোঠায়। কোচবিহারে ভোটের হার ৯২.০৭ শতাংশ। এছাড়া আলিপুরদুয়ারে ৮৮.৭৪ শতাংশ, জলপাইগুড়িতে ৯১.২ শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯০.৭ শতাংশ, পূর্ব মেদিনীপুরে ৮৮.৫৫ শতাংশ এবং দার্জিলিংয়ে ৮৬.৪৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। পাশাপাশি, ঝাড়গ্রামে ৯০.৫৩ শতাংশ, কালিম্পংয়ে ৮১.৯৮ শতাংশ, মালদহে ৮৯.৫৬ শতাংশ, মুর্শিদাবাদে ৯১.৩৬ শতাংশ, পশ্চিম বর্ধমানে ৮৬.৮৯ শতাংশ, বাঁকুড়ায় ৮৯.৯১ শতাংশ, বীরভূমে ৯১.৫৫ শতাংশ, পুরুলিয়ায় ৮৭.৩৫ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুরে ৮৯.৭৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। আগেই লেখা হয়েছিল যে ভোট শতাংশ এবার স্বাভাবিক নিয়মে বাড়বে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় গড়ে প্রতিটি বিধানসভায় ২০ থেকে ৩০ হাজার ভোটারের নাম বাদ গেছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহে গড়ে প্রতিটি বিধানসভা আসনে ৫০ হাজার করে ভোটারের নাম বাদ গেছে। তাতেই ভোট শতাংশ বেড়ে গেছে অনেকটা। ব্যাপারটা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝালে সহজ হতে পারে। ধরা যাক কোনও আসনে আগে ভোটার ছিল ৩ লক্ষ। গতবার ভোট দিয়েছিলেন ২ লক্ষ ৪০ হাজার জন (অর্থাৎ ৮০ শতাংশ)। এবার নাম বাদ যাওয়ার পর ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৭০ হাজার। এবারও যদি সেই ২ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষই ভোট দেন, তবে শতাংশের হিসেবে তা দাঁড়াবে ৮৮ শতাংশ। অর্থাৎ, একই সংখ্যক মানুষ ভোট দিলেও ভোটার তালিকা ঝাড়াই বাছাই হওয়ায় শতাংশের হার এক লাফে ৮ শতাংশ বেড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত আরও একটি প্রবণতা কাজ করছে বলে মনে করা হচ্ছে। এসআইআর প্রক্রিয়ার অনেকেই ভাবছেন, এবার ভোট না দিলে হয়তো স্থায়ীভাবে তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ে যেতে পারে। আবার যেভাবে নতুন করে ফর্ম ফিল-আপ করে ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছে, তা কিছু মানুষকে উৎসাহিত করেছে। তা অনেকটাই প্রথম বার ভোটার কার্ড হওয়ার মতই একটা অনুভূতি। তাতেও ভোট দেওয়ার জন্য ঝোঁক হয়তো বেড়েছে। ফলে ভোট শতাংশ ৯০-এর পার করে গেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, বাংলার ভোটের উচ্চ হার মূলত তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে। প্রথমত, শক্তিশালী সংগঠনভিত্তিক রাজনীতি। অর্থাৎ বুথস্তর পর্যন্ত মজবুত সংগঠন। যা অতীতে বামেদের ছিল এবং এখন তৃণমূলের রয়েছে। দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে ভোটকে ঘিরে উৎসাহ। আর তৃতীয়ত, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা-যখন প্রায় প্রতিটি নির্বাচনই 'হাই-স্টেক' হয়ে ওঠে। তবে উচ্চ ভোটের মানে সবসময় একরৈখিক নয়। কখনও তা শাসকের প্রতি সমর্থনের ঢেউ, কখনও আবার প্রবল ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ২০১১-র ভোট যেমন পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ছিল, তেমনই ২০২১-এ উচ্চ ভোটার উপস্থিতি তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতারও প্রমাণ দিয়েছিল। অর্থাৎ বেশি ভোট পড়া মানেই কে জিতবে তার সরল সমীকরণ নয়-বরং বোঝায় যে মানুষ সক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে মাঠে নেমেছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নতুন ভোটার ও মহিলাদের অংশগ্রহণ। গত কয়েকটি নির্বাচনে দেখা গেছে, মহিলাদের ভোটদানের হার পুরুষদের সমকক্ষ, কখনও কখনও বেশি। তরুণ ভোটারদের উপস্থিতিও বাড়ছে। ফলে ভোটের শতাংশ শুধু সংখ্যায় বাড়ছে না, বদলাচ্ছে তার সামাজিক চরিত্রও। যেমন সম্প্রতি বিহার নির্বাচনে দেখা গেছে, ভোট শতাংশ বেড়েছে। তার মধ্যে আবার তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ভোটে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। ভোটের আগে রাজ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলাকে ১০ হাজার টাকা করে দিয়ে দিয়েছিল নীতীশ সরকার। হতে পারে, তারই প্রভাব পড়ে ভোটে। বাংলায় ভোট শতাংশের এই ছবি দেখে তৃণমূলের দাবি, এটা স্থায়িত্বের পক্ষে। এসআইআরের বিরোধিতার করার জনাদেশ। মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আর তরুণরা যুব সাথীর পক্ষে ভোট দিয়েছেন। মজার ব্যাপার হল, রেকর্ড ভোটদান দেখে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত বিজেপি শিবিরও। তাঁদের দাবি, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝড় চলছে বাংলায়। এটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভোট নয়। এটা সরকার উপড়ে ফেলার ভোট। ১০ থেকে ১২টি জেলায় তৃণমূল খাতাই খুলতে পারবে না। এখন দেখার, এই ৯০ শতাংশের 'ম্যাজিক ফিগার' শেষ পর্যন্ত কার মুখে হাসি ফোটাবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের জয়ের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেবে নাকি পদ্ম শিবিরের জন্য নবান্নের দরজা খুলে দেবে? তার উত্তর পেতে অপেক্ষা করতে হবে আগামী ৪ মে পর্যন্ত। আপাতত এই বিপুল জনজোয়ারের মানে খুঁজতে হিমশিম খাচ্ছে মুরলীধর লেন থেকে কালীঘাট-সব পক্ষই।

মহিলাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ

বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে দাবি শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৩ এপ্রিলঃ রাজ্য বিধানসভার প্রথম দফার ভোটের উত্তাপের মাঝেই নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার বলাগড় ও পুরশুড়ায় জোড়া জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। অনুপ্রবেশকারী ইস্যু থেকে শুরু করে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা সংশোধন - একাধিক বিষয়ে তৃণমূল নেত্রীকে সরাসরি কাঠগড়ায় তোলেন শাহ। বলাগড়ের সভা থেকে আত্মবিশ্বাসের সুরে অমিত শাহ ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ''৫ মে বাংলায় বিজেপির সরকার গড়ছে আর দিদি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাচ্ছেন।'' অনুপ্রবেশ ইস্যুতে তাঁর কড়া হুঁশিয়ারি, ''বিজেপি সরকার গঠন করার পর অনুপ্রবেশকারীদের বেছে বেছে এই রাজ্য থেকে তাড়ানো হবে। এরা বাংলার যুবকদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছে এবং গরিবদের অন্ন ধ্বংস করছে।'' পুরশুড়ার সভায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ করে শাহ বলেন, ''নির্বাচন কমিশন আইনি প্রক্রিয়ায় অনুপ্রবেশকারীদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। কিন্তু এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দ নয়। তাই তিনি অখুশি হয়ে খালি 'ওয়া ওয়া ওয়া' করছেন।'' শাহের দাবি, অনুপ্রবেশকারীরাই এ রাজ্যে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের মূল কারণ। এদিন প্রথম দফার নির্বাচনে ৮০ শতাংশের কাছাকাছি ভোটদানকে পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''প্রথম দফায় দিদির কোনও গুন্ডার হিম্মত হয়নি ভোটারদের আঙুল তুলে দেখানোর। এই বিপুল ভোটদানই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে দিদির যাওয়ার সময় হয়েছে।'' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, ''৫ তারিখের পর আপনার এবং ভাইপোর সময় শেষ হবে। এসআইআর ছাড়ুন, আমরা এক এক করে অনুপ্রবেশকারীকে বাইরে পাঠাব।'' তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়ে শাহ বলেন, ''২৯ তারিখে (পরবর্তী দফার ভোট) দিদির গুন্ডাদের বলছি ঘরের বাইরে বেরোবেন না। সাধারণ মানুষকে বিরক্ত করলে উল্টো ঝুলিয়ে সোজা করব।'' বিজেপির কর্মীদের ওপর হামলার প্রসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, ''৫ তারিখের পর যারা হামলা চালিয়েছে তাদের সবাইকে জেলে ভরব। কেউ বাঁচবে না।'' পাশাপাশি রাজ্যের নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শাহ বলেন, ''এ রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের অবস্থা সবথেকে খারাপ। আমাদের বোন-মেয়েদের ওপর অত্যাচার রুখতে বিজেপি সরকারই একমাত্র বিকল্প।''

'ঝাল মুড়ি আমি খেয়েছি, ঝাল লেগেছে তৃণমূলের' । মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগর ও মথুরাপুর, ২৩ এপ্রিলঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের মাঝে কৃষ্ণনগরে বিশাল জনসভায় উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করলেন। সভায় তিনি ঝালমুড়ির উদাহরণ টেনে বললেন, ''আমি ঝাল মুড়ি খেয়েছি, কিন্তু তৃণমূলের লেগেছে ঝাল।'' এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থলে হাসির রোল ওঠে এবং বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা স্লোগান দিয়ে সাড়া দেন। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল কয়েকদিন আগে ঝাড়গ্রামে। প্রচারের ব্যস্ততার মাঝে প্রধানমন্ত্রী মোদির গাড়ির কনভয় রাস্তার ধারে থামে। তিনি নিজে নেমে একটি ছোট দোকান থেকে ঝালমুড়ি কিনে খান। দোকানদারের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁর পরিবার ও জীবনযাত্রা নিয়ে জানতে চান এবং নিজের হাতে দশ টাকা দিয়ে ঝালমুড়ি কিনে খান। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই অনানুষ্ঠানিক মুহূর্তটি ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিওতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী সহজভাবে বাংলার জনপ্রিয় স্ন্যাকস ঝালমুড়ি উপভোগ করছেন। কৃষ্ণনগরের সভায় এই ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, ''আমি শুনেছি যে ঝাল মুড়ি খাওয়ায় কারও কারও খুব অসুবিধা হয়েছে। আমি তো ঝাল মুড়ি খেয়েছি, কিন্তু তৃণমূলের লেগেছে ঝাল।'' তিনি আরও যোগ করেন যে, তৃণমূল নেতৃত্ব এই সাধারণ ঘটনাতেও অস্বস্তিতে পড়েছে কারণ তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না। মোদি বলেন, ''তৃণমূলের কাছে সাধারণ মানুষের ভালোবাসা দেখলে ঝাল লাগে। কিন্তু আমরা তো সেই ঝালই খেতে চাই যে ঝালে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ মিশে থাকে।'' কৃষ্ণনগরের এই সভায় হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, সিন্ডিকেট রাজ, আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং উন্নয়নের অভাব নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ''বাংলার মাটিতে এখন পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। মানুষ

চায় শান্তি, চায় উন্নয়ন, চায় সরকার যা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায়।'' প্রথম দফার হাইভোল্টেজ ভোটগ্রহণের দিনেই কৃষ্ণনগর ও মথুরাপুরে জোড়া জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচনে হিংসা কম হওয়া এবং মানুষের নির্ভয়ে ভোট দেওয়া নিয়ে সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। কৃষ্ণনগরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমার ৫০ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, বাংলায় এই প্রথম এমন নির্বাচন হচ্ছে যেখানে সবচেয়ে কম হিংসার ঘটনা ঘটছে।'' অতীতে রাজনৈতিক হিংসার প্রসঙ্গ টেনে তিনি তৃণমূলকে বিঁধে বলেন, ''আগে তো লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বলা হতো আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু এবার আমি দেখতে পাচ্ছি মানুষের মধ্য থেকে ভয় দূর হচ্ছে। ভয় থেকে মুক্তি পেতেই পশ্চিমবঙ্গবাসী ভোট দিচ্ছেন।'' রাজ্যের জেলাগুলি ঘুরে মানুষের মেজাজ বুঝে প্রধানমন্ত্রীর দাবি, তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী-বিধায়কদের কাজে মানুষ অতিষ্ঠ। তিনি বলেন, ''তৃণমূলের জঙ্গলরাজের বিরুদ্ধে এবার জনতা শঙ্খে ফুঁ দিচ্ছে। অনেক জেলায় এবার তৃণমূল খাতা খুলতে পারবে না। এবার বিজেপি লড়ছে না, এই ভোট লড়ছে বাংলার সাধারণ মানুষ।'' সরকারি কর্মচারী, চিকিৎসক, আইনজীবী এবং শিক্ষকদের ভয়মুক্ত ভবিষ্যতের জন্য ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। অন্যদিকে, মথুরাপুরের সভায় মোদি কেন্দ্রের ১১ বছরের শাসনের সঙ্গে রাজ্যের ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের তুলনা টানেন। তিনি বলেন, ''আমরা বিদ্যুৎ, আবাস যোজনা, ১২ কোটি শৌচালয় এবং ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র থেকে বের করে এনেছি। ৩ কোটি মহিলাকে 'লাখপতি দিদি' বানিয়েছি। কিন্তু তৃণমূল এত বছরে কী দিয়েছে? শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি।'' ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান এবং মেগা ফুড পার্কের ঘোষণা রূপায়িত না হওয়া নিয়ে মথুরাপুরের মানুষকে সতর্ক করেন তিনি। রাজ্যের নতুন প্রজন্মের ভোটারদের উদ্দেশে মোদির বার্তা, ''ভরসার পক্ষে ভোট দিন। পশ্চিমবঙ্গ পরিবর্তনের ঝড় চলছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি - ভয় হারছে, ভরসা জিতছে।'' প্রধানমন্ত্রীর দাবি, ৪ মে ফল প্রকাশের পরই বাংলার রাজনীতিতে নতুন সূর্যোদয় ঘটবে এবং তৃণমূলের শাসনের অবসান হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রথম দফার ভোটের দিনই মোদির এই 'হিংসামুক্ত' নির্বাচনের সার্টিফিকেট এবং নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা আসলে রাজ্যের ভোটারদের বুথমুখী করার এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর একটি সুকৌশলী পদক্ষেপ। সেই সঙ্গে 'জঙ্গলবারজ' ও 'ভয়' শব্দগুলি ব্যবহার করে তিনি সরাসরি তৃণমূলের মেরুদণ্ডে আঘাত করতে চেয়েছেন। এখন মোদির এই 'ভয়মুক্ত' ভোটদানের দাবি ইভিএমে কতটা প্রতিফলিত হয়, তা জানা যাবে ৪ মে।

'আমরা অলরেডি জিতে গিয়েছি'

প্রথম দফার ভোটেই বড় দাবি মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিলঃ প্রথম দফার ভোট শেষ হওয়ার আগেই বড় ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বৌবাজারের সভা থেকে দিদি জানিয়ে দিলেন, মানুষের ভাষা যদি তিনি ঠিকঠাক পড়ে থাকেন, তবে তৃণমূল ইতিমধ্যেই জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিজেপিকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি মনে করিয়ে দিলেন, ''মানুষ ভোট দিচ্ছে কারণ, তৃণমূলকে ভোট না দিলে আমও যাবে, ছালাও যাবে!'' তিনি দাবি করেন, 'আমরা অলরেডি জিতে গিয়েছি'। এদিন বৌবাজারের সভা থেকে বাংলার প্রথম দফার ভোটের ট্রেন্ড নিয়ে আত্মবিশ্বাসী দেখাল মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি বলেন, ''আজ যা ভোট হয়ে গিয়েছে, তাতে আমার মন যদি মানুষের ভাষা বোঝে- আমরা অলরেডি জেতার জায়গায় এসে গিয়েছি।'' বিজেপির শত চেষ্টা সত্ত্বেও কেন এত ভোট পড়ছে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, ''মানুষ বুঝতে পেরেছে এটা কেবল সরকার গড়ার লড়াই নয়, এটা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অধিকার রক্ষার লড়াই।'' ৩২ লক্ষ ভোটারের 'রক্ষাকবচের' কথা তুলে ধরে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে এদিন নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মমতা। তিনি অভিযোগ করেন, ''জানেন এত কেন ভোট পড়ছে? ৬০ লক্ষের মধ্যে ৩২ লক্ষের নাম আমি নিজে তুলেছি। ট্রাইব্যুনাল কিচ্ছু করতে পারেনি। ওটা ওদের (বিজেপি) নির্দেশে কাজ হয়েছিল কি না জানি না।'' তাঁর দাবি, ''এত ভোট কাটার ষড়যন্ত্র হওয়ার পরেও মানুষ দলে দলে বুথে আসছেন, কারণ তাঁরা জানেন ভোট না দিলে এনআরসি বা ডিলিমিটেশনের গেরোয় তাঁদের ঠিকানাই হারিয়ে যাবে।'' বিজেপিকে ভোট দেওয়া বা তৃণমূলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরিণাম কী হতে পারে, তা বোঝাতে এদিন বেশ কড়া শব্দ ব্যবহার করেন মমতা। তিনি ভোটারদের সতর্ক করে বলেন, ''তৃণমূলকে ভোট না-দিলে আমও যাবে ছালাও যাবে। মানুষের অধিকার, সম্পত্তি, ঠিকানা, ব্যবসা সব কেড়ে নেবে ওরা।'' বিজেপির অত্যাচারের বিরুদ্ধেই মানুষ আজ গর্জে উঠেছে বলে দাবি করেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রথম দফার ভোট মিটতেই মমতা যেভাবে জয়ের দাবি করলেন, তা নিচুতলার কর্মীদের চাঙ্গা করার কৌশল। তবে একই সঙ্গে এনআরসি এবং সম্পত্তি হারানোর ভয় দেখিয়ে মেরুকরণের রাজনীতিকে অন্য মাত্রা দিলেন তৃণমূল নেত্রী।

রাজ্যে ভোট চলছে, তার মাঝেই তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক ডাকলেন শশী পাঁজা! তুললেন বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিলঃ বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপের মধ্যেই নন্দীগ্রামের ভোট পরিস্থিতি নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী শশী পাঁজা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি অভিযোগ করেন, নন্দীগ্রামে পুলিশের দুই অফিসার নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না, বরং সরাসরি বিজেপির হয়ে কাজ করছে। পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে শাসকদল। শশী পাঁজার অভিযোগের নিশানায় রয়েছেন দুই পুলিশ আধিকারিক- অজয় মিশ্র, যিনি ২০২১ সালে নন্দীগ্রামের ওসি ছিলেন এবং কুদরতে খুদা, তিনি হলদিয়ার ওসি ছিলেন। শশী পাঁজার দাবি, ২০২১ সালেও এই দুই আধিকারিক নন্দীগ্রাম ও হলদিয়া এলাকায় কর্মরত ছিলেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আগেও নানা অভিযোগ উঠেছিল। সাংবাদিক

বৈঠকে মন্ত্রী বলেন, ''নন্দীগ্রামের ওসি ইন্সপেক্টর অজয় মিশ্র এবং হলদিয়ার ওসি ইন্সপেক্টর কুদরতে খুদাকে কেন নির্বাচনের ডিউটি দেওয়া হল? তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন কমিশন নির্বিকার?'' শশী পাঁজার আরও অভিযোগ, শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ ও স্থানীয় বিজেপির 'বাহুবলী' হিসেবে পরিচিত ঝন্টু রাউ এবং অশোক করণের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ ও গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করছে না। উল্টে, পরিকল্পিতভাবে তৃণমূলের কর্মীদের হয়রান করা হচ্ছে এবং অকারণে তাঁদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বলে তৃণমূলের দাবি। নন্দীগ্রামের মতো স্পর্শকাতর কেন্দ্রে পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ। নির্বাচন কমিশনের কাছে অবিলম্বে ওই দুই আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

ইডি অফিসে হাজিরা দিতেই হবে সুজিতকে, নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিলঃ পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের একবার তলব করা হয়েছিল বিধাননগরের তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসুকে। তবে সেই মামলায় আপাতত স্বস্তি তাঁর। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুর ইডি হাজিরা নিয়ে হাইকোর্ট সাময়িক স্বস্তি দিয়েছেন তাঁকে। তবে হাজিরা দিতেই হবে সুজিতকে। দু'বছর আগে চার্জসিট জমা দিয়েছে সিবিআই। সেখানে সুজিত বসুর নাম নেই। অথচ সেই মামলায় ভোটের মুখে ২ এপ্রিল থেকে ইডি বারেবারে সমন দিয়ে তলব করেছে। এর মধ্যে তিনি সমন পেয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ইডি তাঁর হাজিরা গ্রাহ্য করেনি। এরপর আবার আগামিকাল শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) তাঁকে তলব করেছে ইডি। ভোট মেটার পরে তাঁকে তলবের নির্দেশ দেওয়া হোক। কারণ তিনি প্রার্থী। সেই আবেদন করে দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি হাইকোর্টে। ইডির দাবি, অভিযুক্তের এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁকে একাধিকবার তলব করলেও তিনি সহযোগিতা করছেন না। এরপর আজ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দেন, ১ মে সাড়ে ১০ টায় তাঁকে হাজির হতে হবে ইডি অফিসে। তবে তিনি ছেলেকে নিজের জায়গায় পাঠাতে পারবেন না। আদালতের বক্তব্য, একের পর এক সমন পেয়ে তিনি না গেলেও, তাঁর জবাব দিয়েছেন। তাই তাঁকে এই সময় দেওয়া হচ্ছে ভোটে প্রার্থী হওয়ায়।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ জোরদার হবেঃনরেন্দ্র মোদী

কৃষ্ণনগর, ২৩ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ জোরদার হবে, আশ্বাস দিলেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের মতুয়া পরিবার, নমশূদ্র পরিবার অথবা শরণার্থী পরিবারগুলোর... কারোরই তৃণমূলকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। কেউ আপনাদের ছুঁতে পারবে না। প্রত্যেক শরণার্থী যারা ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ভারতে এসেছেন। মোদী তাঁদের পাশে আছে। বাংলায় বিজেপি সরকার গঠিত হলেই। সিএএ-এর অধীনে নাগরিকত্ব প্রদানের প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মোদীর মন্ত্র হলো সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। আর এই নিষ্ঠুর সরকার বলে, অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে, অনুপ্রবেশকারীদের বিকাশ। তৃণমূল সদস্যরা অনুপ্রবেশকারীদের জন্য জাল কাগজপত্র তৈরি করে, তাদের অনুপ্রবেশে সহায়তা করে এবং তারপর এখানকার বস্তিগুলোতে তাদের বসতি স্থাপন করায়।মোদী আরও বলেন, তৃণমূল সরকারের নিষ্ঠুর শাসনের বৈশিষ্ট্যই হলো মিথ্যা ও প্রতারণা। তাদের ১৫ বছরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি অর্ধেক পূরণ হয়েছে। তারা প্রতিটি ব্লকে মডেল আবাসিক স্কুল তৈরির ঘোষণা করেছিল, কিন্তু হয়েছে তার উল্টো বাংলায় শত শত স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। তৃণমূল প্রতিটি বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ট্যাপের জল হয়তো প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছায়নি, কিন্তু জল জমে থাকার নোংরা জল আপনার দোরগোড়ায় ঠিকই পৌঁছে গেছে।

খুলে গেল বদ্রীনাথ মন্দিরও, চারধাম যাত্রা পুরোদমে শুরু

চামোলি, ২৩ এপ্রিল ঃ চারধাম যাত্রা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে, পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ও কেদারনাথ মন্দিরের দরজা। এবার বদ্রীনাথ মন্দিরও খুলে দেওয়া হল পুণ্যার্থীদের জন্য। বৃহস্পতিবার সকালে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা। ফুল দিয়ে অপরূপ সৌন্দর্য্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল মন্দির। বৃহস্পতিবার সকাল ৬.১৫ মিনিটে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এই সময়ে উপস্থিত ছিল বিশাল সংখ্যল ভক্তরা। জয় বদ্রী বিশাল ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।উল্লেখ্য, গত ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে চারধাম যাত্রা, অক্ষয় তৃতীয়ার পবিত্র ওই দিনে খুলে দেওয়া হয় গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দির। আর ২২ এপ্রিল, বুধবার খুলে দেওয়া হয় কেদারনাথ মন্দির। অবশেষে বৃহস্পতিবার খুলল বদ্রীনাথ মন্দির। পুণ্যার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে নানা ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় এবার পুরোদমে শুরু হয়ে গেল চারধাম যাত্রা। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এদিন বলেন, বদ্রীনাথ ধামের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চার ধাম যাত্রা সম্পূর্ণরূপে খুলে গেল। চার ধামের আশীর্বাদ এবং ভগবান বদ্রী বিশালের কৃপায় চার ধাম যাত্রা যেন নিরাপদ ও সুষ্ঠু হয়। যাত্রার নিয়মকানুন যেন মেনে চলা হয়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার মাঝেও স্বস্তির বার্তাঃদেশে গার্হস্থ্য এলপিজি সরবরাহে নেই কোনও ঘাটতি, জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ এপ্রিলঃপশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা নিয়ে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি সরবরাহ এবং মূল্য পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, ঠিক সেই সময় দেশের সাধারণ মানুষের জন্য কিছুটা স্বস্তির বার্তা দিল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার আয়োজিত এক আন্তঃমন্ত্রক সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, দেশে গার্হস্থ্য এলপিজি সরবরাহে কোনও রকম ঘাটতি নেই এবং সমস্ত ডিস্ট্রিবিউটারের কাছেই সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে।বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পশ্চিম এশিয়া দীর্ঘদিন ধরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক অঞ্চল। সাম্প্রতিক সংঘাত ও উত্তেজনার জেরে এই অঞ্চলে জ্বালানি উৎপাদন এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে তেল আমদানিনির্ভর দেশগুলির উপর, আর সেই তালিকায় ভারতও অন্যতম। ফলে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াচ্ছে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল সাধারণ মানুষ থেকে শিল্পমহল-সব ক্ষেত্রেই।এই প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুজাতা শর্মা জানান, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে অপরিশোধিত তেল, এলপিজি এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানিতে কিছুটা প্রভাব পড়েছে ঠিকই, কিন্তু ভারত সরকার আগাম পরিকল্পনা এবং বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরে যাতে কোনওভাবেই জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন না ঘটে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত সংস্থা এবং মন্ত্রকগুলি সমন্বয় রেখে কাজ করছে।সুজাতা শর্মার কথায়, পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আমদানিতে কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে, কিন্তু আমরা সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়েছি। দেশের গার্হস্থ্য এলপিজি সরবরাহ পুরোপুরি স্বাভাবিক রয়েছে। কোথাও সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি। তাঁর এই বক্তব্যে স্পষ্ট যে, কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন যে, বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। বিশেষ করে হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং ছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে এই প্রভাব পড়ে। কিন্তু বর্তমানে সেই সরবরাহ প্রায় ৭০ শতাংশ ক্ষমতায় পুনরুদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান তিনি। অর্থাৎ পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের দিকে এগোচ্ছে।এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে কেন্দ্র সরকার একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের উদ্বেগ কমানোর চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে তেমনই শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রকেও আশ্বস্ত করেছে। কারণ এলপিজি শুধু গৃহস্থালির রান্নার জ্বালানি নয়, বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি উৎস। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত যেহেতু তার মোট তেলের চাহিদার একটি বড় অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করে, তাই আন্তর্জাতিক বাজারে সামান্য অস্থিরতাও দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সরকারের তরফে আগাম প্রস্তুতি এবং বিকল্প উৎসের সন্ধান দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে অনেকটাই সুরক্ষিত রেখেছে।সরকারি সূত্রে জানা গেছে, তেল সংরক্ষণ, বিকল্প সরবরাহ লাইন তৈরি এবং আমদানি উস বৈচিত্র্যকরণের মতো পদক্ষেপ আগে থেকেই নেওয়া হয়েছিল। ফলে হঠাৎ করে কোনও সংকট তৈরি হলেও তার মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে। একই সঙ্গে, জ্বালানি সংস্থাগুলিকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা পর্যাপ্ত মজুত বজায় রাখে এবং সরবরাহ চেইনে কোনও বিঘ্ন না ঘটে।এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই প্রশমিত হয়েছে কেন্দ্রের এই ঘোষণার পর। বিশেষ করে যাঁরা দৈনন্দিন রান্নার জন্য এলপিজির উপর নির্ভরশীল, তাঁদের কাছে এই খবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অতীতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটের সময়ে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ঘাটতির অভিজ্ঞতা রয়েছে দেশের।অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। ৭০ শতাংশ সরবরাহ পুনরুদ্ধারের অর্থ হল, আগামী দিনে তা আরও বাড়বে এবং খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।সব মিলিয়ে, পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার প্রভাব পুরোপুরি এড়ানো না গেলেও, তা যাতে দেশের অভ্যন্তরে বড়সড় সংকট তৈরি না করে, সে দিকে নজর রেখে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র। সুজাতা শর্মার বক্তব্য সেই প্রস্তুতিরই প্রতিফলন, যা এই কঠিন পরিস্থিতিতেও দেশের জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে সচল রাখতে সাহায্য করছে।

দেশে বাড়ছে না পেট্রোল ও ডিজেলের দাম, স্পষ্ট করল পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ এপ্রিল ঃপেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে গুজব খন্ডন করলো পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, দেশে বাড়ছে না পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। বৃহস্পতিবার পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক টুইট করে জানিয়েছে, কিছু সংবাদ প্রতিবেদনে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। এতদ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, সরকারের বিবেচনাধীন এমন কোনও প্রস্তাব নেই। এই ধরনের সংবাদ নাগরিকদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরি এবং এগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর। প্রকৃতপক্ষে, ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে গত ৪ বছরে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়েনি। ভারত সরকার এবং তেল পিএসইউগুলি আন্তর্জাতিক মূল্যের ব্যাপক বৃদ্ধি থেকে ভারতীয় নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য নিরলস পদক্ষেপ নিয়েছে।

বিহারের মাছের চাহিদা দেশ-বিদেশে বৃদ্ধি, ৩৯ হাজার টনের বেশি রপ্তানি

পাটনা, ২৩ এপ্রিল ঃ মাছ উৎপাদনে আত্মনির্ভরতার পাশাপাশি রপ্তানির ক্ষেত্রেও দ্রুত এগোচ্ছে বিহার। বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযাযী, মোট প্রায. ৩৯.০৭ হাজার টন মাছ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ও বিদেশে পাঠানো হযেছে। রপ্তানির তালিকায় রয়েছে নেপাল সহ শিলিগুড়ি, লুধিয়ানা, অমৃতসর, বারাণসী, গোরক্ষপুর, দেওরিয়া, কাপ্তানগঞ্জ, রাঁচি -সহ একাধিক শহর।রাজ্যের উপাদিত মাছের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনে এই রপ্তানির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। বিহার সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দফতর এই খাতে রপ্তানি বাড়াতে সক্রিয় উদ্যোগ নিচ্ছে।মস্যচাষ ও জলচাষের ক্ষেত্রে বিহারে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কম জমিতে বেশি উৎপাদনের সুযোগ থাকায় এই খাত কৃষকদের কাছে লাভজনক হয়ে উঠছে। কৃষি রোডম্যাপের আওতায় রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে মৎস্যচাষে জোর দিচ্ছে।পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে মাছ উৎপাদন প্রায় ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে জাতীয় স্তরে বিহারের অবস্থান ছিল নবম, যা ২০২৩-২৪ সালে

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি) ঃআজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি

রেললাইনের আধুনিকীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ এপ্রিল ঃ রেললাইনের আধুনিকীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জোর দিয়ে বললেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। গত বুধবার সর্বভারতীয় ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, রেললাইনের আধুনিকীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের অবশ্যই সর্বোচ্চ উদ্যমের সঙ্গে এই লক্ষ্যটি অনুসরণ করতে হবে। গত দশকে প্রায় ৩৬,০০০ কিলোমিটার নতুন ট্র্যাক স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে, এই ট্র্যাকগুলির উন্নত রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে রেল নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রায় ১,৮০০টি ট্র্যাক মেশিন রয়েছে আমাদের লক্ষ্য হলো এই সংখ্যাটি বাড়িয়ে প্রায় ৩,০০০ করা। একবার এই সংখ্যাটি ৩,০০০-এর কাছাকাছি পৌঁছলে, ট্র্যাক পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি অনেকাংশে সমাধান হয়ে যাবে। আমরা ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি নতুন মডেলও চালু করছিঃ রেল-কাম-রোড ভেহিকেল। এই ব্যবস্থার অধীনে, কর্মীরা তাদের সমস্ত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সরাসরি গাড়িতে তুলে, সোজা ট্র্যাকের উপর দিয়ে চালিয়ে যেতে পারবেন এবং আরামে বসেই সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন। এই উদ্যোগের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প বর্তমানে ভাবনগর বিভাগে চালু করা হচ্ছে। ব্যাপক পরীক্ষার পর দুটি রেল-কাম-রোড ভেহিকেল মোতায়েন করা হচ্ছে। এই নতুন ব্যবস্থাটি বর্তমানে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী এবং কষ্টসাধ্য কাজের পদ্ধতিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করবে। এখন কাজগুলি আরও নিরাপদ, আরামদায়ক এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত উপায়ে সম্পাদন করা যাবে। এছাড়াও, ট্র্যাক পরিদর্শনে সহায়তার জন্য ড্রোন প্রযুক্তি এবং নতুন ধরনের গেজ সহজলভ্য করা হচ্ছে। এই নতুন গেজগুলো টার্নআউট এবং পয়েন্ট-ক্রসিংয়ের নির্ভুল পরিমাপে সহায়তা করবে ফলস্বরূপ, যে কাজগুলো আগে অনুমানের ভিত্তিতে করা হতো, সেগুলো এখন সম্পূর্ণ নির্ভুলতার সাথে সম্পাদন করা যাবে।রেলমন্ত্রী বলেন, রেল পরিকাঠামোর সুরক্ষা এবং আমাদের কর্মীদের সুরক্ষা সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে 'রক্ষক' নামে একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল, যা একটি ভিএইচএফ-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে কাজ করে। তবে, এই ব্যবস্থাটির সঙ্গে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। বেশ কিছু জায়গায়, বিশেষ করে ট্র্যাকের বাঁকানো অংশে, পাহাড়ি এলাকায় বা দীর্ঘ দূরত্বে, সংকেত কার্যকরভাবে প্রেরণ করতে ব্যর্থ হয়। এই কারণগুলির ফলে সংকেতে ব্যাঘাত ঘটে, যা মাঝে মাঝে সময়মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে বাধা দেয় এবং এর ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। একটি বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যা একটি মোবাইল ফোন-ভিত্তিক ব্যবস্থা এবং এটি আরও বেশি নির্ভরযোগ্য। এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চলছে।

বলাগড় ও পুরশুড়ার সভা থেকে তৃণমূলের তীব্র সমালোচনা অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি, ২৩ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দু'টি জনসভা করেন । প্রথমটি ছিল হুগলির বলাগড়ে। দ্বিতীয়টি পুরশুড়ায়। বলাগড়ের সভা থেকে ভোটের ফল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন অমিত শাহ। তিনি জানান, ৫ মে বিজেপির রাজ্যে সরকার গড়ছে আর দিদি (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে। হুঁশিয়ারির সুরে শাহ বলেন, মমতাকে টাটা-বাই বাই করো, সিন্ডিকেটবাজদের উল্টো করে সোজা করা হবে।পুরশুড়ার সভা থেকে অমিত শাহ বলেন, মমতা দিদির সরকারকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে হবে। পুরশুড়ার মাটি বাংলার আলুর রাজধানী। কিন্তু দিদির জেদের কারণ আলুর দাম পাচ্ছেন না কৃষকেরা। ২২ টাকার আলু ২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দিদি ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং ওড়িশায় আলু পাঠাতে দেন না। এই কারণে আলুর দাম কমে যাচ্ছে। আজকে বলে যাচ্ছি ৫ তারিখে বিজেপির সরকার বানান, আলুর দাম বেশি পাবেন। এখানে বীজ উৎপাদন কেন্দ্রও বানিয়ে দেব। আলুর দাম ১০ গুণ হবে। বীজের দাম অর্ধেক হয়ে যাবে। আলুচাষিদের জন্য এর থেকে আর কী বড় হতে পারে। ৫ তারিখের পর আপনার এবং ভাইপোর সময় শেষ হবে। এখানে বিজেপির সরকার তৈরি হবে। এক এক করে অনুপ্রবেশকারীকে বাইরে পাঠাব। দিদির গুন্ডাদের বলে যাচ্ছি ২৯ তারিখে ঘরের বাইরে বেরোবে না। বিরক্ত করলে উল্টো ঝুলিয়ে সোজা করব। প্রথম দফায় দিদির কোনও গুন্ডার হিম্মত হয়নি, ভোটদাতাদের আঙুল তুলে দেখায়।

দিল্লি-সহ একাধিক রাজ্যে তীব্র গরম, হিমাচলে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল ঃতাপমাত্রার পারদ ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে রাজধানী দিল্লিতে। গরমে ওষ্ঠাগত প্রাণ। দিল্লির পাশাপাশি হরিয়ানা, চন্ডীগড় ও ছত্তিশগড়-সহ দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে আগামী চার-পাঁচ দিন তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। পাশাপাশি আইএমডি জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্ব ভারতের বেশ কিছু অংশে লু বইবে। পঞ্জাবের চার জেলা লুধিয়ানা, সঙ্গরুর, ফতেহগড় সাহিব এবং পটিয়ালায় ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত তাপপ্রবাহ এবং প্রচণ্ড গরমের পরিস্থিতি জারি থাকবে। অন্য দিকে, চণ্ডীগড় এবং সংলগ্ন অঞ্চলে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ৩-৪ দিন লু বইতে পারে পঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি এবং ছত্তিশগড়ে। অন্য দিকে, আগামী ২-৩ দিন তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকতে পারে উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার কিছু অংশে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যখন অত্যধিক গরম, এমন সময়ে হিমাচল প্রদেশে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস, সম্ভাবনা রয়েছে তুষারপাতেরও। শুক্রবার, ২৪ এপ্রিল থেকে হিমাচলে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২৫ ও ২৬ এপ্রিল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে।

সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের গ্রুপে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল ঃ ঢাকায় সাফ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে ২০২৬ সালের সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত পড়েছে গ্রুপ ‘ বি। তাদের সঙ্গী বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ। ২৫ মে থেকে ৬ জুন পর্যন্ত গোয়ার মার্গাওয়ে অনুষ্ঠিত হবে ওই প্রতিযোগিতা।গ্রুপ ‘ এ রয়েছে নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভুটান। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল সেমিফাইনালে উঠবে। প্রতিযোগিতার সব খেলা মারগাঁওয়ের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে।এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের আন হচ্ছে ভারত। এর আগে ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে আয়োজিত আসরে চতুর্থবারের মতো শিরোপা জিতেছিল ‘ ব্লু টাইগ্রেস’-রা। একই সঙ্গে গোয়াতেও এটি দ্বিতীয় সাফ প্রতিযোগিতা-১৯৯৯ সালের পুরুষদের চ্যাম্পিয়নশিপও এখানেই হয়েছিল, যেখানে ফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।২১ এপ্রিল প্রকাশিত সর্বশেষ ফিফা মহিলা বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং অনুযী ড্রয়ের সিডিং নির্ধারিত হয়েছে। ভারত (৬৯) ও নেপাল (৮৭) ছিল পট ১-এ। বাংলাদেশ (১১২) ও শ্রীলঙ্কা (১৬২) ছিল পট ২-এ। ভুটান (১৬৪) ও মালদ্বীপ (১৬৭) ছিল পট ৩-এ।সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের ঝুলিতে রয়েছে রেকর্ড পাঁচটি শিরোপা-২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৯ সালে। অন্যদিকে সাম্প্রতিক দুই আসরে (২০২২ ও ২০২৪) চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ।সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ঃগ্রুপ বিভাজনঃগ্রুপ ‘ এ নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান।গ্রুপ ‘ ভারত (আয়োজক), বাংলাদেশ, মালদ্বীপ।ভেন্যুঃপণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, মার্গাও, গোয়া।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জন্য কিছু নতুন সম্ভাবনা আসছে। আপনার এনার্জি আর আত্মবিশ্বাস চূড়ায় থাকবে, যেটা তোমাকে তোমার কাজে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আজ তুমি কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টে কাজ করতে পারো, যেটা আপনার কেরিয়ারকে নতুন দিশা দিতে পারে।
বৃষঃ কোন শারীরিক যন্ত্রণায় ভোগা আজ প্রবলভাবে সম্ভাব্য। কোন শারীরিক বলপ্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন যা আপনার শরীরের উপর আরো চাপ দেবে। যথেষ্ট আরাম করার কথা মনে রাখবেন।
মিথুনঃ আজ মিথুনের জন্য খুবই পজিটিভ আর অগ্রগতিময় দিন হবে। আপনার চিন্তাভাবনা সক্রিয় আর এনার্জেটিক থাকবে, যেটা আপনাকে কাজগুলোতে ভাল পারফর্ম করতে সাহায্য করবে।
কর্কট রাশি ঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। ফাটকায় লাভ আনবে।
সিংহঃ আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। আপনার চার্ম আর আত্মবিশ্বাস চারপাশে পজিটিভ পরিবেশ তৈরি করেছে। শুভ দিন।
কন্যাঃ মানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। আপনার সময় এবং অর্থকে মূল্য দেওয়া উচিত অন্যথায় আসন্ন সময়টি ঝামেলা এবং চ্যালেঞ্জ দ্বারা পূর্ণ। বিবাহের যোগ হবে আজ
তুলাঃ বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। আপনি রক্ষণশীল বিনিয়োগে সঞ্চয় রেখে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। আর্থিক উন্নিত হতে পারে।
বৃশ্চিকঃ আজকে আপনার জন্য আত্মউন্নয়ন আর ব্যক্তিগত বিকাশের দিন। আপনি একা সময় কাটাতে চাইবেন নিজের ভিতরের কথা বুঝতে। এখনই নিজেকে বোঝার আর নিজের অনুভূতি বিশ্লেষণ করার সময়। আর্থিক উন্নতি হবেই।
ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য ইতিবাচক, যেখানে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে চলেছে।
মকরঃ আজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হতে পারে যা আপনি অস্বস্তিকর এবং উত্যক্ত বোধ করাবে। বব্যসায় সাফল্য হতে পারে
কুম্ভঃআজ আপনার জন্য নতুন আশা আর সুযোগের বার্তা নিয়ে এসেছে। প্রেম আসতে পারে আজ।
মীনঃ কোনো বন্ধুর শীতল আচরণ আপনার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু নিজেকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। এটা যেন আপনাকে বিধ্বস্ত না করে এবং পারলে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। সন্তান হতে পারে আজকে।

আবহাওয়া

গরমে দুর্বিষহ অবস্থা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ভ্যাপসা গরমে রীতিমতো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে আগামী রবিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহ ও অস্বস্তিকর গরম বজায় থাকবে। এই মর্মে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। আগামী সাত দিন রাজ্যে তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না বলেও জানানো হয়েছে। রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলির কিছু অংশে আগামী সাত দিন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকতে পারে।দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব এবং উপকূলীয় জেলাগুলির কিছু অংশে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকতে পারে। উপকূলীয় জেলাগুলিতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকবে ৮০ থেকে ৯৫ শতাংশ। রাজ্যের মধ্যভাগের জেলাগুলিতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকবে ৭৫ থেকে ৮৫ শতাংশ। ফলে ভ্যাপসা গরম ভোগাবে বঙ্গবাসীকে।পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলায় গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূমে গরমের জন্য রয়েছে হলুদ সতর্কতা। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে গরম এবং অস্বস্তির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গরমে অবস্থা খারাপ কলকাতাতেও, বুধবার সকালে মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৮শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূত্র জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৯মিনিটে হতে পারে।

রক্ত আটকানো গেলো না - লাভপুরে বিজেপি এজেন্টের মাথা ভাঙলো

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ এ এক ভয়াবহ দৃশ্য ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। ক্যামেরা না থাকলে অবধারিত শাসক শিবির এই ঘটনা অস্বীকার করতো। কুমারগঞ্জের বিজেপির প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধ। পুলিশের সামনেই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁকে কিল, চড় ও ঘুষি মারা হয়। যদিও তৃণমূলের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চললেও বুথের সামনে গিয়ে গন্ডগোল করেছেন বিজেপি প্রার্থী। শান্তিপূর্ণ এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই উত্তেজিত জনতা তাঁকে ঘেরাও করেছিলেন। বিজেপির প্রার্থীর অভিযোগ, তাঁর গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বুথে বুথে গিয়ে ভোটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছিলেন বিজেপি প্রার্থী। বানিহারী উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন তাঁর পোলিং এজেন্টকে বুথে বসতে দেওয়া হচ্ছে না। এই অভিযোগ তুলে তিনি গন্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ তোলে তৃণমূল। নিজের দলের কর্মী, এমনকী পুলিশকেও দৌড় করানোর অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। তৃণমূলের অভিযোগ, বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে না পারায় এভাবে উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করছেন বিজেপি প্রার্থী। বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকার জানিয়েছেন, একদল দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে ব্যাপক মারধর করেছেন। পুলিশের সামনেই তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে। যে ছবি সামনে এসেছে তা কিন্তু ভয়াবহ।

নন্দীগ্রাম সমবায় ভোটে অশান্তি মামলা; এনআইএ তদন্তে হস্তক্ষেপ করল না হাই কোর্ট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ নন্দীগ্রামের সমবায় ভোটকে কেন্দ্র করে সংঘটিত অশান্তি ও বোমাবাজির ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। গ্রেপ্তারি এড়াতে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চার নেতার আবেদন বৃহস্পতিবার খারিজ করে দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই মামলায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ-র তদন্ত প্রক্রিয়ায় কোনওরকম হস্তক্ষেপ করবে না আদালত। ঘটনার সূত্রপাত ২০২৪ সালের ৮ ডিসেম্বর। সেদিন নন্দীগ্রামে সমবায় সমিতির ভোটকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, ভোট চলাকালীন নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের কাঞ্চননগর দিদারুদ্দিন বিদ্যাভবন কেন্দ্রের সামনে বিজেপি ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং শুরু হয় বোমাবাজি। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং ভোট প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এই ঘটনায় পরবর্তীতে মোট ৪৩ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকায় কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে তদন্তের ভার দেওয়া হয় এন আই এ-কে। কেন্দ্রীয় এই সংস্থা তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। তদন্তের অগ্রগতির অংশ হিসেবে এনআইএ একযোগে ৪৩ জন অভিযুক্তকে হাজিরার নোটিস পাঠায়। এই তালিকায় তৃণমূলের একাধিক প্রভাবশালী নেতার নাম উঠে আসে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেখ সুফিয়ান, আবু তাহের এবং শঙ্কু নায়েক। বিধানসভা নির্বাচনের আগে, গত ১৭ এপ্রিল সকল অভিযুক্তকে এনআইএ-র সদর দপ্তরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে এই নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং সম্ভাব্য গ্রেপ্তার এড়াতে তৃণমূলের চার নেতা কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁরা আদালতের কাছে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন জানান, যাতে এন আই এ-র তলবের ভিত্তিতে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত সেই আবেদন খারিজ করে দেন। আদালতের এই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তদন্ত প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই চলবে এবং অভিযুক্তদের আইন অনুযায়ী তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে আদালতের এই রায় রাজনৈতিক মহলেও যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই পুরো ঘটনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছে। দলের অন্যতম নেতা শেখ সুফিয়ান অভিযোগ করেন, এই ঘটনায় তৃণমূলের কোনও ভূমিকা নেই এবং ভিত্তিহীন অভিযোগের মাধ্যমে দলকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনের আগে পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল নেতাদের টার্গেট করা হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার চেষ্টা চলছে। সব মিলিয়ে, নন্দীগ্রামের এই ঘটনা এখন শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলার বিষয়েই সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। আদালতের রায় এবং এনআইএ-র পরবর্তী পদক্ষেপ এই মামলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ও প্রশাসনিক সূত্র।

২০২১ সালে প্রথম দফায় ১৫২ আসনে বিধানসভা ভোটে কে কোথায় জয় পেয়েছিল ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ সকাল ১১টাতেই ভোটদানের হার ৪০ শতাংশের উপরে ছিল। দুপুর ১টা পর্যন্ত ভোটদানের হার প্রায় ৬২ শতাংশ ছাপিয়ে গিয়েছে। প্রথম দফার ভোট হচ্ছে ১৬ জেলার মধ্যে ১৫২টি কেন্দ্রে। বিজেপি বলছে সিংহভাগ আসনে তাঁরাই জিততে চলেছে। যদিও বিজেপি দাবি কার্যত হেলায় উড়িয়ে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু কী বলছে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের রেজাল্ট? কে কোন আসনে কোথায় এগিয়ে ছিল?

কী বলছে উত্তরবঙ্গের রেজাল্ট?

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির দিকে যদি নজর দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে ২০২১ সালের নির্বাচনে কোচবিহার জেলার ৯টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ২টিতে এবং বিজেপি জয়ী হয়েছিল ৭টি আসনে। আলিপুরদুয়ারের ৫টি আসনের সবকটিতেই বিজেপি জয়লাভ করেছে, সেখানে তৃণমূল কোনো আসন পায়নি। জলপাইগুড়িতে ৭টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৩টি এবং বিজেপি ৪টি আসন পেয়েছিল। কালিম্পংয়ে তৃণমূল-বিজেপি কেউই খাতা খুলতে পারেনি। দার্জিলিং জেলার ৫টি আসনের সবকটিতেই জয়ী হয়েছিল বিজেপি। উত্তর দিনাজপুরে ৯টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৭টি এবং বিজেপি ২টি আসন পেয়েছিল। অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুরের ৬টি আসন তৃণমূল ও বিজেপি-র মধ্যে সমানভাবে ৩টি করে ভাগ হয়ে গেছে।

কী বলছে মালদহ-মুর্শিবাদের রেজাল্ট?

মালদহ ও মুর্শিদাবাদের দিকে যদি নজর যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে মালদহ জেলার ১২টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ৮টিতে এবং বিজেপি ৪টিতে জয়ী হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলের ফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ছিল, সেখানে ২২টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ২০টিতেই জয়লাভ করেছে এবং বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ২টি আসন।

কী বলছে পশ্চিমাঞ্চলের রেজাল্ট?

অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬টি আসনের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ৯টি ও বিজেপি পেয়েছিল ৭টি আসন। পশ্চিম মেদিনীপুরের ১৫টি আসনের মধ্যে ১৩টি তৃণমূলের দখলে থাকলেও বিজেপি মাত্র ২টি আসন পেয়েছিল। ঝাড়গ্রামের ৪টি আসনের সবকটিতেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল। পুরুলিয়া জেলার ৯টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৩টি এবং বিজেপি ৬টি আসন পেয়েছিল। বাঁকুড়া জেলার ১২টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৮টি আসনে জয়ী হয়েছিল এবং তৃণমূল পেয়েছিল ৪টি আসন।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার ৯টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৬টি এবং বিজেপি ৩টি আসন পেয়েছিল। সবশেষে, বীরভূম জেলার ১১টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ১০টিতে জয়লাভ করেছে এবং বিজেপি জয়ী হয়েছিল মাত্র ১টি আসনে।

বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হলে দিনরাত হবে উন্নয়ন হবে বলে কাকদ্বীপে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ কাকদ্বীপ প্রথম দফার ভোটের মধ্যেই প্রচারে ঝড় তুললো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সুন্দরবনের কাকদ্বীপে। বৃহস্পতিবার বাংলার ১৫২টি কেন্দ্রে যখন ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে, ঠিক তখনই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন উপকূলবর্তী কাকদ্বীপে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুললেন প্রধানমন্ত্রী। কাকদ্বীপ স্পোর্টস কমপ্লেক্সে মাঠে কাকদ্বীপের বিজেপি প্রার্থী দীপংকর জানার সমর্থনে বিশাল জনসভা থেকে তোপের পর তোপ দাগলেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এদিন মোদী বললেন, অনেক হয়েছে আর নয়। এবার বদল চাই। ১০ দিন পর ফলপ্রকাশ হলে চারদিকে এবার পদ্ম ফুটবে। মোদী বলেন, তবিজেপির উপর মানুষের ভরসা বেড়েছে। সব জায়গায় আওয়াজ উঠছে পাল্টানো দরকার। বাংলার মহিলারা তৃণমূলের মুখোশ খুলে দিয়েছে। তিনবার বাংলার মানুষ তৃণমূলকে সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু, বাংলার মা বোনেদের ডঙ্কা পর তৃণমূল যা অত্যাচার করেছে তা তারা ভুলবে না। বাংলার উন্নয়নে সবথেকে বড় বাধা তৃণমূলের সিন্ডিকেট। তৃণমূল কেন্দ্রের পাঠানো টাকাও খেয়ে ফেলেছে। রাজ্যের মানুষের সুখ-দুঃখে নির্মম সরকারের হেলদোল নেই। তৃণমূল প্রতিশ্রুতি ছাড়া বাংলার মানুষকে কিছুই দেয়নি। নির্মম সরকারকে উৎখাতের এটাই সঠিক সময়। এবার তৃণমূলের ভয় হারবে, বিজেপির ভরসা জিতবে। বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হলে দিন-রাত উন্নয়ন হবে।দ কড়া রোদকে উপেক্ষা করে এদিন প্রধানমন্ত্রীর সভা কার্যত জনসমুদ্রের চেহারা নেয়। আর তা দেখে প্রধানমন্ত্রী আপ্লুত হয়ে পড়েন।

দেওয়াল লিখনের শিল্পী কম অগত্যা ভোটের বাজারে জায়গা নিচ্ছে পোস্টার, ব্যানার, হোর্ডিং বা ফ্লেক্স

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৩ এপ্রিল ঃ দেওয়াল লিখনের শিল্পী বর্তমানে কমে এসেছে। ফলে কম সময়ের মধ্যে এবং কম খরচে অগত্যা ভোটের বাজারে জায়গা করে নিয়েছে পোস্টার, ব্যানার, হোর্ডিং বা ফ্লেক্স। হাওড়ার ফ্লেক্স তৈরির কারখানাগুলিতে এখন ভোটের আবহে কর্মীদের দম ফেলার ফুরসত নেই। সেখানে সব রাজনীতির রং যেন মিলেমিশে একাকার। ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তেই হাওড়ার ফ্লেক্স তৈরির কারখানাগুলিতে ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। রাজনৈতিক দলগুলির অর্ডার সামলাতে কার্যত হিমশিম খাচ্ছেন সেখানকার কর্মীরা। তাঁরা চাইছেন রাতদিন কাজ করে ভোটের আগে ব্যানার এবং পোস্টার রাজনৈতিক দলগুলির হাতে তুলে দিতে। এই কারখানাগুলিতে বাম-ডান সব রাজনৈতিক রং যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হাওড়ায় ভোট হাতেগোনা দিন ছয়েক বাকি। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার করছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম কিংবা অন্যান্য দলের কর্মীরা মিছিল, জনসভা আয়োজনের পাশাপাশি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেওয়াল লেখার কাজ শেষ করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পোস্টার, ব্যানার, ফ্লেক্স এবং হোর্ডিং লাগানোর কাজ। শহর এখন নানা রঙের ফ্লেক্সে ঢেকেছে। এই ফ্লেক্স তৈরির সঙ্গে যুক্ত সালকিয়ার এক ব্যবসায়ী সুদীপ সিনহা বলেন, ‘এবারে দেওয়াল লেখার চেয়ে ফ্লেক্সের চাহিদা বেশি। কারণ দেওয়াল লেখার শিল্পীর সংখ্যা কমে গেছে। এর খরচও বেশি। তার পরিবর্তে বিভিন্ন সাইজের ফ্লেক্সের ঔজ্জ্বলতা বেশি। কম সময়ে কম খরচে বেশি পরিমাণে পোস্টার অথবা ব্যানার ছাপানো যায়। তাই দিন দিন এর চাহিদা বাড়ছে।’ জানা গেছে, কর্মীরা গড়ে ১০ থেকে ১২ ঘন্টা পরিশ্রম করছেন। এরপর তাদের হাতে তৈরি ব্যানার এবং পোস্টার ছড়িয়ে পড়ছে শহরের বিভিন্ন কোণায়। ফ্লেক্স কারখানার জনৈক মালিক সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তএখন রাত জেগে কাজ করতে হচ্ছে। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল সব ধরনের রাজনৈতিক দলের ব্যানার এবং হোর্ডিং ছাপানো হচ্ছে। ভোটের কারণে কাজের চাপ বেশি।দ ভোট মানেই গণতন্ত্রের উৎসব। আর এই উৎসব যেন আরও রঙিন হয়ে উঠেছে নীল, লাল, গেরুয়া, সবুজ রংয়ের এইসব ফ্লেক্সে।

ভোটের মুখে আলু নিয়ে বিজেপির রাজনীতি, অভিযোগ করলেন বিদায়ী কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না

দুরন্তবার্তা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর হুগলি, ২৩ এপ্রিল ঃ ভোট যখন দোরগোড়ায় সেই মুহূর্তে আলু নিয়ে বেচারাম এর মন্তব্যে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। আজ সিঙ্গুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আলু চাষীদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিজেপিকে দুশলেন রাজ্যের প্রাক্তন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। তিনি জানালেন ভোটের মুখে রাজনীতির উদ্দেশ্যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের আলু চাষীদের নিয়ে যখন মায়া কান্নায় মশগুল তখন একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যাধিক আলু উৎপাদনের সময়েও ৯৫০ টাকা কুইন্টাল দরে চাষীদের থেকে আলু সংগ্রহ করছে সেখানে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার ৬৫০ টাকা কুইন্টাল দরে আলু কিনছে। শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক আলু চাষীদের কাছ থেকে ৭০ প্যাকেট করে আলু সংগ্রহ করেছে। বেচারাম মান্না পরিসংখ্যান দিয়ে জানান ইতিমধ্যেই ৪.৭৬ লক্ষ কুইন্টলের বেশি আলু সংগ্রহ করেছে এছাড়াও সুফল বাংলার উদ্যোগে ৫৬ হাজার কুইন্টাল আলু কেনা হয়েছে। এছাড়া ও তিনি জানান ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা সর্বকালীন রেকর্ড। তিনি এর কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে বলেন এবারে রাজ্যে অনুকূল আবহাওয়ার ফলে আলুর ফলন ভালো হয় উৎপাদন আশাতিত বেড়েছে। তাই এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিজেপি আলুকে রাজনৈতিক ইস্যু করে সর্বসম্মুখে তুলে ধরছে শুধুমাত্র ভোটকে সামনে রেখে। তিনি জানান রাজ্য সরকার আলু বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনো বাধা নিষেধ রাখেনি তারই পরিপ্রেক্ষিতে এখান থেকে ২৫ টি রেকের মাধ্যমে ভিন রাজ্যে আলু পাঠানো হলেও আরো রেলের রেকের দাবি চাষীরা জানালেও সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক প্রয়োজনীয় অনুমতি দিচ্ছে না ফলে আলু মাঠেই পচছে। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার যদি আলুএশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে রপ্তানির ব্যবস্থা করত তাহলে আলু চাষিরা এইভাবে বিপদের মধ্যে পড়তো না এবং চাষীরা আলুর উপযুক্ত দাম পেতেন।কিন্তু সেদিকে না গিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।তিনি বলেন বামফ্রন্টের সময়ে ঋণে জর্জরিত হয়ে বহু আলু চাষী আত্মহত্যা করলেও তখন সেখানে নেতাদের চোখে এক ফোঁটা জল পড়ে নি, আর আজ আলু চাষীদের জন্য বিজেপির মায়া কান্না মানুষ দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বলেন পশ্চিমবাংলার কৃষকদের জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাই অযথা ভোটের রাজনীতি করে চাষী মহলকে বোকা বানানো চেষ্টা করা ঠিক নয়। তিনি বলেন ভোটের বিধি-নিষেধ লাগু রয়েছে তাই এই মুহূর্তে চাষীদের উল্লেখযোগ্য কিছু বলা নিষেধ তবে ভোটের পরবর্তী সময়ে আলু চাষীদের বিষয়ে নিশ্চয়ই সরকারের কিছু ভাবনা চিন্তা থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ভোটের মুখে আলু নিয়ে বেচারামের এই সাংবাদিক সম্মেলন রাজনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করবে বলে অভিজ্ঞ জনের মত।

ভোটার তালিকায় নাম নেই, পাননি বুথ স্লিপ! বাঁশবাগানে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, আতঙ্কে আত্মঘাতী ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২৩ এপ্রিল ঃ ভোটার তালিকায় নাম ওঠেনি। বাড়িতে শুধু ছেলে-বউমার নামেই এসেছে ভোটের স্লিপ। শেষপর্যন্ত কি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে? আতঙ্কে চরম সিদ্ধান্ত বৃদ্ধার। ভোটের স্লিপ দিয়ে যাওয়ার পরই আজ ভোরে বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের দাবি, আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন বৃদ্ধা। মৃতার নাম রবি মাঝি (৬৫)। হুগলির দাদপুর থানার ঘটনা। হুগলিতে দ্বিতীয় দফার ভোট ২৯ এপ্রিল। তার আগে বাড়ি বাড়ি ভোটারদের বুথ স্লিপ দিয়ে যাচ্ছেন ভোটাররা। বৃদ্ধার বাড়িতেও স্লিপ দেওয়া হয়েছিল। রবি দেবীর বাড়ি দাদপুর থানার আইমা সোমসারা গ্রামে। কিন্তু দেখা যায়, শুধুমাত্র বৃদ্ধার ছেলে ও বউমার নামে ভোটার স্লিপ এসেছে। বৃদ্ধার নামে স্লিপ আসেনি। পরিবারের দাবি, ১৯৯৫ সালে প্রথম ভোটার কার্ডে নাম ছিল গায়ত্রী মাঝি। আধার কার্ডে নাম রবি মাঝি। শেষ ভোটার তালিকাতেও নাম রবি মাঝি এসেছে। নামের গন্ডগোলের জেরে হিয়ারিংয়ে ডাক পেয়েছিলেন বৃদ্ধা। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও জমা দিয়েছিলেন বলে দাবি পরিবারের। কিন্তু, তাঁর নাম বাদ চলে যায়। সেই থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বৃদ্ধা। পরিবারের দাবি, তাঁর নামে ভোটার স্লিপ না আসার পর থেকেই দুশ্চিন্তা করছিলেন বৃদ্ধা। ভবিষ্যতে কী হবে, তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কি না, সেই নিয়ে চিন্তায় ঘুম উড়েছিল তাঁর। দেশান্তরিত হওয়ার আতঙ্ক গ্রাস করেছিল রবি দেবীকে, এমনটাই দাবি পরিবারের। মৃতার ছেলে পল্টু বলেন, ‘গতকাল রাত থেকেই দুশ্চিন্তা করছিলেন। যখন আমার ও আমার স্ত্রীর ভোটার স্লিপ দিয়ে গেল, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আমার স্লিপ দেয়নি, তাহলে কী হবে। দুশ্চিন্তা করছিল। আমি রাত দু’টো পর মাঠে গরু নিয়ে গিয়েছিলাম। সেইসময় মা ঘরেই ছিল। পরে কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়ি থেকে হঠাৎ খবর আসে বাড়ির পাশের বাঁশ বাগানে মা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন।’ মৃতার বউমা রুনু মাঝি বলেন, ‘ভোটের লিস্টে নাম না থাকলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে বলছিল। গতকাল বিএলও বুথ স্লিপ দিয়ে যায়। তাতে শাশুড়ির স্লিপ ছিল না। সেটা দেখেই ভুল বকতে শুরু করেছিলেন। নাম কেটে দিয়েছে এবার দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। এই কথাগুলোই বারবার বলছিলেন।’

সিপিএমের লালপতাকা সম্পর্কে সায়ন্তিকার মন্তব্যে নাগরিক মহলের সীমাহীন নিন্দা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ একচুয়ালি ভাবানীপুর ও নন্দীগ্রামের পরে এবার ‘ব্যাটেল ফিল্ড’ হিসাবে পরিচিত বরানগর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের দুই প্রার্থীর বাকযুদ্ধে চলেছে চূড়ান্ত উত্তেজনা। এবার সায়ন্তিকার এক বক্তব্য প্রায় সব সীমাই ছাড়িয়েছে। কিছুদিন ধরেই তাঁর গামলা মন্তব্য চর্চায়। এরই মাঝে বাংলায় বামেদের অস্তিত্বই নেই বোঝাতে গিয়ে ফের বেফাঁস মন্তব্য করে বসলেন তিনি। বললেন, ‘সিপিএমের লাল পতাকা এখন কেবল বিরিয়ানির হাঁড়ি ঢাকতেই কাজে লাগে।’ যা নিয়ে তুঙ্গে বিতর্ক। পালটা তাঁকে অপরিণত বলে খোঁচা দিয়েছে বামেরা। বিষয়টা ঠিক কী? সম্প্রতি একটি পডকাস্টে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন বরানগরের তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য রাজনীতি বিস্তারিত আলোচনা হয়। ওঠে বামেদের প্রসঙ্গও। তাঁর বিপরীতের বামপ্রার্থী ভোট ধরে সায়ন্তিকার কতটা লাভ হবে এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘মেরুদণ্ড থাকলে তারা নিজেদের ভোটটা দেবে। মেরুদণ্ড না থাকলে, ওই ব-এর নিচে ডট দিয়ে হবে।’ এরপরই সায়ন্তিকা বলেন, ‘ওদের মেরুদণ্ড নেই, তাই শূন্য থেকে মহাশূন্যে গিয়েছে। এত লোক বেরয় মিছিলে, ভোটটা তাহলে কোথায় যায় জানি না! বিজেপির জোটসঙ্গী হয়ে কাজ করলে আগামিদিনে আরও কোথাও থাকবে না। ওদের ওই লাল ফ্ল্যাগটা বিরিয়ানির হাঁড়িতেই থাকবে। আগে যে লাল ফ্ল্যাগটা লাগাত, সেটা তো এখন শুধু বিরিয়ানির হাড়িতেই থাকে। আরও চারটে বিরিয়ানির দোকান বাড়বে সেটা লাগানোর জায়গাও থাকবে না‌। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে বিতর্ক। কমেন্ট বক্সে কেউ লিখেছেন, গএই মন্তব্য শ্রমজীবীদের অপমান।’ কেউ লিখেছেন, ‘অপরিণত মানসিকতার পরিচয়।’

প্রথম দফায় চার জেলায় ৪ জনের মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ না, এই মৃত্যু ঠিক রাজনৈতিক মৃত্যু নয়, তীব্র গরম ও ভিড়ের চাপে মৃত্যু। ভোট দিতে গিয়ে মৃত্যু চার ভোটারের। পূর্ব ও পশ্চিম দুই মেদিনীপুর, মালদহ ও বীরভূমে চার ভোটার প্রাণ হারিয়েছেন বলে খবর। পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে মৃত্যু হয়েছে নৃপেন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তির। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে প্রাণ হারিয়েছেন ইসরাতন বিবি নামে এক মহিলা। মালদহের মালতিপুরে প্রমিলা বাগদি ও বীরভূমের সিউড়িতে অসীম রায় মারা গিয়েছেন। গরমের কারণেই হৃদরোগে তাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন বলে প্রাথমিক অনুমান। আজ, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হচ্ছে বাংলায়। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও ভোট হচ্ছে। রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৈশাখের শুরু থেকেই প্রবল গরম দেখা যাচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে। এদিন সকাল থেকেই রোদের তেজ দেখা গিয়েছে। বেলা বাড়লে ভোটের উত্তাপের পাশাপাশি ক্রমশ গরমও বেড়েছে। সকাল থেকেই বুথে বুথে ভোট দেওয়ার জন্য মানুষের লাইন দেখা গিয়েছে। বেলা ১১টা পর্যন্ত রেকর্ড ভোট পড়েছে প্রথম দফায়, এমনই বার্তা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরের বামনবাড় জুনিয়র হাইস্কুলের ২৩৪ নম্বর বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন ছিল। অন্যান্যদের সঙ্গে ভোটের লাইনে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়েছিলেন ৫৮ বছর বয়সী নৃপেন্দ্র দাস। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। অসুস্থ হয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি জ্ঞান হারান। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, কেশপুরের সীমা গেরিয়া এলাকার বাসিন্দা এক প্রৌঢ়াও ভোট দিতে গিয়ে মারা গিয়েছেন বলে খবর। তাঁর নাম ইসরাতন বিবি। লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার পরই তিনি অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। কিছু সময়ের মধ্যেই প্রৌঢ়া প্রাণ হারান।

পুলিশের সামনেই পেটানো হলো বিজেপি প্রার্থীকে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ এ এক ভয়াবহ দৃশ্য ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। ক্যামেরা না থাকলে অবধারিত শাসক শিবির এই ঘটনা অস্বীকার করতো। কুমারগঞ্জের বিজেপির প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধ। পুলিশের সামনেই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁকে কিল, চড় ও ঘুষি মারা হয়। যদিও তৃণমূলের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চললেও বুথের সামনে গিয়ে গন্ডগোল করেছেন বিজেপি প্রার্থী। শান্তিপূর্ণ এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই উত্তেজিত জনতা তাঁকে ঘেরাও করেছিলেন। বিজেপির প্রার্থীর অভিযোগ, তাঁর গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বুথে বুথে গিয়ে ভোটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছিলেন বিজেপি প্রার্থী।

অভিষেকের জনসভার প্রস্তুতি চলছে বালিতে

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ২৩ এপ্রিল ঃ আগামী ২৫ এপ্রিল শনিবার বিকেল ৩টেয় বালি অ্যাথলেটিক ক্লাবের মাঠে বালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্রের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করবেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। এর আগে বুধবার বালির রবীন্দ্র ভবনে অভিষেক ব্যানার্জির জনসভা নিয়ে হাওড়া সিটি পুলিশ, বালি পৌরসভা, বালি ফায়ার ব্রিগেড সহ অন্যান্যদের নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি জুটমিল মাঠে হেলিপ্যাড প্রস্তুতির কাজও শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, শুক্রবার বিকেলে হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেলের সামনে এক নির্বাচনী জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তারও প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

ভোটের সময় বুথে মোবাইল নিয়ে ঢোকা যাবে ? কী বলছে কমিশন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ ভোটে তপ্ত বাংলা। প্রথম দফার ভোটে সকাল থেকেই লম্বা লাইন বুথে বুথে। বিক্ষিপ্তভাবে অশান্তির খবর এলেও প্রতি ক্ষেত্রেই কড়া হাতে দমন কমিশনের। দ্বিতীয় দফার ভোট রয়েছে ২৯ এপ্রিল। সেদিন দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলি নামবে ভোটের ময়দানে। কিন্তু বুথে মোবাইল নিয়ে যেতে পারবে সাধারণ মানুষ? তা নিয়ে চাপানউতোর চলছে নানা মহলে। চাপানউতোর আম নাগরিকদের মধ্যে? কমিশন সূত্রে খবর, বুথে মোবাইল নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। এদিকে এবারের ভোটে বুথের চারপাশে তৈরি করা হচ্ছে ১০০ মিটারের ‘লদণ-গণ্ডি’। সাদা চক দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে দাগ। এই লদণরেখার ভিতর ভোটার ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকছে। ভোটারদের নথি যাচাইয়ের জন্য বিএলও এবং একজন সহকারী এই গণ্ডির বাইরে থাকবেন। কমিশন সূত্রে খবর, এই ১০০ মিটারের গণ্ডির ভিতরে কোনওভাবেই মোবাইল নিয়ে যাওয়া যাবে না। সূত্র মারফত এও জানা যাচ্ছে অনেক বুথেই ভিতরে ব্যাগ রাখা থাকছে। যদি কেউ মোবাইল নিয়ে চলেও আসেন তাহলে তাঁকে ওই ব্যাগে মোবাইল রেখে বুথের ভিতরে ঢুকে ভোট দিতে হবে। পুরো বিষয়টি তদারকি করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। অর্থাৎ ভোট দেওয়ার সময় তাঁর কাছে থাকবে না কোনও মোবাইল ফোন।

প্রচারের মাঝে জমিতে নেমে ধানের গোছা বাঁধলেন কুলতলি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ২৩ এপ্রিল ঃ বৈশাখের তপ্ত গরমে রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন হয়ে গেল।আর দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচারে দিনরাত এক করে ছুটে চলেছে প্রার্থীরা। আর এই প্রচারের মাঝেই মাঠে নেমে ধান গোছা বাঁধতে দেখা গেল কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মাধবী মহলদারকে। নির্বাচনের মরশুমে এমন চিত্র নতুন নয়- কেউ দাড়ি কাটছেন, কেউ বাড়ির প্লাস্টার করছেন, ভোটের আগে এবার জনসংযোগে নানা চটকদার উদ্যোগ নিচ্ছেন প্রার্থীরা। সেই পথেই কি হাঁটলেন মাধবী, উঠছে প্রশ্ন। তবে এক্ষেত্রে প্রার্থীর দাবি, এটি নিছক প্রচারের অংশ নয়। তিনি নিজেকে ‘কৃষকের মেয়ে’ বলেই পরিচয় দেন। জানান, তাঁর নিজের জমি রয়েছে এবং সেখানেই তিনি চাষাবাদও করেন। যদিও নির্বাচনী ব্যস্ততার কারণে এ বছর চাষের কাজে সরাসরি যুক্ত থাকতে পারছেন না, তাই মাঠে নেমে সেই ইচ্ছেরই আংশিক পূরণ করলেন। কুলতলির কৃষকদের উদ্দেশে একাধিক প্রতিশ্রুতিও দেন মাধবী মহলদার। তাঁর দাবি, এলাকায় মিষ্টি জলের চাষের ব্যবস্থা করা হবে, তৈরি করা হবে রাইস মিল ও কোল্ড স্টোরেজ। কৃষকদের সমস্যার সমাধানে সবরকম পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন বিজেপি প্রার্থী। আর সব মিলিয়ে জমে উঠেছে কুলতলির ভোটের ময়দান।

তৃণমূলের গড়ে কংগ্রেসের ‘মাটির লড়াই’ রামপুরের মাটিতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উদয়নারায়ণপুর, ২৩ এপ্রিল ঃ ভাটের হাওয়া এখন তপ্ত দামোদরের বালুচরের মতোই গরম। একদিকে তৃণমূলের দুভেদ্য দুর্গ, অন্যদিকে বিজেপির হাইভোল্টেজ প্রচার; এই দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নিজের লড়াইয়ের পথ তৈরি করছেন কংগ্রেস প্রার্থী অসিত বাকুলী। আজ বৃহস্পতিবার রামপুর সহ তিনটি অঞ্চলের প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি মাটির ঘরে পৌঁছে গিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, এই লড়াই স্রেফ গদি দখলের নয়, এই লড়াই মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার। এদিন সকালে রামপুরের আলুর খেতে কাজ করা কৃষকদের মাঝে পৌঁছে যান কংগ্রেসের এই ‘চাষীর ছেলে’। প্রার্থীর কোনো লটবহর নেই, নেই কোনো বড় কনভয়; একেবারে পাশের বাড়ির মানুষের মতো করে কৃষকদের হাত ধরে বসে পড়লেন জমিতে। চাষীরাও তাঁদের জমানো ক্ষোভ উগড়ে দিলেন প্রার্থীর কাছে। সারের চড়া দাম থেকে শুরু করে ফলন শেষে নায্য মূল্য না পাওয়ার হাহাকার; সবটাই মন দিয়ে শোনেন অসিতবাবু। তিনি বলেন, তসরকার উৎসব আর বিজ্ঞাপনে কোটি কোটি টাকা ওড়াচ্ছে, অথচ আলু চাষীরা গোটা রাজ্যে ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করার পথ খুঁজছে। আমি কৃষকের সন্তান, তাই জানি আপনাদের রক্ত জল করা ফসলের মূল্য না পাওয়ার যন্ত্রণা কতটা গভীর।দ তবে আলোচনার বড় অংশ জুড়ে ছিল উদয়নারায়ণপুরের দীর্ঘদিনের অভিশাপ ‘বন্যা’। প্রতি বছর দামোদরের জল যখন সব কেড়ে নেয়, তখন প্রশাসন শুধু নামমাত্র ত্রাণ পাঠিয়ে দায় সারে; এই অভিযোগে সরব হন গ্রামবাসীরা। অসিত বাকুলী জোরালো দাবি তোলেন, তকেন স্বাধীনতার এত বছর পরেও উদয়নারায়ণপুরকে প্রতি বছর ভাসতে হবে? জয়ী হলে শুধু বাঁধ মেরামত নয়, স্থায়ী ড্রেনেজ সিস্টেম গড়ে তুলে আপনাদের এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি দেওয়াই হবে আমার প্রথম কাজ।দ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূলের শক্ত সংগঠনের সামনে কংগ্রেসের এই ‘ভূমিপুত্র’ তাস এক নতুন সমীকরণ তৈরি করছে। বিশেষ করে বুধবার এই কেন্দ্রে বিজেপির বড় জনসভার পর রাজনীতির ময়দান এখন উত্তপ্ত। একদিকে শাসক দলের উন্নয়নের দাবি আর অন্যদিকে বিজেপির পাল্টা চ্যালেঞ্জ; এই দুইয়ের ভিড়ে ‘ঘরের ছেলে’ অসিত বাকুলীর সাদামাটা জনসংযোগ এবং কৃষি-বন্যা ইস্যু সাধারণ মানুষের হৃদয়ে কতটা জায়গা করে নেয়, তার উত্তর দেবে আগামী ২৯শে এপ্রিলের ইভিএম।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৪৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ১০ বৈশাখ, ১৪৩৩

বিপ্লবী লেনিন

কোনো এক ডিসেম্বর মাসের হাড় কাঁপানো শীতের রাত। কারাগারে টহল দিতে দিতে ছেলেটার দিকে আবার চোখ চলে গেল দারোগা মশাইয়ের। এতক্ষণে অন্তত হাতে পায়ে ধরা উচিত ছিল, নিদেন পক্ষে একটা আবেদন বা ক্ষমাপ্রার্থনা। দারোগা মশাই পুরোনো মানুষ। এইসব কলেজি বিপ্লবীদের তিনি হাড়ে হাড়ে চেনেন। সাধারণতঃ এরা খুব ভালো ছাত্র হয়, যেমন এই ছেলেটা, বিদ্যালয় স্তরে স্বর্ণপদক পেয়ে পাশ করেছে। তারপর কলেজে উঠে তিনদিন 'চলছে না, চলবে না !' করে, তারপর যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কলেজের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়, বিপ্লবী তেজও ফুড়ুত। তারপর দেখা যায় যে সরকারের বিরুদ্ধে 'চলছে না চলবে না !' বলত তাদেরই নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রে, পুলিশে বা বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে একটা চাকরির জন্য এরা মারামারি করছে। এই ছেলেটিও সেই গোত্রের এতে দারোগার বিশেষ সন্দেহ নেই। তবে সাহস আছে ছোকরার, এটা মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন দারোগামশাই। 'ছাত্র সভা'-ডেকে তাতে এইরকম রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তব্য রাখা সহজ কাজ না, বিশেষ করে যেখানে বহিষ্কারের শাস্তি কপালে নাচছে। বহিষ্কার করাও হবে বোধ হয় ছোকরাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, এমনটা কানে এসেছে তাঁর। এই পর্যায়ে এসে অধিকাংশ ছেলেই ক্ষমা টমা চেয়ে নেয়, হাতে পায়ে ধরে। এ তার কিছুই করছে না দেখে ভীষণ অবাক হচ্ছেন দারোগা বাবু। মনে মনে ভাবলেন, ছেলের রক্ত বেশ গরম। হঠাৎ বেশ নস্টালজিক হয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর ছাত্র জীবনে তিনিও তো দিন বদলের স্বপ্ন দেখতেন, তারপর যা হয়, জীবনের দৌড়ে সেই স্বপ্নকে কবেই চাপা দিয়েছেন! ছেলেটার প্রতি মায়া হল তাঁর। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি ছেলেটার দিকে। কাঁধে হাত রেখে আলতো করে বললেন - 'আরে এতো হই হাঙ্গামায় আর কি হবে ছোকরা? শেষটা তো এই দেওয়াল!' দপ করে চোখগুলো জ্বলে উঠল। দারোগাবাবু চমকে উঠলেন। চোখ দুটো যেন ঠিক দুটো স্ফুলিঙ্গ। সতেরো বছরের ছেলেটির সদ্য গজানো গোঁফের রেখার নিচে খেলে গেল একটা হাল্কা হাসি- 'দেওয়াল, তবে ঘুণ ধরা, ধাক্কা দিলেই ভেঙে পড়বে।' ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বরের এক শীতের রাতে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। সারাজীবন পচা ঘুণ ধরা দেওয়াল ধ্বংস করার এই ব্রত থেকে তিনি একচুল নড়েননি। শ্রেণির সঙ্গে শ্রেণির দেওয়াল, জাতির সঙ্গে জাতির দেওয়াল, ভাষার সঙ্গে ভাষার দেওয়াল, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের দেওয়াল তাঁর হাতুড়ির আঘাতে সব ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছিল। ইতিহাসে প্রথমবার। যে দেওয়ালহীন খোলা ময়দান লেনিনের স্বপ্ন ও সাধনা ছিল, সে অবশ্য মহাকালের নিরিখে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাঁর সেই ভাঙা দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষের উপর তাঁরই নাম জপ করে যে নতুন দেওয়াল তোলা হয়েছিল, তার দায় লেনিনের নয়। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হলেও, হতে যে পারে যা লেনিন দেখিয়ে দিয়েছেন। কোনো প্রতিকূলতার দেওয়াল লেনিনের এই স্বপ্নকে, তাঁর অক্ষয় আশাকে আটক করতে পারেনি। দুর্জয় আশাবাদ যখন এসে হাত ধরে অতিমানবীয় কর্মশক্তির, তখন ধাক্কা মারলে চিনের প্রাচীরও ধ্বসে যায়। লেনিনের সেই ক্ষমতা গতি পাল্টাতে পারে।

রসগোল্লা ভক্ত গায়ক মান্না

উত্তর কলকাতার বাসিন্দারা বলতে গেলে সবাই হচ্ছে রসগোল্লা প্রিয় মানুষ। নবীন চন্দ্র দাসেরর জন্মস্থান। বাংলার রসগোল্লার আতুড়ঘর। সেই উত্তর কলকাতার ছেলে মান্না দে। তিনি বলেছেন, জীবনে অনেক মিষ্টি খেয়েছেন,যারা তাঁকে ভালবাসেন তারা সুযোগ পেলে রকমারি মিষ্টি খাইয়েছেন, কিন্তু মায়ের দেওয়া চার আনা মিষ্টির মত স্বাদ সারাজীবনে আর পাননি। জীবনে অনেক টাকা উপার্জন করেছেন কিন্তু মায়ের থেকে পাওয়া চার আনা পয়সা পাওয়ার মত ধনী আর কোনওদিন তিনি হতে পারেন নি। মহামায়া দে'র সঙ্গে সেবার কালীঘাটে গিয়েছিলেন ছেলে মান্না। মাকে বললেন তুমি ভেতরে যাও আমি বাইরেটায় আছি। প্রতিবার সাধারণত মা মন্দিরের ভেতরে যেতেন, পুজো দিতেন সবার মঙ্গল কামনায়, তারপর বেরিয়ে এসে ঠাকুরের প্রসাদ দিতেন। ভক্তিভরে সেই প্রসাদ খেতেন মায়ের আদরের ছেলে মানা। সেবার কালীঘাটে অবশ্য একটু ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল। মান্না দে'র মা মন্দিরে ঢুকতে গিয়েও কি মনে করে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন ছেলের দিকে, তারপর চার আনা পয়সা দিয়ে বললেন, মানা তোমার ইচ্ছে মত মিষ্টি খেয়েনে এতে। মান্না দে'র মা মহামায়া ছিলেন চুঁচুড়ার এক মধ্যবিত্ত বাড়ির কন্যা। খুব ছোট বয়সেই বিয়ে হয়। সেই সময় বাড়ির মেয়েরা যতটা লেখাপড়া করতে পারতেন তিনি সেই সুযোগ পেয়েছিলেন, সর্বোপরি প্রাচীনপন্থী ছিলেন না,প্রকৃত অর্থে ছিলেন শিক্ষিতা। কৃষ্ণচন্দ্র দে বিখ্যাত গায়ক যিনি মান্না দে'র ছোট কাকা অনুষ্ঠান শেষ করে অনেক রাতে বাড়ি ফিরতেন। মান্না দে'র মা তাঁর জন্য জেগে বসে থাকতেন তারপর তাঁকে গরম লুচি ভেজে দিতেন। অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ মহিলা ছিলেন। কালীঘাটের ঘটনায় পুত্র একটু অবাক, মা একসাথে একেবারে চার আনা দিলেন,অনেকটা পয়সা। তখন একটা রসগোল্লা পাওয়া যেত দুই পয়সায়। চার আনায় অনেক মিষ্টি হবে । ছোট বেলা থেকে মান্না দে'র ভয়ঙ্কর দূর্বলতা বড় সাইজের রসগোল্লায়। মনের সুখে অনেকগুলো রসগোল্লা খেলেন। অবশ্য বাড়িতে গিয়ে আর ভাত খেতে পারলেন না। ঠাকুরমা অসন্তুষ্ট, কেন নাতি দুপুরবেলা ভাত খাবে না। শেষে আবার পরিত্রাতা হলেন মা জননী, বললেন তোকে আজ আর ভাত খেতে হবে না। একবেলা ভাত না খেলে কিছু হবে না তুই রসগোল্লা খেতে ভালোবাসি,সেটা তৃপ্তি করে করে আজ খেয়েছিস। মধুর এই স্মৃতি মান্না দে সারাজীবন মনে রেখেছেন। মান্না দে কলকাতায় আসলেই রসগোল্লা তাঁর পাতে থাকতো। আবার সময়ে সময়ে তিনি অতিথি আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধবান্ধবদের রসগোল্লা কাইয়ে ছাড়তেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

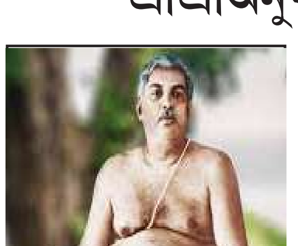

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না।

জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। ঠাকুর সব সময়ে সন্তানদেরকে ছেলের মতো চোখে চোখে রাখতেন। তার ভালোমন্দ দেখতেন। শুধু ঠাকুর নন, মাও সন্তানদেরকে নিজের পুত্রের মতো ভালোবাসতেন। মা বলতেন, সন্তানরা আমরা প্রাণ।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

কালী তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা শ্মশানচারী ছিলেন। তিনি একবেলা আহার করতেন। আর সারাদিন শশ্মানে ধ্যান করতেন। তন্ত্র সাধনা করতেন। তখনকার সময়ে বাংলায় তন্ত্রসাধকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে সবচেয়ে বেশি সুনাম অর্জন করেছিলেন সাধক বামাক্ষ্যাপা। তিনি লোকসমাজে বেশি মিশতেন না। কম কথা বলতেন। কাউকে ভবিষ্যতবাণী করতেন না। তিনি বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং সঠিক পথ ধরে চলতে হবে।

বাঙালি বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

রবীন্দ্রকুমার শীল

(বাংলার তিন বাঙালি বিজ্ঞানী বিশ্ব জোড়া সুনাম অর্জন করেছিলেন। তার মধ্যে রয়েছেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস, আচার্য প্রফুল্ল রায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ বোস। এই তিন বাঙালি বিজ্ঞানী যেভাবে পরাধীন ভারতবর্ষের বিখ্যাত বিজ্ঞানী হয়ে পাশ্চাত্য প্রভাবশালী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মানসিক লড়াই করে জয়লাভ করেছিলেন তা কিন্তু ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়েছে। আচার্য জগদীশ বোসকে আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন ভগিনী নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা না থাকলে আজকে বসু বিজ্ঞান মন্দির তৈরি হতো কিনা সন্দেহ। ভগিনী নিবেদিতার বোন সারাবুল টাকা দিয়েছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দির তৈরি করতে। তারপরে যার কথা বলতে হয় তিনি হলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তিনি চিরকালও ধুতি এবং সাদা ফুলহাতা জামা এবং গায়ে চাদর দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। কোনও দিন সাহেবি প্যান্ট জামা পরিধান করেননি বলতে গেলেই চলে। এই স্বদেশ প্রেমিক বিজ্ঞানী যখন সারা দেশ জুড়ে বিদেশি পণ্য বর্জন করার ডাক উঠতে শুরু করেছে তখন তিনি 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' তৈরি করে স্বদেশি পণ্য প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাংলার গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বহু সময়ে গোপনে বোমা তৈরি মালমশলা দিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন বলে জানা যায়। এমনকী তাঁর ল্যাবটারিতে বোমা পরীক্ষা করার জন্য বিপ্লবীদের দরজা উন্মুক্ত হয়ে থাকতো। বিদ্রোহী কবি নজরুলকে কলকাতা অ্যালবার্ট হলে (বর্তমানে কফি হাউস) সম্বর্ধনা দেওয়ার সময়ে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি কবিগুরু এবং নজরুলের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন।)

১৮৬১ সাল। বাংলার দুই বিখ্যাত ব্যক্তির জন্ম সাল। রবীন্দ্রনাথ এবং প্রফুল্লচন্দ্র। একজন এপার বাংলায়। আর একজন ওপার বাংলায়। বাংলার দুই মনীষী স্বদেশি চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। কবিগুরু বহু স্বদেশ পর্যায়ে সঙ্গীত, কবিতা এবং গল্প রচনা করেছেন। আর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্বদেশি চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের বেড়া ভেঙে দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবাদের উদ্দীপ্ত হয়ে দেশ ও দশের সেবার কাজে জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট। পিতার নাম হরিশচন্দ্র রায়। মাতার নাম ভুবনমোহনী দেবী। অন্নপ্রাশনের সময়ে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল প্রফুল্লচন্দ্র। সবাই তাঁকে সংক্ষেপে ফুলু বলে ডাকতো। কপোতাক্ষ নদের তীরে যশোর-খুলনা রাড়ুলি গ্রাম। এখানেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞানী আচার্যদেব রায়। এই নদের অন্য তীরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন এবং প্রফুল্লের জন্মকালের ব্যবধান ছিল পয়ত্রিশ বছর। রাড়ুলি ছিল মাইকেলের মামার বাড়ি। সাগরদাঁড়ি থেকে রাড়ুলি প্রায় দশ কিলোমিটারের পথ। ১৮৭০ সালে গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করে প্রফুল্ল পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসে ছিলেন পড়াশুনা করতে। ১৮৭১ সালে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন। সঙ্গে তাঁর বড় ভাই জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রকে ভর্তি করা হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তখন হেয়ার স্কুলে প্রধান শিক্ষক। যখন তিনি চর্তুথ শ্রেণিতে পড়ছেন তখন তাঁর শরীর খারাপ হলে তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। ১৮৭৪ সালে তিনি কলকাতা ছেড়ে গ্রামে উপস্থিত হন। ১৮৭৬ সালে সুস্থ হয়ে কলকাতায় এসেই ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হলেন। সেই স্কুল থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত স্কুল মেট্রোপলিটন স্কুলে এফ.এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৮১ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। ইংল্যাণ্ডের অডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পান। তখন স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে ভারতে দুইজন গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করেছেন। একজন মুম্বই নিবাসী পারসি ছাত্র বাহাদুরজি এবং অপরজন হলেন কলকাতার প্রফুল্লচন্দ্র। বৃত্তি লাভ করেই তিনি বিলাতে যান পড়াশুনা করতে। সেখানে তখন ছিলেন ভারতের আর একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস। প্রফুল্লচন্দ্র এর দুই বছর আগেই জগদীশচন্দ্র বিলাতে গিয়েছিলেন পড়াশুনা করতে। প্রফুল্লকে স্বাগত জানাতে সেদিন লণ্ডনের ফেনচার্চ স্ট্রিট স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন জগদীশচন্দ্র। লণ্ডন থেকে অডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ৪০০ মাইল দূরে। প্রফুল্লচন্দ্র বিএসসিতে ভর্তি হন। ১৮৮৬ সালে তিনি বিএসসি পাশ করলেন। এবারে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের আগে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পেয়েছিলেন সরোজিনী নাইডুর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার শিরোনাম ছিল 'অন পিরিয়ডিক ক্ল্যাসিফিকেশন অব এলিমেন্টস'। ১৮৮৭ সালে তিনি ডক্টরেট পেলেন সঙ্গে পেলেন হোপ পুরস্কারসহ দুটি স্কলারশিপ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিক্যাল সোসাইটি ছিল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ক্র্যামব্রাউন এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। নিজের যোগ্য দিয়ে এই সোসাইটির সহ সভাপতি হলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর নাম বিলাতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষ তখন পরাধীন। সেই সময়ে এডিনবরা বিশ্ব বিদ্যালয়ে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর 'সিপাহী বিদ্রোহের আগে এবং পরে ভারতবর্ষ' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখার বিষয় পচ্ছন্দ করেন। সেখানে প্রফুল্লচন্দ্র ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করেছেন। প্রবন্ধটি পুরস্কার লাভ করেনি। কিন্তু একটি মন্তব্য লাভ তিনি করেছিলেন 'ব্রিটিশ শাসন বিষয়ে এই লেখক তীব্র কটূক্তি করেছেন'। বিখ্যাত রসায়নবিদ প্রফুল্লচন্দ্রের গায়ে ব্রিটিশ বিরোধী এবং দেশপ্রেমিকের লেবেল এঁটে দেওয়া হল।

১৮৮৮ সালে স্বদেশে ফিরলেন প্রফুল্লচন্দ্র। প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপকের কাজে যোগদান করলেন মাত্র ২৫০ টাকার বেতনে। বেকার থাকার সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রে দিন কাটতো জগদীশ চন্দ্র বোস এবং তাঁর স্ত্রী অবলা বসুর আতিথ্যে। প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদালয়ের পরীক্ষা গারে 'মারকিউরাস নাইট্রেইট' আবিষ্কার করে ফেললেন। তিনি দুই খণ্ড ' এ হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' বই রচনা করেন। ভারতবর্ষে অতীতে যে রসায়ন শাস্ত্রের চর্চা ছিল তা তিনি বিস্তারিতভাবে তথ্য দিয়ে বই লিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ক্রান্তিকাল,তান্ত্রিক পর্যায় এবং ওষধি বিজ্ঞানের যুগ পর্যন্ত অনুসন্ধান করে তাঁর এই রসায়ন বইটি রচিত। ভারতের বিভিন্ন গাছ থেকে ঔষুধি লাভ থেকে শুরু করে ধাতু নিষ্কাষণের মধ্যে দিয়ে যে সব চিকিৎসাবিদ্যা এবং ধাতুবিদ্যার উন্নতি লাভ করেছিল তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় খুবই স্পষ্টবাদী বিজ্ঞানী ছিলেন। বিজ্ঞান সত্যকে প্রকাশ করে থাকে। সেই কারণে তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যে সত্যের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। তিনি কারোর কাছে মাথা নত করার ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, " যে দেশে সুশ্রুত বলিয়াছিলেন- শব ব্যবচ্ছেদ ভিন্ন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করা অসম্ভব। সেই দেশে শব স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হইয়া গেল।' আমরা প্রত্যেকেই জ্যানি যে মধুসূদন গুপ্ত কলকাতার মেডিকেল কলেজে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। তার ফলে তিনি ধর্মচ্যুত হন। পরে তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালি জাতি সম্পর্কে উপলব্ধি করে লিখছেন, " শ্রমবিমুখতাই আমাদের সর্বনাশের মূল। কোনো কাজ করিব না, হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব বা আরাম -চেয়ারে শুইয়া কেবল অন্যের সমালোচনা করিব। অথচ দেশকে অগ্রসর করাইব। আমরা আজকাল 'বাঙালি জাতি' বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু জাতি-গঠনের জন্য যে কত মাল মশলা ও উপকরণ দরকার তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। অস্পৃশ্যতারূপ পাপ বক্ষে ধারন করিয়া, আজ কয়েক শত বৎসর ধরিয়া তাহার জন্য কি প্রায়শ্চিত করিতে হইতেছে, ভাবিয়া দেখা যাক।" ১৮৯২ সালে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর বন্ধু অমূল্যচরণ বসুকে সঙ্গে নিয়ে। ১৯০১ সালে ১২ এপ্রিল তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল লিমিটেড কোম্পানি পরিণত করেছিলেন। তিন বছর ধরে ভেজাল ঘি এবং তেল নিয়ে গবেষণা করেছিলেন যা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে (খণ্ড ৫৯, সংখ্যা ৬৩)। এছাড়াও আর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। রাজনীতিবিদ গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল আন্তরিক। মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে তিনি স্বদেশি বিজ্ঞান ভাবনা নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছিলেন। ১৫ জুন ১৯১২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠি পান। সেখানে রাজা বাজার সায়েন্স কলেজের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেওয়ার আহ্বান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করে। ১৯৩৮ সলে তিনি 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সভাপতি নির্বাচিত হন।

নবদ্বীপ কড়চা ঃ চৈতন্য জন্মস্থানে রাস উৎসব

বুদ্ধদেব মিশ্র

নবদ্বীপ বাংলার সংস্কৃত শিক্ষা স্থান হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। বিদ্যাপতি কিংবা পদাবলিকার চন্ডীদাসের যুগে কিংবা মধ্য যুগে চৈতন্য সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল সুদূর মিথিলা থেকে বহু ছাত্ররা নবদ্বীপে এসে নবদ্বীপের সংস্কৃত পণ্ডিতদের টোলে উপস্থিত হয়ে সংস্কৃত শিক্ষা পাঠ নিয়েছে। সেই কারণে নবদ্বীপকে বলা হতো বাংলার অক্সফোর্ড। এই নবদ্বীপে যেমন চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে রাস উৎসব যেখানে শাক্ত পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। নবদ্বীপের রাস জগত বিখ্যাত।

-১) এলানে কালী ঃ দেয়ারা পাড়ায় এলানে কালী পুজো শুরু হয়। এলানে কালী যেখানে পুজো হয় তাকে বলা হয়ে থাকে পঞ্চমুণ্ডির আসন। মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের পৃষ্টপোষকতায় এবং দেয়ারা পাড়ার নিবাসী শঙ্করনাথ তর্কবাগীশ পঞ্চমুণ্ডির আসনে এলানে কালী পুজো শুরু করেন। প্রতিমার উচ্চতা ১০ ফুট। ২) আমপুলিয়া পাড়ার শবশিবা ঃ মহামোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতিদের গৃহদেবী ছিলেন। পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পরিবার তঁদের গৃহদেবীর মৃণ্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে পুজো শুরু করলেন। ৩) তেঘরী পাড়ার বড় শ্যামা ঃ বড় শ্যামা ২০ হাত বা ৩০ ফুট উচ্চ। সাধক চুড়ামণি ভৃগুরাম চট্টোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য) এই পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই পুজো করে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ৪) শ্রীশ্রী বামাকালী ঃ রামসীতার মোড়ে শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মন্দিরের কাছে শ্রীশ্রী বামাকালীর পুজো হয়। আগে দশ বারো হাত কালী হতো। এখন তা বেড়ে চোদ্দ বা পনেরো হাত কালী প্রতিমা তৈরি হয়। পুজোতে ইলিশ মাছ এবং মাংস দেওয়ার রীতি রয়েছে। পাঁঠাবলিও দেওয়া হয়। ৫) কৃষ্ণকালী ঃ ফাঁসিতলা ঘাট রোড এবং পাতাল সাধু সরণির সংযোগ স্থলেন ফাঁসিতলার মোড়ে কৃষ্ণকালীর পুজো হয়ে থাকে। নন্দকুমার পাল এই প্রতিমা তৈরি শুরু করেন। ৬) রণকালী ঃ রাধাবাজার অঞ্চলে পোড়ামা তলা রোডে 'শ্রুতিমাইক' কাছে রণকালী পুজো হয়ে থাকে। চন্দ্রভূষণ দাস এই পুজোর প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতিমা ১৫ হাত উচ্চতায় নির্মাণ করা হয়। ৭) মহারাবণ বধ ঃ রাধাবাজারে পোড়ামাতলা রোড এবং বৈদিক পাড়া সংযোগ স্থলে এই প্রতিমার পুজোর আয়োজন করা হয়। ১৯৪৫ সালে ছোট আকারে শুরু হয়েছিল প্রতিমা পুজো। ৮) আনন্দময়ী ঃ এই দেবী পুজো কবে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। রমাপ্রসাদ গোস্বামী নবদ্বীপের রাস নিয়ে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রবন্ধ লিখলেন। সেখানে আনন্দময়ী দেবীর কোনও নাম ছিল না। তবে গোরাচাঁদ বিশ্বাসের বয়স ধরে অনুমান করলে ১৯৫০ সালে এই পুজো শুরু হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। ৯) ভুবনেশ্বরী ঃ বড়াল ঘাটে এই প্রতিমা পুজো হয়ে থাকে। এই প্রতিমা সূচনা কাল ১২৯৪ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭) ১৯৮৬ সালে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্গা-চণ্ডী-মহিষামর্দিন কাত্যায়নী প্রতিমা -১) কৃষ্ণমাতা ঃ রামসীতা পাড়ার রাজবংশীরাই এই পুজোর আয়োজন শুরু করেছিলেন। এই প্রতিমার রূপ দিয়েছিলেন নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ। এই মূর্তিতে শাক্ত এবং বৈষ্ণব মতের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ২) আমড়াতলার মহিষমর্দিনী ঃ আগমেশ্বরী পাড়া বাজারে এই প্রতিমা পূজিত হতে দেখা যায়। ষোল থেকে সতেরো হাত প্রতিমা তৈরি করা হয়ে থাকে। এইখানকার বাসিন্দা অমূল্যকুমার বসু বলেছেন যে তিনশো বছরের প্রাচীন এই পুজো। তবে এই জো করে সঠিক কবে শুরু হয় তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ৩) ডুমুরেশ্বরী ঃ রাধাবাজারের এস কে নন্দীর বাড়ির সামনেই ওই প্রতিমার পুজো হয়। কুড়ি বাইশ ফুট উচ্চ প্রতিমা। ৪) মহিষমর্দিনী (রাধাবাজার মোড়) **তথ্য সূত্র ঃ শান্তিরঞ্জন দেব রচিত নবদ্বীপের রাস বিষয়ক গ্রন্থ।**

প্রথম দফার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিচার বিশ্লেষণ

তন্ময় সিংহ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সবে মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩০ শতাংশ ভোট যে শতাধিক আসনে নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত সব পক্ষই। নির্বাচনের আগে বিভিন্ন ইস্যুতে হুমায়ুন কবির, মিম, নৌশাদ সিদ্দিকী সহ কংগ্রেস এবং সিপিএমেরও একটা অংশ যে সংখ্যালঘুদের সাথে সক্রিয় হচ্ছিল এবং নিজেদের জন প্রিয়তা বাড়াচ্ছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এসআইআর এবং পরবর্তীকালে একটি গোপন ভিডিও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে এই সংখ্যালঘু ভোটকে আবার তৃণ মূলের দিকে সম্পূর্ণ রূপে ফিরিয়ে দিয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে কংগ্রেসের প্রার্থী নির্ভর কিছু বিধান সভা ছাড়া,এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত শাসক শিবির। বিরোধী শিবির যতই দুধেল গাই হিসেবে প্রচার করুক, যোগী ও হেমন্ত বিশ্ব শর্মার মতো নেতাকে এনে পশ্চিমবঙ্গে মেরুকরণ করুক ২০২৬ এ এই ৩০ শতাংশের আশীর্বাদ প্রায় সম্পূর্ণরূপে শাসক শিবির পাবে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

ইস্যু ৯- হিংসা ও মেরুকরণ ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নির্বাচন মানেই হিংসা এবং মানুষের প্রাণহানি এই ধারণাটা বিগত কয়েকটি নির্বাচনে আরো দৃঢ় হয়েছে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনাতে। দু একটি জেলাতে নিজেদের মধ্যে এই ঘটনা সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের নির্বাচন নিয়ে একটি ভুলবার্তা দিয়েছে যারই প্রতিফলন আজকে স্বয়ং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কেউ বলতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মতো মেরুকরণ সারা ভারতে কোথাও হচ্ছে না। এই মেরুকরণে সুফল তুলতে সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সমস্ত হিন্দু হৃদয় সম্রাটরা এসে সভা করে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গে। তাদের বুলডোজার রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োগ করবার জন্য তারা সাহায্য চাইছেন হিন্দু সমাজের। এ কথা অনুস্বীকার্য কিছু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাতে এবং সীমান্তবর্তী জেলাতে হিন্দু সমাজ যে কিছুটা হলেও ধর্মীয় দাপাদাপি ও জোর জুলুমে এবং আইনের শাসন সবক্ষেত্রে না থাকায় তারা ভীত। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে তাই এসআইআরএ সংখ্যালঘু সমাজের নাম বাদ দিয়ে

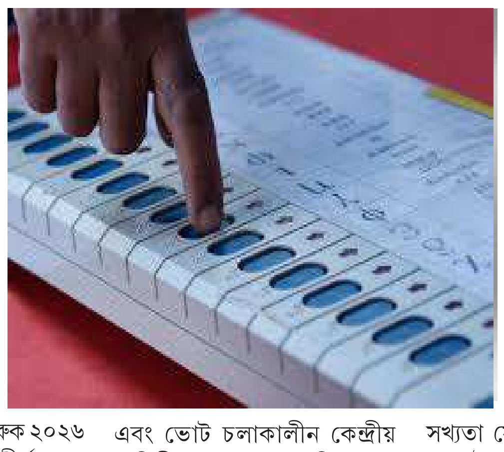

এবং ভোট চলাকালীন কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োগ করে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে সমস্ত হিন্দু সমাজের ভোট নিজেদের দিকে একত্রিত করতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্রীয় সরকার। পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামের মতো পশ্চিমবঙ্গেও তাদের রাজনৈতিক উর্বর ভূমিতে পরিণত করেছে বিজেপি উত্তরবঙ্গ এবং সীমান্তবর্তী এলাকা গুলিতে এর সুফল তারা এই নির্বাচনে পাবে এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত সবাই।

ইস্যু ১০- মুখ ও প্রতিপক্ষ ঃ একদা মোহন ভাগবত স্বয়ং মমতা ব্যানার্জিকে মা দুর্গার সাথে তুলনা করেছিলেন এবং এখনো কান পাতলে শোনা যায়, আরএসএসের নেতৃত্বের সাথে শাসক দলের সখ্যের চর্চা। পশ্চিমবঙ্গে কিভাবে অবাধে নিজেদের সংগঠন বিস্তার করেছে আরএসএস এ সম্পর্কে বাম দলগুলি সব সময় আঙ্গুল তুলে শাসকের দিকে। যাই হোক পশ্চিম বঙ্গের নির্বাচনে শাসকদলের প্রধান মুখ স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্যেক বারের মতন তিনি অনেকটা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ধাঁচে ঘোষণা করেছেন, সমস্ত বিধানসভাতে তিনি প্রার্থী তাই তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে দিদিকে ভোট দেওয়া। তাকে অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ঘোষণা করেছেন সমস্ত বিধানসভাতে তিনি প্রার্থী, তাই বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে তার হাতকে শক্ত করা। লড়াইটা ২০২৬-এ দাঁড়িয়েও দিদিই ভার্সেস মোদি। গত বারের মতন আর দিদি ও দিদি নয় বরং নামই উচ্চারণ করছেন না প্রধানমন্ত্রী, নেত্রী হিসেবে বাংলার মানুষের সাথে মমতা ব্যানার্জির আজও যে সখ্যতা সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকেই তার সরকারকে আক্রমণ করছেন তিনি। বাংলার উন্নতির জন্য ডাবল ইঞ্জিন সরকারের জন্য চাকরির জন্য ভোট চাইছেন বিজেপির হয়ে। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভোট চাইছেন তাকে আর একবার সুযোগ দিতে যাতে বাংলার মানুষকে তিনি আরো ভালো রাখতে পারেন। লড়াই রাজায় রাজায়, এবং এখনো সরাসরি দাদা এবং দিদির লড়াইয়ে কেউ কাউকে নিয়ে কটূক্তি করেননি, সেই অর্থে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে মানুষ দাদা এবং দিদির মধ্যে কাকে চাইবে বা ভালোবাসবে, তার উত্তর পাওয়া যাবে আগামী দিনে। তবে দুজনেরই সভায় মানুষের ভিড় হচ্ছে ব্যাপক এবং দুজনেরই ভাষণ শুনে উচ্ছাসে ফেটে পড়ছে জনতা। ভোট বাক্সে তারা বাংলার মেয়েকে চায় না মোদীজিকে পাঁচ বছর দিতে চায় তার ওপর নির্ভর করবে পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল।

ইস্যু ১১- দুই পক্ষের কুশীলবরা ঃ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে দুই পক্ষের কুশীলবদের লড়াই চোখে পড়ার মতো। অভিষেক ব্যানার্জীর নেতৃত্বে মমতা ব্যানার্জির দলের হয়ে যারা ক্যাম্পেইন করছেন তাদের মধ্যে অন্যতম দেব, সায়নী ঘোষ, মহুয়া মৈত্র, জুন মালিয়া সহ অনেকে। মোটামুটি রাজনীতির লোক না হলেও তাদের দেখতে মানুষ আসছে উৎসাহ নিয়ে এবং দেবের সভায় ভিড় চিন্তায় রাখছে বিরোধীপক্ষকে। অন্যদিকে ২০২১ এর মতন বিজেপির সাথে এবারে তারকার ভিড় নেই বরং তাদের হয়ে আট মুখ্যমন্ত্রী প্রচারে নেমেছে। যোগী আদিত্যনাথ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা হিন্দুত্বের প্রচার করছেন আবার অমিত শাহ পুরো প্রচার টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন সুকান্ত মজুমদার, শমিক ভট্টাচার্যের মতন নেতাদের নিয়ে। তবে পশ্চিমবঙ্গেও কত পাঁচ বছরে বিরোধী দলনেতা হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী তো চষে বেড়িয়েছেন গোটা পশ্চিমবঙ্গ। এই নির্বাচনে বিজেপির স্টার ক্যাম্পেনার এবং হবু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অলিখিত নিজের দাবি রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভবানীপুরে গিয়ে লড়াই করার কথা বলে। সবে মিলিয়ে অভিষেক এবং শুভেন্দুর নেতৃত্বে দ্বিতীয় প্রজন্মের নেতাদের এই লড়াই যে ২০২৬ এর নির্বাচনে অন্যতম বড় সহায়ক হতে চলেছে জেতা হারায় মানুষকে প্রভাবিত করতে সে সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। এই কুশীলবদের প্রচারে যাদের সাথে মানুষ একাত্ম হতে পারবে, ভোট বাক্সে প্রতিফলন ঘটবে তাদের হয়েই। নির্বাচনের ইস্যুর প্লেয়িং ইলেভেন এটাই।

বাঁকুড়ার জমিদার বাড়ি

বিপদতারণ মণ্ডল

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিক। হুগলির শ্রীরামপুরে এক ইংরেজ নীলকর সাহেবের অধীনে সাধারণ কর্মচারী হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের সততা, পরিশ্রম আর প্রখর বুদ্ধিমত্তার জোরে খুব অল্প সময়েই তিনি সাহেবের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। শোনা যায়, সেই সাহেব;যাকে অনেকে 'চিক সাহেব' নামে চিনতেন;রামমোহনকে নিজের সন্তানের মতোই স্নেহ করতেন। পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যুর পর উইল অনুযায়ী বিপুল সম্পত্তির একটি বড় অংশ রামমোহনের হাতে আসে। সেই সম্পত্তিকেই ভিত্তি করে আনুমানিক ১৮০৫ সালে অযোধ্যা গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারির সূচনা হয়। ক্রমশ এই জমিদারির বিস্তার ঘটতে থাকে। ২২টি নীলকুঠি ও ৪৬টি মৌজার মালিক হয়ে ওঠেন রামমোহন। তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে বাঁকুড়া, হুগলি এবং আশপাশের বহু অঞ্চলে। জমিদার বাড়িতে হাতির পিঠে করে খাজনা আসত;এই কারণে বিশাল উঁচু সিংহদ্বার নির্মাণ করা হয়েছিল, যাতে হাতিও সহজে প্রবেশ করতে পারে।

যদিও জমিদারির সূত্রপাত হয়েছিল এক নীলকর সাহেবের সহায়তায়, তবুও রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মনের মানুষ। তিনি প্রজাদের উপর নীল চাষের জোরজবরদস্তি মেনে নেননি। বরং নিজের জমিদারিতে নীল চাষ নিষিদ্ধ করে প্রজাদের স্বাধীনভাবে ফসল চাষের অধিকার ফিরিয়ে দেন। এই মানবিক ও সাহসী সিদ্ধান্তের ফলে ব্রিটিশদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়, কিন্তু প্রজাদের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়। পরবর্তীকালে তাঁর ভাই গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারির আরও উন্নতি সাধন করেন এবং ১৮৬০ সালে 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। জমিদার বাড়ির ঐশ্বর্য তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে;রুপোর পালকি, স্বর্ণালংকার, এবং অসংখ্য মূল্যবান সম্পদে ভরপুর ছিল এই প্রাসাদ। জমিদার বাড়ির নিরাপত্তার জন্য ছিল ১০৮ জন লাঠিয়াল, যারা দিনরাত পাহারা দিত।

লোকমুখে আজও শোনা যায়, জমিদার বাড়ির চত্বরের কোনো এক গোপন স্থানে, 'কপুরতলা' নামের জায়গার নিচে লুকিয়ে রয়েছে অজস্র গুপ্তধন। অনেকেই সেই গুপ্তধনের খোঁজ করেছেন, কিন্তু রহস্য আজও অমীমাংসিত। জমিদার বাড়ির স্থাপত্যও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সিংহদ্বারের বামদিকে রয়েছে সারিবদ্ধ বারোটি শিব মন্দির। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ১৮৩৫ সালে নির্মিত গিরিগোবর্ধন মন্দির, যার নির্মাণশৈলী শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন ধারণের কাহিনিকে মনে করিয়ে দেয়। এছাড়াও রয়েছে দোলমন্দির, ঝুলনমন্দির, রাস মন্দির, নাটমন্দির, দুর্গামন্দির এবং রাধাদামোদরজিউর মন্দির, যেখানে শালগ্রাম শিলা পূজিত হয়। এই জমিদার বাড়ির দুর্গাপূজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে দেবী দুর্গা সিংহের বদলে বাঘের পিঠে আরোহী;ব্যাঘ্রবাহিনী রূপে পূজিতা হন। এই প্রথা অত্যন্ত বিরল এবং স্থানীয় সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে এই পূজা একই ঐতিহ্যে পালিত হয়ে আসছে। রূপোর পালকিতে করে কলাবৌ আনা হয়, ঢোল ও সানাইয়ের সুরে মুখরিত হয় পরিবেশ। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এই সময় এখানে ভিড় জমান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। আয়ের উৎস কমে যাওয়ায় অবহেলিত জমিদার বাড়ি।

‘ভোট উৎসবে’ বেরঙিন হয়ে থাকলো নবাব পরিবারের সদস্যদের আজকের দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৩ এপ্রিল ঃ রাজ্যে যে কোনও ভোট হলেই উৎসবের রঙে রঙিন হয়ে উঠতেন মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু এবছরের ‘ভোট উৎসব’ মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যের কাছেই ‘বেরঙিন’ হয়ে থাকলো। মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের শতাধিক সদস্য বৃহস্পতিবার গণতন্ত্রের সবথেকে বড় উৎসব, ভোটদান পর্বে অংশই নিতে পারলেন না। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের ২২ টি বিধানসভা কেন্দ্রে যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো সেই সময় নবাব পরিবারের কোনও সদস্যের সময় কাটল বাড়িতে টিভিতে ভোটের খবর দেখে, আবার কেউ বুথ থেকে বহু দূরে বসে অন্য ভোটারদেরকে ভোট দেওয়ার কাজে সাহায্য করলেন। আজও মুর্শিদাবাদের লালবাগ শহরের ‘কিল্লা নিজামাত’ এলাকায় ঘন্টা ঘর এলাকার কাছে বসবাস করেন মুর্শিদাবাদের একসময়ের নবাব মীরজাফরের বহু বংশধর। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে জানা যায়, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের নবাব সিরাজদৌলার পরাজয়ের পর ব্রিটিশদের সহায়তায় বাংলা-বিহার এবং ওড়িশার মসনদে বসেন নবাব মীরজাফর। বর্তমানে তাঁর ১৫ তম বংশধর মহম্মদ রেজা আলি মির্জা, (যিনি মুর্শিদাবাদে ‘ছোটে নবাব’ নামে পরিচিত) এখনও ‘কিল্লা নিজামত’ এলাকার ঘণ্টা ঘরের কাছে নবাবদের তৈরি করে যাওয়া একটি বাড়িতেই থাকেন। ছোটে নবাবের সঙ্গেই থাকেন তাঁর ছেলে তথা নবাব মীরজাফরের ১৬ তম বংশধর সৈয়দ মহম্মদ ফাহিম মির্জা, তাঁর স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নবাব মীরজাফরের বংশধরদের বেশিরভাগের নাম ভোটার তালিকায় ছিল এবং তাঁরা ভোটও দিয়েছিলেন। তবে এসআইআর-এর কারণে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আর ভোট দিতে পারলেন না মুর্শিদাবাদের ‘ছোটে নবাব’ এবং তাঁর ছেলে ফাহিম সহ নবাব মীরজাফরের বেশিরভাগ বংশধর। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পর ছোটে নবাব সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছিলেন ভোটের দিন তিনি নিজের যাবতীয় নথি নিয়ে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাবেন। তবে বৃহস্পতিবার ভোটের দিন ‘সবদিক বিচার বিবেচনা’ করে মুর্শিদাবাদের ‘ছোটে নবাব’ আজ আর কুতুবপুর নব আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২১ নম্বর বুথের, যেখানে তিনি প্রতি বছর ভোট দেন, দিকে আর পা বাড়াননি। মীরজাফরের ১৬ তম বংশধর তথা মুর্শিদাবাদ পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ফাহিম আলি মির্জা বলেন, আজ গণতন্ত্রের সবথেকে বড় উৎসব। প্রত্যেকবার ভোটের দিনে আমাদের সবারই আঙুলে ভোটের কালি লাগে। কিন্তু এবারের ভোট উৎসবে আমাদের কারোর হাতেই ভোটের কালি লাগেনি। বেরঙিন হয়ে থাকল এই উৎসব। নিজের গলায় আক্ষেপ নিয়ে ফের একবার ফাহিম বলেন, মুর্শিদাবাদ শহরে হাজারদুয়ারি প্রাসাদ থেকে অন্যান্য সমস্ত নবাবী স্থাপত্য আমাদের পূর্বপুরুষদের তৈরি ,অথচ আমাদেরকেই এবছর এসআইআর-এর নামে ভোট দিতে দেওয়া হলো না। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা মনে রাখেননি আমাদের পরিবারের হস্তক্ষেপেই মুর্শিদাবাদ জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফাহিম আরও বলেন, আমার বাবার (ছোটে নবাব) আজ সকাল থেকে মন খারাপ। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন বুথে যাবেন ভোট দিতে দেওয়ার আবেদন নিয়ে। তবে প্রায় ৮০ বছর বয়সে এই ’অবৈ’ধ কাজ করতে আমরা তাঁকে উৎসাহিত করিনি। আজ সকাল থেকে বাবা বাড়িতেই বসে রয়েছেন এবং টিভিতে খবরের চ্যানেলগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভোটের খবর দেখে সময় কাটাচ্ছেন। নবাব মীরজাফরের ১৬-তম বংশধর ফাহিম বলেন, আমি তৃণমূল দলের সক্রিয় কর্মী এবং পুরসভার কাউন্সিলর। ভোটার তালিকায় নাম না থাকলেও আমি আজ কুতুবপুর নব আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২১ এবং ১২২ নম্বর বুথে যে সমস্ত ভোটাররা ভোট দিতে আসছেন তাঁদেরকে দরকার অনুযায়ী বুথ থেকে ১০০ মিটারেরও বেশি দূরত্বে বসে প্রয়োজনীয় সাহায্য করছি। ১৮ বছর বয়স থেকে আমি ভোট দিচ্ছি। এবছরই প্রথম ভোট দিতে পারলাম না, মনটা অবশ্যই একটু খারাপ লাগছে। তিনি আরও একবার বলেন, একসময় আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রজাদের বিচার করে তাদের ‘ন্যায় বিচার’ দিতেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন আমাদের পরিবারের সঙ্গে ন্যায় করতে পারেনি। বিচারাধীন তালিকা থেকে আমাদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায.তুলতে নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ হয়েছে। ফাহিম জোর গলায় বলেন আরও একবার বলেন, ভোটার তালিকায় নাম না উঠলেও আমরা ভারতের নাগরিক। কয়েক শতাব্দি ধরে আমাদের পরিবার এই জেলাতেই বাস করছে। একসময় আমাদের পরিবার বাংলা-বিহার - ওড়িশার নবাব ছিলো। তবে মীরজাফরের এই বংশধর আশাবাদী, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর শতাধিক আত্মীয় ভোট দিতে না পারলেও রাজ্যে পরবর্তী যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, ভোটের সেই উসবে নবাবী পরিবারের সদস্যরা আবার পুরনো দিনের মতো অংশগ্রহণ করতে পারবে।

মুরারইয়ে কল বসানোকে কেন্দ্র করে ভোটের দিন তৃণমূল-কংগ্রেস সংঘর্ষ! আহত ৪, গ্রেফতার ৪

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ২৩ এপ্রিল ঃ ভোটের দিনই বীরভূমের মুরারই বিধানসভার গোড়সা গ্রামে কংগ্রেস ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ। ৩১ নম্বর বুথের থেকে কিছুটা দূরে এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনা স্থলে ছুটে আসে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তারপরে আসেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মোশারফ হোসেন। পঞ্চায়েতের ৩১ নম্বর বুথ এলাকায় এই ঘটনার সূত্রপাত বুধবার সন্ধ্যায়। কল বসানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বচসা থেকে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনের আগে ওই বুথ এলাকায় কল বসানোর কাজ চলছিল। কংগ্রেস কর্মীদের অভিযোগ, এই কাজকে কেন্দ্র করে তারা বাধা দেওয়া হয়। কংগ্রেসের প্রশ্ন, নির্বাচনের সময় কেন এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে? এই ঘটনাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার সকালে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বা।ে এবং হাতাহাতি শুরু হয়। অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়। সংঘর্ষে কংগ্রেস ও তৃণমূল-উভয় পক্ষের মোট চারজন আহত হন, যাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং চারজনকে গ্রেফতার করে। গোড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুবীর মুখোপাধ্যায় জানান, কল বসানোকে ইস্যু করে ইচ্ছাকৃতভাবে ঝামেলা তৈরি করা হয়েছে। এই কাজের টেন্ডার আগেই হয়েছিল, সরকারি জায়গাতেই কাজ চলছিল। অন্যদিকে, মুরারই বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী ডঃ মোশারফ হোসেন বলেন, দুই পক্ষেরই দু'জন করে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে এবং পুলিশ দু'পক্ষ থেকেই দু'জন করে গ্রেফতার করেছে। বিষয়টি প্রশাসনের দেখার। ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

বর্ধমান দক্ষিণে মৌমিতার প্রচারে মনোজ তেওয়ারি ঃ ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৩ এপ্রিল ঃ

বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝেই বর্ধমান-দক্ষিণে প্রচারে এসে ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তেওয়ারি। বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের সমর্থনে আয়োজিত এক প্রচার শোভাযাত্রায় অংশ নিতে তিনি বর্ধমান শহরে আসেন। এদিন বর্ধমান শহরের মেহেদীবাগান এলাকা থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে লক্ষ্মীপুর মাঠ পর্যন্ত গড়ে ওঠে। তবে র‍্যালি চলাকালীন মাঝপথেই তিনি তা ছেড়ে চলে যান, যা নিয়ে কিছুটা চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মনোজ তেওয়ারি জানান, রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণ চলছে। তার কথায়, এক-দুটো বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ভোট প্রক্রিয়া ঠিকঠাকই এগোচ্ছে। কোথাও গণ্ডগোলের চেষ্টা হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, প্রথম পর্যায়ে ১৫২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে এবং অধিকাংশ জায়গাতেই তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে। যেসব জায়গায় সমস্যা হয়েছে, সেগুলির রিপোর্ট নেওয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বীরভূম ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বিরোধীদের কটাক্ষ করেন। নাম না করেই তিনি বলেন, ভোট এলেই কিছু দলের ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভ্যাস রয়েছে, তবে এবার নির্বাচন কমিশনের কড়া পদক্ষেপে সেই সুযোগ কমে গেছে। নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি দাবি করেন, তাদের সক্রিয়তার ফলেই ভোট প্রক্রিয়া অনেকটাই স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। তার মতে, দুপুরের মধ্যেই প্রায় ৬৭ শতাংশ ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়া ভোটারদের উসাহের প্রতিফলন। তিনি আরও বলেন, আগের নির্বাচনে যেখানে শতাধিক অভিযোগ জমা পড়ত, সেখানে এবার এখন পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক অভিযোগ সামনে এসেছে। এতে নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা স্পষ্ট বলেই দাবি করেন তিনি। বর্ধমান-দক্ষিণে এই প্রচার কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

মালভিয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি জয়পুর
জহরলাল নেহরু মার্গ, জয়পুর ৩০২০১৭
পিএইচ.ডি. এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রোগ্রামে ভর্তি ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ

F.4/A-I-I/2026-27/Acad/Ph.D/01
২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের বিজোড় সেমিস্টারের (জুলাই ২০২৬) জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ ও কেন্দ্রে পিএইচ.ডি. এবং এম.টেক.এম.প্ল্যান. (স্পন্সরড (পূর্ণকালীন/অংশকালীন এবং পূর্ণকালীন স্ব-অর্থায়িত) প্রোগ্রামে ভর্তির লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য www.mnit.ac.in ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন। অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৭ই মে ২০২৬।
cbc21312/11/0003/2627 রেজিস্ট্রার

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: “Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Bidhannagar Govt. College, EB Block , Salt Lake, Sector-I, Kolkata- 700064, PS- Bidhannagar (N) , BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 25.04.2026) (Ref. Id - 20015902)” **Tender No: NIQ No-45/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Bid Submission end date: **25.04.2026 up to 10:30 A.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

Format C-1
(for candidate to publish in Newpapers, TV)
Declaration about criminal cases
[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon’ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]

Name and address of candidate : **Dr. Sumay Hira**
Vill. - Kachua, P.O. - Kankpul, P.S. - Ashoknagar, Dist. - North 24 pgs. Pin: - 743272, WB.
Name of Political Party : **BJP**
(Independent candidates should write “Independent” here)
Name of Election : **WBLA- 2026.**
*Name of Constituency : **101 - Ashoknagar**
I, **Dr. Sumay Hira** a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents :

(A) Pending Crimital Cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	2-nd J.M at Barasat	Ashoknagarps. 6/18 case No-106/18 and 20.02.2018	Charge	U/S 304 A I.P.C & causing death by negligence
2.	A.C. J.M at Barasat	Ashoknagar PS case we 03 /22 and 20/01/2022	Supply copy of C.S	U/S 304 A I.P.C & causing death by negligence

(B) Details about case of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NA	NA	NA
	NA	NA	NA
	NA	NA	NA

In the case of election to council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

বৈঙ্ক আঁফ ইংডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সম্পদ পুনরুদ্ধার দপ্তর
কলকাতা জোন
৫, বিটিএম সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন-০৩৩-২২১০-

গাড়ির নিলাম বিক্রয়

নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ০৮.০৫.২০২৬

বন্ধকীকৃত (যানবাহন) সম্পদ বিক্রয়ের ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা/গ্রাহক এবং জামিনদারদের বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, তারা উক্ত নোটিশে উল্লিখিত যানবাহন ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, ব্যাংক কর্তৃক যানবাহনগুলি জব্দ করা হচ্ছে। **যানবাহনগুলি ০৮.০৫.২০২৬ তারিখে https://baanknet.com/eauction-psb ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন ই-নিলাম/বিডিং-এর মাধ্যমে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে।** যানবাহনগুলি **''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যা আছে যেমন আছে''**, এবং **''যা আছে তাই''** বিক্রি করা হবে যাতে ঋণগ্রহীতা/গ্রাহক/জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া পাওনা আদায় করা যায়। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের বিবরণ, বকেয়া পরিমাণ, অস্থাবর সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং জামানত জমা নিম্নরূপ দেওয়া হল-
ঋণগ্রহীতাদের আবারও অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা আপনার যানবাহনের দখল ফিরে পেতে উপরোক্ত তারিখের আগে মোট বকেয়া, অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং খরচ জমা দিন, অন্যথায় তা বিক্রি করে আপনার অ্যাকাউন্টে অর্থ সমন্বয় করা হবে।

ক্রম. নং.	শাখা (যোগাযোগ নম্বর) / ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা / (২৬-০৩-২০২৫) তারিখের বকেয়া পরিমাণ	গাড়ির বিবরণ	রিজার্ভ মূল্য / আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) / বিড ইনক্রিমেন্ট মূল্য	পার্কিং ইয়ার্ডের বিবরণ
১	**লিন্ডসে স্ট্রিট (যোগাযোগ নম্বরঃ +৯১৯৮০৪২৯১৬৭৯)** / **ঋণগ্রহীতাঃ** সৈকত বেরা **ঠিকানাঃ** নতুন পল্লী পূর্ব পুইতারি রিজেন্ট পার্ক, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৩ / **মোট পাওনা ১৩,৭২,৭২২/- টাকা এবং প্রযোজ্য সুদের হারে অপ্রয়োগযোগ্য সুদ,** অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় ১৩.০৯.২০২৫ তারিখ থেকে প্রযোজ্য	তৈরি - TATA MOTORS মডেল নাম - HARRIER ইঞ্জিন নং. - 46343885-4186697, চ্যাসিস নং. - MAT631131NWF58305 রেজি. নং. - WB 06X 2229	টাকা ১২,৮০,০০০/- টাকা ১,২০,৮০০/- টাকা ৫,০০০/-	৫ বিটিএম সরণি, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পার্কিং স্পেস, স্টার হাউস, কলকাতা-৭০০০০১, কলকাতা টি বোর্ডের কাছে
২	**মুকুন্দপুর (যোগাযোগ নম্বরঃ +৯১৯৭৪৮৮৭৬৩৪২)** / **ঋণগ্রহীতাঃ** সুব্রত মল্লিক **ঠিকানাঃ** ১২০ পূর্বলোক, পূর্ব যাদবপুর, মুকুন্দপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০০৯৯ **মোট পাওনা ১,০২,৯৮৭.০০/- টাকা এবং প্রযোজ্য সুদের হারে অপ্রয়োগযোগ্য সুদ,** অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় ০১.১১ ।২০২৫ তারিখ থেকে প্রযোজ্য	তৈরি - BAJAJ AUTO LIMITED মডেল নাম - PULSAR N160 ইঞ্জিন নং. - PDXCPG97647 চ্যাসিস নং. - MD2B54DX3PCG45322 রেজি. নং. - WB 06Z 8555	টাকা ৭৪,৫০০/- টাকা ৭,৪৫০/- টাকা ৩,০০০/-	৫ বিটিএম সরণি, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পার্কিং স্পেস, স্টার হাউস, কলকাতা-৭০০০০১, কলকাতা টি বোর্ডের কাছে

যানবাহন পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়ঃ ০২-০৫-২০২৬ এবং ০৫-০৫-২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট স্টক ইয়ার্ডে

ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৬ ৫.০০ টা পর্যন্ত

শর্তাবলী

(i) নিলাম বিক্রয় / বিডিং শুধুমাত্র ''**অনলাইন বিডিং প্রক্রিয়া**'' **এর মাধ্যমে** ''**যেমন আছে যেখানে আছে**'' ভিত্তিতে এবং ''**যেমন আছে যা আছে**'' ভিত্তিতে এবং ''**যাহাই হউক না কেন**'' **ওয়েবসাইট ই-নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com/eauction-psb/** এর মাধ্যমে করা হবে।
(ii) নিলামের তারিখের অনেক আগে BAANKNET-এর অনুসরণীয় পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি এবং নিবন্ধন ফি প্রদান করে দরদাতাদের BAANKNET-এ নিজেদের নিবন্ধিত করতে হবে। নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি কমপক্ষে দুই কার্যদিবস সময় নেয়। (নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি উপরের ওয়েবসাইটে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে)
(iii) ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ০৮-০৫-২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে ০৫:০০ টা পর্যন্ত সম্পত্তির জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৯-০১-২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত। নিলাম সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম বর্ধিত মূল্যের উপর শুরু হবে। সম্পত্তিটি সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম বর্ধিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
(iv) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ **https://baanknet.com/eauction-psb/** ঠিকানায় BAANKNET-এ রক্ষিত তার দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/ আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে।
(v) ইচ্ছুক দরদাতাকে খেয়াল রাখতে হবে যে নিলামের তারিখের কমপক্ষে একদিন আগে ইএমডি স্থানান্তর করা হয়েছে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে BAANKNET-এ রক্ষিত তার ওয়ালেটে ইএমডির পরিমাণ প্রতিফলিত হচ্ছে।
(vi) অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তি/সম্পত্তির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা সম্পত্তি/সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, মালিকানা এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন দাবি/অধিকার/পাওনা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপনটি ব্যাংকের কোনও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটিকে বিবেচনা করা হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়বদ্ধতা সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবে না। দর জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি পরিদর্শন এবং তাদের সন্তুষ্ট করা আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্ব হবে।
(vii) উপরে তালিকাভুক্ত বিশদগুলি অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সর্বোত্তম তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে। এই পাবলিক নোটিশে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং/অথবা ব্যাংক জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না।
(viii) সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী দরদাতারা সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান অথবা পুনরুদ্ধার বিভাগের, জোনাল অফিস, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
(ix) সফল দরদাতার বকেয়া অর্থ জমা (ইএমডি) আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে। ইএমডি এবং পরবর্তী দরপত্রের অর্থ জমার উপর কোনও সুদ প্রযোজ্য হবে না। বিক্রয়ের ১ দিনের মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধিত ইএমডি এবং চূড়ান্ত দরপত্রের মূল্যের অবশিষ্ট পরিমাণ, বিক্রয়ের ১৫ দিন বা তার আগে সমন্বয় করার পরে, সফল দরদাতাকে চূড়ান্ত দরপত্রের মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। সফল দরদাতা কর্তৃক জমা না দেওয়ার ফলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের উপর কোনও দাবি/অধিকার থাকবে না।
(x) কারণ যাই হোক না কেন, সাইটে প্রবেশে কোনও বাধা বা বিলম্বের জন্য দরদাতাদের প্রতি ব্যাংক/অনুমোদিত কর্মকর্তা/পরিষেবা প্রদানকারীর পূর্ব-নিলামের কোনও দায় থাকবে না।
(xi) ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে দরদাতাদের পরিষেবা প্রদানকারী কর্তৃক গৃহীত ই-নিলামের শর্তাবলী এবং পদ্ধতিগুলির স্বীকৃতি জমা দিতে হবে। দরদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া দরপত্র বাতিল/প্রত্যাহার করা যাবে না এবং দরদাতা চূড়ান্ত দরপত্র মূল্যে সম্পত্তি কিনতে বাধ্য থাকবেন। দরদাতার পক্ষ থেকে এখানে উল্লেখিত ই-নিলামের কোনও শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হলে খেলাপি দরদাতার দ্বারা প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
(xii) বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পৃষ্ঠা পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত (১) https://baanknet.com/eauction-psb/ (২) www.bankofindia.co.in.
(xiii) ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনও অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর (https://baanknet.com/eauction-psb/) অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যার বিবরণ ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যাবে।
(xiv) সমস্ত বিধিবদ্ধ পাওনা / অ-বিধিবদ্ধ পাওনা / প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক / অতিরিক্ত স্ট্যাম্প শুল্ক / স্থানান্তর চার্জ / সমস্ত ফি / মূল্যায়ন চার্জ / নিবন্ধন চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক, কর, প্রযোজ্য টিডিএস ইত্যাদি সহ অন্যান্য পাওনা সফল দরদাতাকে বহন করতে হবে।
(xv) খেলাপি দরদাতার জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হলে, সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে বিক্রি করা অর্থের কোনও অংশের উপর তার দাবি থাকবে না।
(xvi) অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক গ্রহণযোগ্য না হলে যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা যেকোনো সময় নিলামের শর্তাবলী স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার অথবা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে, যদি কোন কারণ না দেখিয়ে এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। সফল দরদাতার ঘোষণার বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সকল দরদাতার উপর বাধ্যতামূলক হবে।
(xvii) ইন্টারনেটে বিভ্রাট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা কারিগরি কারণ বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করে এমন কোনও কারণ/আকস্মিকতার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
(xviii) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য গ্রহণ এবং সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পরে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। বিক্রয় শংসাপত্র সফল দরদাতার নামে জারি করা হবে। বিক্রয় শংসাপত্রে নাম পরিবর্তনের জন্য দরপত্র জমা দেওয়া/নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনও অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না।
(xix) ব্যর্থ দরদাতার ইএমডি তাদের নিজ নিজ ওয়ালেটে ফেরত দেওয়া হবে যা BAANKNET-এ রক্ষিত থাকবে। দরদাতাকে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়ার জন্য BAANKNET-এর কাছে একটি অনুরোধ করতে হবে। দরদাতারা কোনও সুদ, খরচ, খরচ এবং অন্য কোনও চার্জ (যদি থাকে) দাবি করতে পারবেন না।
(xx) সফল দরদাতারা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে স্টক ইয়ার্ড থেকে সমস্ত যানবাহন (গুলি) ডেলিভারি নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৪.০৪.২০২৬

স্বা/- জোনাল ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **pnb punjab national bank** (Govt. of India Undertaking)

সার্কেল অফিস স্যাম, কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (৯ম তলা), ১১, হেমন্ত বসু সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেইলঃ cokolsouthsam@pnb.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

‘আর্থিক সম্পদের জামানতকরণ ও পুনর্গঠন এবং জামানতি স্বার্থ বলবকরণ আইন, ২০০২’-এর বিধানাবলি এবং ‘জামানতি স্বার্থ (বলবৎকরণ) বিধিমালা, ২০০২’-এর বিধি ৮ (৬)-এর শর্তাবলির আলোকে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে-এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে-জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি ‘জামানতকৃত পাওনাদার’-এর নিকট বন্ধক / দায়বদ্ধ রয়েছে। ব্যাংক/ জামানতকৃত পাওনাদার-এর ‘অনুমোদিত কর্মকর্তা’ উক্ত সম্পত্তির গঠনমূলক / ভৌত/ প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর নিকট থেকে ব্যাংক/ জামানতকৃত পাওনাদার-এর প্রাপ্য বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে, নিচে প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত তারিখে উক্ত সম্পত্তিটি **‘যে অবস্থায় যেখানে আছে’ , ‘যে অবস্থায় যা আছে’ এবং ‘যা কিছু আছে’** - এই শর্তে বিক্রয় করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নিচে প্রদত্ত ছকে ‘সংরক্ষিত মূল্য’ এবং ’বায়না জমা’-এর পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

জামানতকৃত সম্পদসমূহের তফসিল

ক্রম নং	শাখার নাম / হিসাবের নাম / ঋণগ্রহীতা জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা / হিসাব নম্বর, সম্পত্তির আইডি	বন্ধককৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / মালিকের নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা) অবস্থান স্থানাঙ্ক	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া অর্থের পরিমাণ গ) দখল হস্তান্তরের তারিখ ঘ) দখলের অবস্থা ঙ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি(ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ / সময় ঙ) দায়বদ্ধতা (যদি থাকে)
১.	শাখাঃ কলকাতা SSI (088010) **মিঃ আকাকুর সর্দার,** মৃত ননীলাল সর্দারের পুত্র, গ্রাম + পোঃ - খাসকুমরা খালি, তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- ক্যানিং, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন - ৭৪৩ ৩৭৬, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ 088010NC00000062 সম্পত্তি আইডিঃ পুনবকাকুর সরদার	১০ শতক রূপান্তরিত বাস্তু জমির মধ্য থেকে ০৪ শতক জমি এবং তার ওপর অবস্থিত একতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক । অবস্থানঃ গ্রাম + ডাকঘর + মৌজা - খাসকুমরাখালি তৌজি নং - ২৬৯২ / ২৫৩৪ পরগনা - সুন্দরবন এল.আর. দাগ নং - ২৪৪১ জে.এল. নং - ০৬৯ এল.আর. খতিয়ান নং - ৩০৬৬ আর.এস. খতিয়ান নং - ৪৩২, ৫০২ তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন থানা - ক্যানিং এ.ডি.এস.আর. - মাতলা জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ভবনটি তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মিত। দলিল অনুযায়ী মোট জমির পরিমাণ ৬১.৮৭৫ শতক। **সম্পত্তিটির মালিক শ্রী আকাকুর সর্দার** (পিতাঃ ননী সর্দার) তিনি ২০০৯ সালের I-০৪৯০১ নং দানপত্র মূলে এই সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হয়েছেন, যা এ.ডি.এস.আর. মাতলা-এর কার্যালয়ে (জেলাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা) নথিবদ্ধ রয়েছে। অবস্থান (স্থানাঙ্ক)ঃ অক্ষাংশ ঃ ২২.৩৩৫১৪৫, দ্রাঘিমাংশ ঃ ৮৮.৬৫৪৪৩৭।	**ক) ১৮.০১.২০২৫ খ) ৩১.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৮,২৩,২৮১.৮৬ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ০৮.০৪.২০২৫ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শুনানি সম্পন্ন) ঙ) প্রসেনজিত চৌধুরী (মোবাইল) ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪**	**ক) ১৫,৭৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৭,৮০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) শূন্য (Nil), ব্যাংকের জানা নেই**
২.	শাখাঃ যাদবপুর বিদ্যাপীঠ (১৫১৭২০) **মিঃ চঞ্চল দত্ত ও মিসেস শর্মিষ্ঠা দত্ত** ‘মোহিনী মহল’, ২২৬, ব্লক-ডি, শতাব্দী পার্ক, দাসপাড়া, মুকুন্দপুর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০৯৯। অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ 0103300018638 সম্পত্তি আইডিঃ পুনবচানচান্ড	'মোহনী মহল' নামক তিনতলা ভবনের নিচতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত 'ফ্ল্যাট নং GA'-এর ওপর একটি ইকুইটেবল মর্টগেজ (বন্ধক)। ফ্ল্যাটটির সুপার বিল্ট-আপ এলাকা ৬৯০ বর্গফুট, যা ২টি শোবার ঘর এবং ১টি বসার ও খাবার ঘর নিয়ে গঠিত এছাড়াও এতে ১টি রান্নাঘর এবং ১টি শৌচাগার রয়েছে। এই ফ্ল্যাটের সাথে উক্ত ভবনের সাধারণ ব্যবহার্য স্থান ও সুযোগ-সুবিধাসমূহের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনের অন্তর্গত জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ ও সাধারণ সুবিধাসমূহও যুক্ত রয়েছে। সম্পত্তিটি হোল্ডিং নং ২২৬, অজয় নগর (দাসপাড়া শতাব্দী পার্ক, প্লট ৯ডি)- এ অবস্থিত দাগ নং ৪০ ও ৫৩ (আর.এস. দাগ নং ৪০, ৪০ / ৫৩) খতিয়ান নং ৩৮ (আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮ ও ৩১) জে.এল. নং ২৪ তৌজি নং ১৫১ প্লট নং ৯ থানা- পূর্ব যাদবপুর কলকাতা ৭০০ ০৯৯ জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৯-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির মালিকঃ **শ্রী চঞ্চল দত্ত ও শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা দত্ত** (বিক্রয় দলিল নং I-০৭৬১১, সাল ২০১০ অনুযায়ী)। অবস্থানঃ অক্ষাংশ ঃ ২২.৪৮৮৯০৫, দ্রাঘিমাংশ ঃ ৮৮.৪১২৬২৫	**ক) ১৬.০৮.২০২৩ খ) ৩১.০৭.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ১১,৪৬,৫৬৮.৩২ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ২৩.০২.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শুনানি সম্পন্ন) ঙ) প্রসেনজিত চৌধুরী (মোবাইল) ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪**	**ক) ১৪,৫২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৫,২০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) শূন্য (Nil), ব্যাংকের জানা নেই**
৩.	শাখাঃ কলকাতা বেহালা (১১২১১০) **মেসার্স ডে নাইট সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যালাইড সার্ভিসেস প্রা. লি.** পরিচালক ও জামিনদারগণঃ **মি. কায়ুম আলী ও মিসেস নাসীমা বেগম** ১৭৯, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ৭০০ ০৬১. অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ 11215015002593 সম্পত্তি আইডিঃ PUNBDAYNIGHTSEC	কলকাতা পৌরনিগম -এর ১২৮ নং ওয়ার্ডের অধীনস্থ ৩ কাঠা ১৪ ছটাক ৩১ বর্গফুট জমির ওপর নির্মিত একটি তিনতলা ভবনের নিচতলায় উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত, প্রায় ৪২২ বর্গফুট আয়তনের, অফিস হিসেবে ব্যবহৃত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১ BHK আবাসিক ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং এস ১)-এর ইকুইটেবল মর্টগেজ বা বন্ধক। সম্পত্তিটি মৌজা - রামনারায়ণ তালুক, জে.এল. নং ৪, তৌজি নং ১৫২৫, রাজস্ব সমীক্ষা নং ৮০১ / ২, পরগনা বালিয়া-র অন্তর্গত এটি সি.এস. খতিয়ান নং ১৯৪-এর অধীনস্থ সি.এস. দাগ নং ২৫৬/ ২৫৭-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির ঠিকানাঃ পৌর প্রাঙ্গণ ৭৪, লক্ষ্মী নারায়ণ মতিলাল রোড (ডাক ঠিকানাঃ ১৪ /৪, লক্ষ্মী নারায়ণ মতিলাল রোড), পো.অ. - সরসুনা, থানা - পর্ণশ্রী, কলকাতা - ৭০০ ০৩৪। দলিল নং I -০৫৭৩৮১৪, তারিখ ০৪.০৭.২০১৪ বই নং I , খণ্ড নং ১৮, পৃষ্ঠা ৫৪৬৫-৫৪৯৬। এই সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স ডে নাইট সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যালাইড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর। (পরিচালকবৃন্দ মি. কাইয়ুম আলী ও মিসেস নাসিমা বেগম)। অবস্থানঃ অক্ষাংশ - ২২.৪৮৯৮৯, দ্রাঘিমাংশ ঃ ৮৮.৩০৩০২।	**ক) ২১.১১.২০২৪ খ) ৩১.১০.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ১৫,১৮,৯৭৫.২৮ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ২৩.০২.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শুনানি সম্পন্ন) ঙ) সায়ন সরকার (মোবাইল) ৮২৪০৬ ১০৯২৫**	**ক) ৮,৯৭,০০০.০০ টাকা খ) ৮৯,৭০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ৮,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) শূন্য (Nil), ব্যাংকের জানা নেই**
৪.	শাখাঃ গড়িয়া (০১৪৩২০) **পঙ্কজ কুমার নস্কর এবং অনামিকা নস্কর,** তারারাত ধামুয়া, মগরাহাট, ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৬১০। অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ 0143300043087 সম্পত্তি আইডিঃ PUNBPANKAJN001	তারারাত গ্রাম, ধামুয়া, ডাকঘর - ধামুয়া (ধামুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন), ধামুয়া রেল স্টেশনের সন্নিকটে, থানা - মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা-য় অবস্থিত, রূপান্তরিত বাস্তু জমি এবং দোতলা অসম্পূর্ণ ভবনের সম্পূর্ণ অংশ ও পার্সেল যার নিচতলায় ০৫টি দোকান রয়েছে। জমির মোট পরিমাপ প্রায় ৪.৫০ ডেসিমেল। মৌজা - শ্যামপুর, পরগনা - বারিধাটি, জে.এল. নং - ৪৩, তৌজি নং - ১৫৬, আর.এস. খতিয়ান নং - ৫৬৬, এল.আর. খতিয়ান নং - ৭৩৭১ এবং আর.এস. দাগ নং - ৯৭০৫। ২০১৩ সালের I-০১৫৯৭ সংখ্যক দানপত্র দলিল হিসেবে এটি এ.ডি.এস.আর. - মগরাহাট অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত যা বহি নং-১, সিডি ভলিউম নং-৫, পৃষ্ঠা ১৭৯৯ থেকে ১৮০৯-এ নথিবদ্ধ রয়েছে (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)। **সম্পত্তির মালিকঃ শ্রী পঙ্কজ কুমার নস্কর।** সম্পত্তির চারপাশের সীমানা বা চৌহদ্দি যথাযথভাবে নিম্নরূপঃ উত্তর - পঙ্কজ কুমার নস্কর, দক্ষিণ - ১০ ফুট চওা রাস্তা, পূর্ব - সমরে ঃদ্র পুরকাইত, পশ্চিম - মানিক মণ্ডল। অবস্থান ঃ অক্ষাংশ ২২.২৮৭৪২, দ্রাঘিমাংশ ঃ ৮৮.৩৮৯১৯	**ক) ২৬.০৭.২০২৩ খ) ৩০.০৬.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ১৫,২৭,৮৫১.২৮ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ০২.১১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শুনানি সম্পন্ন) ঙ) প্রসেনজিত চৌধুরী (মোবাইল) ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪**	**ক) ১৬,৫২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬৫,২০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) শূন্য (Nil), ব্যাংকের জানা নেই**
৫.	শাখাঃ রায় বাহাদুর রোড (০৯৯০২০) **তনুশ্রী গুপ্তা ও জিতেন্দ্র গুপ্তা** ৮৩ /২, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১৩০, বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ৭০০ ০৩৪। অ্যাকাউন্ট **নম্বরঃ** 0990300500007 সম্পত্তি আইডিঃ PUNBTANUSREEGUPTA	তৃতীয় তলার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ১১৩০ বর্গফুট (কম-বেশি)। ফ্ল্যাটটিতে ৩টি শোবার ঘর, ১টি রান্নাঘর, ২টি শৌচাগার, ১টি খাবার ও বসার ঘর এবং ৩টি প্রলম্বিত বারান্দা রয়েছে এর সাথে নিচতলার মধ্যবর্তী অংশে ১২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ আয়তনের একটি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাও অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি দাগ নং ১৩৮, খতিয়ান নং ৩১১, জে.এল. নং ১২, তৌজি নং ৮, মৌজা - সাযাদ্পুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২, বরো নং XIII-এর অন্তর্গত এবং কেএমসি প্রাঙ্গণ নং ১৯৭ / ৪, মতিলাল গুপ্ত রোড, কলকাতা ৭০০ ০৮২, থানা - হরিদেবপুর ঠিকানায় অবস্থিত। **মালিকঃ জিতেন্দ্র গুপ্ত ও তনুশ্রী গুপ্ত।** অবস্থান ঃ অক্ষাংশ -২২.৪৮৫৫৪০, দ্রাঘিমাংশ - ৮৮.৩৩০৭২০।	**ক) ১৯.০৩.২০২৪ খ) ২৯.০২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৩০,৪৪,৮৩২.০০ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ২৯.০৭.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শুনানি সম্পন্ন) ঙ) সায়ন সরকার (মোবাইল) ৮২৪০৬ ১০৯২৫**	**ক) ২৫,০২,০০০.০০ টাকা খ)২,৫০,২০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) এসএ / ৭৯৫ / ২০২৪**

শর্তাবলীঃ
এই বিক্রয়টি ‘সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২’-এ বর্ণিত শর্তাবলী এবং নিম্নোক্ত অতিরিক্ত শর্তসমূহের অধীন হবে।
১. সম্পত্তিগুলো যে অবস্থায় যেখানে আছে , যে অবস্থায় যা আছে এবং যা কিছু আছে -এই ভিত্তিতে বিক্রয় করা হচ্ছে।
২. উপরে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত জামানতকৃত সম্পদসমূহের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি, ভুল তথ্য বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন না।
৩. এই বিক্রয় কার্যক্রমটি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েবসাইট https://baanknet.com-এ প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।
৪. যে ক্রেতা তাঁর নিলাম প্রস্তাবে সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য প্রস্তাব করবেন, তাঁর অনুকূলেই বিক্রয়টি নিশ্চিত করা হবে তবে এই নিশ্চিতকরণটি জামানতগ্রহীতা -এর চূড়ান্ত অনুমোদনের অধীন হবে।
৫. বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com এবং www.pnb.bank.in ওয়েবসাইট দুটি দেখুন।
৬. সম্পত্তির বিপরীতে কোনো প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া বা পাওনার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না। যেকোনো প্রকার কর বা শুল্ক পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়ভার একমাত্র ক্রেতারই থাকবে।

For Registration, Scan QR

তারিখঃ ২৩ ।০৪ ।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

অথোরাইজড অফিসার (৯৮৩১৭ ৭৮৭৭৪)
পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক

অফবিট

৬০ হাজার বিষধর সাপের মালকিন, শহর ছেড়ে গ্রামে কোটি টাকা আয় করছেন এই তরুণী

প্রীতম দাস

শহর ছেড়ে গ্রামে ফেরা। তারপর কর্পোরেট কেরিয়ারকে বিদায় জানিয়ে সটান সাপের খামারে। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, এই পথেই আজ সাফল্যের শিখরে চিনের গুয়াংজি প্রদেশের বছর ২৯-এর তরুণী কিন। গুইলিন শহরের এই মেয়েটির খামারে এখন কিলবিল করছে হাজার হাজার বিষধর সাপ। যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ১০ হাজার কেউটে এবং ৫০ হাজারেরও বেশি ভয়ঙ্কর 'ফাইভ-স্টেপ' স্নেক বা পিট ভাইপার। স্রেফ সাহসের জোরেই আজ বছরে কোটি টাকার ওপর ব্যবসা করছেন এই চিনা কন্যা। কিনের বাবা বহু বছর ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ১৯৫৫ সালে জন্ম নেওয়া কিন যখন ছোট, তখন থেকে তাঁর বাবা সাপের চাষ করতেন। স্নাতক হওয়ার দু'বছর পর যখন কিন বাবার ব্যবসায় হাত লাগাতে চান, তখন নিরাপত্তার খাতিরে তিনি আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু খামারের আয়তন বাড়লে এবং একা সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়লে, কিনই ব্যবসার হাল ধরেন। বর্তমানে ৬০ হাজারেরও বেশি সরীসৃপের দেখভালের মূল দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই। সাপের খামার মানেই প্রতি পদে মৃত্যুর ভয়। বিশেষ করে পিট ভাইপার বা ফাইভ-স্টেপ স্নেক নিয়ে কাজ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কিন জানিয়েছেন, এই সাপগুলোকে জোর করে খাবার খাওয়াতে হয়, ফলে সরাসরি সংস্পর্শে আসতে হয় বারবার। এখান থেকে মূলত চিকিৎসার সরঞ্জাম এবং গবেষণার জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়। সাপের তেল, শুকনো সাপ এবং পিত্তথলি ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনে বহুল ব্যবহৃত। এছাড়া সাপ থেকে সংগৃহীত বিষের আকাশছোঁয়া দাম। গুণমান ভেদে প্রতি গ্রাম বিষের দাম ৪০ থেকে ২০০ ইউয়ান পর্যন্ত হয়ে থাকে। এক-একটি বড় সাপ বাজারে হাজার ইউয়ানেরও বেশি দামে বিক্রি হয়। সব খরচ বাদ দিয়ে কিনের বার্ষিক আয় এখন ১০ লক্ষ ইউয়ানের (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা) ছাড়িয়ে গিয়েছে। সমাজমাধ্যমে 'দ্য গার্ল হু কালেক্টস স্নেক ভেনম' নামে একটি চ্যানেল চালান কিন। সেখানে সাপের কামড়ের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন একবার। কিনের কথায়, যদি কোনও চাষি বলে সে সাপকে ভয় পায় না, তবে বুঝবেন সে কোনওদিন কামড় খায়নি। এই সাপের বিষের জ্বালা মানুষ সারাজীবন মনে রাখে। এক একজনের তো মনে হয় হাত কেটে বাদ দিয়ে দিলেই বোধহয় যন্ত্রণা কমবে। ইন্টারনেটে কিনের এই পেশা নিয়ে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। কেউ বলছেন, এই সাহস সকলের থাকে না, আবার কারোও মতে, স্রেফ টাকা নয়, এই কাজ করতে বুকের পাটা লাগে। আপাতত হাজার হাজার বিষধরের মাঝেই নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন গুয়াংজির এই অদম্য তরুণী।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬১০, তারিখ ২২.০৪.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। ই-টেন্ডার নং : এসডিএসটিই/সিগ/টি/০১/২৬-২৭/আরআরএসকে। অবস্থানসহ কাজের নাম: বিএলএন/ইআই-এর ট্র্যাক শাখায় এমএসডিএসি-র সম্প্রসারণ। টেন্ডার মূল্যমান: ৩,৬১,৫৬,৮৩৬.২৯ টাকা। বায়নামূল্য / বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে: ৭,২৩,১০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। কাজ শেষের মেয়াদ : ৯ মাস। টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬। টেন্ডার জমা করার শেষ তারিখ: ২০.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। টেন্ডার বিড খোলার তারিখ: ২০.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে : www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার মানদণ্ড : টেন্ডারদাতাকে গত ৭ (সাত) বছরে নিম্নলিখিত কাজের যে কোনও একটি অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে বা যথেষ্ট পরিমাণে সম্পন্ন করতে হবে, যেটি দরপত্র আহ্বান করা মাসের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত হয়েছে : (১) তিনটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (২) দুটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (৩) একটি অনুরূপ কাজের মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়। আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড : টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার 'ভি/এন' অথবা 'ভি', যেটি কম হবে, হতে হবে; যেখানে 'ভি' অর্থাৎ টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকায়, 'এন' অর্থাৎ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য দর আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদানের" গড় হিসেবে গণনা করা হবে। যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে তাহলে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি (এই টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত/চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নিকট থেকে শংসিত যথাযথভাবে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট দ্বারা সমর্থিত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটের কপি জমা করতে হবে। অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবে : টেন্ডার নথিপত্র অনুযায়ী। সমপ্রকৃতির কাজ : আউটডোর সিগন্যালিং কাজ সংক্রান্ত যে কোনও কাজ। দ্রষ্টব্য: টেন্ডারদাতাকে দরপত্রের প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত তাঁর/তাঁদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা প্রমাণপত্র সমর্থনে নথিপত্র/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা দ্বারা অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নে অনুচ্ছেদ থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

(SDAH-20/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএলইজি-৩০০-ডব্লুসি-৩৭-২০২৫-২৬, তারিখ : ২১.০৪.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং : ইএলইজি-৩০০-ডব্লুসি-৩৭-২০২৫-২৬। কাজের নাম : শিয়ালদহ ডিভিশনের এসএসপি/টিএসএস/এসপি ... ৩৬৪ (আপ লাইন), ব্রিজ নং ১১৬ (আপ লাইন), ব্রিজ নং ১১৯ (আপ লাইন), ব্রিজ নং ১১৩ (আপ লাইন), ব্রিজ নং ১১৭ (আপ লাইন) এবং ব্রিজ নং ১১১ (আপ লাইন) ... টেন্ডার মূল্য : ৬৮,২৬,৯২৭.৫৮ টাকা। বায়নামূল্য : ১,৩৪,১০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : শূন্য। কাজ শেষের সময় : স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস। বন্ধের তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

(SDAH-18/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টেনেহিঁচড়ে ছাদের ঘর থেকে নামানো হয় অচেতন তরুণীকে, আঙুলের ছাপ দিয়ে লকার খোলার চেষ্টা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিলঃ একজন গৃহ সহায়কের প্রয়োজন ছিল, তাই রাহুল মীনাকে একজনের সুপারিশে কাজে বহাল করেছিলেন তাঁরা। তার ৮ মাসের মধ্যেই টাকা ধার নিয়ে ফেরত না দেওয়ার একাধিক অভিযোগ ওঠে রাহুলের বিরুদ্ধে। তাই কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে। সেখানেই যে গোটা ঘটনাটা মিটে যায়নি তার প্রমাণ হাতেনাতে পেলেন আইআরএস অফিসারের পরিবার। দিল্লির উচ্চপদস্থ আইআরএস অফিসারের কন্যার ওপর পাশবিক অত্যাচার এবং খুনের ঘটনায় উঠে এল আরও এক ভয়াবহ তথ্য। তদন্তে জানা গিয়েছে, খুনের পর অভিযুক্ত ওই তরুণীর মৃতদেহ টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাড়ির লকার পর্যন্ত। তার উদ্দেশ্য ছিল, তরুণীর আঙুলের ছাপ (বায়োমেট্রিক) ব্যবহার করে লকার খুলে নগদ টাকা ও গয়না লুঠ করা। শুধু তাই নয়, এই নারকীয় কাণ্ডের নেপথ্যে তার প্রবল 'অনলাইন গেমিং' আসক্তি এবং মানসিক বিকৃতি কাজ করেছে বলে পুলিশের অনুমান। ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত ২৩ বছর বয়সি রাহুল মীনাকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। তদন্তকারীদের জেরায় বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত তরুণী ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁকে ছাদের স্টাডি রুম থেকে নীচের তলায় টেনে নিয়ে আসা হয়েছিল শুধুমাত্র ওই বায়োমেট্রিক লকারটি খোলার জন্য।

পুলিশি জেরায় ধৃত রাহুল স্বীকার করেছে, অচেতন অবস্থায় তরুণীর আঙুল দিয়ে সে লকারটি খোলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বায়োমেট্রিক সেন্সর কাজ করেনি। সম্ভবত তরুণীর মৃত্যু বা অতিরিক্ত রক্তপাতের কারণে রক্ত চলাচলের অভাবে সেন্সরটি কাজ করেনি। লকার খুলতে ব্যর্থ হয়ে রাহুল শেষে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে জোর করে সেটি ভেঙে ফেলে এবং ভেতরে থাকা আড়াই লক্ষ নগদ ও গয়না একটি ব্যাগে ভরে নেয়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই বাড়িতে আগে কাজ করার সুবাদে রাহুল জানত পরিবারের সদস্যদের রুটিন। প্রতিদিন সকালে আইআরএস অফিসার এবং তাঁর স্ত্রী জিমে যেতেন, সেই সময় বাড়ির নিরাপত্তা ও লকার সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যই তার জানা ছিল। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ জানতে পেরেছে, সকাল ৬টা ২৮ মিনিটে হলুদ শার্ট ও কালো প্যান্ট পরে ওই আবাসনে প্রবেশ করে রাহুল। বাড়ির চার স্তরের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সে সরাসরি ছাদে তরুণীর স্টাডি রুমে পৌঁছে যায়। সেখানে তরুণী একা পড়াশোনা করছিলেন। পুলিশের দাবি, রাহুল প্রথমে শ্বাসরোধ করে তাঁকে মারার চেষ্টা করে, তরুণী বাধা দিলে ভারী বস্তু ও ল্যাম্প দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করা হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তরুণী অচেতন হয়ে পড়লে সে যৌন নির্যাতন চালায়। ঘটনার পর নিজের জামা-প্যান্টে রক্ত দেখে ভয় পেয়ে যায় রাহুল। সে তরুণীর ভাইয়ের জামা ও স্লিপার পরে সেখান থেকে চম্পট দেয়। সিসিটিভি ফুটেজে তাকে সকাল ৭টা ২২ মিনিটে একটি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। তার আগে কিছুক্ষণ সে পাশের পার্কেও সময় কাটিয়েছিল। সকাল ৮টা নাগাদ বাবা-মা ফিরে এসে ঘরের ভেতর মেয়ের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করেন। জেরায় জানা গিয়েছে, রাহুল অনলাইন গেমে মারাত্মক আসক্ত ছিল। সেই নেশার টাকা জোগাতে সে আশপাশের বাড়ির কর্মচারীদের কাছ থেকেও টাকা ধার করত, যা কোনোদিন শোধ করেনি। আর্থিক টানাপড়েন ও সেই সঙ্গে প্রতিশোধ নেওয়ার মানসিকতা থেকেই সে এই ভয়াবহ অপরাধ ঘটিয়েছে। রাজস্থানের বাসিন্দা রাহুলকে ওই আইআরএস অফিসারের বাড়ি থেকে ছয় সপ্তাহ আগেই কাজ থেকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, জিনিসপত্র কেনাকাটার নামে দোকানদারদের টাকা না দিয়ে সে আর্থিক তছরুপ করছিল। শুধু দিল্লি নয়, দিল্লির আসার আগে ২১ এপ্রিল রাজস্থানের আলওয়ারে এক গৃহবধূর ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে রাহুলের বিরুদ্ধে। সেখানে ওই মহিলাকে কামড়ে দেওয়া এবং খুনের হুমকি দিয়ে সে পালিয়েছিল বলে খবর। সেখান থেকেই সে একটি মোবাইল বিক্রি করে ১০ হাজার টাকা পায় এবং সেই টাকা দিয়ে গাড়ি ভাড়া করে দিল্লি পৌঁছায়। গাড়ি চালককেও সে ভাড়া না দিয়েই চম্পট দিয়েছিল বলে অভিযোগ। দিল্লি পুলিশ প্রায় ১৫টি দল গঠন করে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে রাহুলের পালানোর পথ অনুসরণ করে। শেষমেশ একটি অটোচালকের বয়ানের ভিত্তিতে তাকে দ্বারকার একটি হোটেল থেকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। মেধাবী এই তরুণীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকাজুড়ে।

জয় সহজ নয় বুঝে ইরান আক্রমণে নেতানিয়াহুর প্রস্তাব ফেরান ৩ প্রেসিডেন্ট। সাবেক মার্কিন বিদেশ সচিব

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ২৩ এপ্রিলঃ ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ইজরায়েলকে সঙ্গী করে ইরানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ায় গুরুতর অভিযোগ তুললেন সাবেক মার্কিন বিদেশ সচিব জন ফোর্বস কেরি। তাঁর আরও গুরুতর অভিযোগ, ভিয়েতনাম ও ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতই ইরান নিয়েও দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। সাবেক মার্কিন বিদেশ সচিবের বক্তব্য, আমেরিকার জন্য ওই দুই যুদ্ধের অমূল্য শিক্ষা হল, দেশবাসীকে অন্ধকারে রেখে বিশ্ব জয় করা যায় না। নিউইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে সাবেক এই মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন, ইজরায়লের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তিনজন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ইরান আক্রমণে রাজি করাতে পারেননি। সবুজ সংকেত দিয়েছেন একমাত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প। কেরির বক্তব্য, বর্তমান প্রেসিডেন্টের উচিত ছিল প্রাক্তনীরা কেন নেতানিয়াহুর প্রস্তাবে রাজি হননি তা খতিয়ে দেখা। তাঁর বক্তব্য, দুটি কারণে সাবেক তিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, বারাক ওবামা এবং জো বাইডেন সম্মতি দেননি। প্রথমত তাঁরা শান্তি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তাছাড়া, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে তাঁরা সন্দিহান ছিলেন। ইজরায়েলের নেতা নেতানিয়াহু তিন দফায় আঠারো বছর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী পদে আছেন। সব মিলিয়ে চারজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাজের সুযোগ পেয়েছেন তিনি। কেরির বক্তব্য, একমাত্র ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই ইরান আক্রমণে রাজি করাতে পেরেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। সাবেক মার্কিন বিদেশ সচিব এমন সময় মুখ খুলেছেন যখন একটি মার্কিন সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে, সম্প্রতি আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কয়েক দফা কথা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি হয় বলে খবর। ওই সংবাদ মাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে ইরান নিয়ে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী বলে দায়ী করেন। ভান্স ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, ইরানের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি আমেরিকাকে ভুল বুঝিয়েছেন। শুধু এই খবরই নয়, একাধিক মার্কিন সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্সের ইরান যুদ্ধ নিয়ে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এমনকী নিরাপত্তার ঝুঁকির কথা বলে তিনি দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনায় পাকিস্তানে আসতে রাজি হচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য গত মঙ্গলবারের ওই শান্তি বৈঠক হয়নি, ইরান বয়কট করায়। কেরি দাবি করেছেন, সাবেক তিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সে বিষয়ে তিনি প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন কারণ আলোচনায় নিজে উপস্থিত ছিলেন। কেরির বক্তব্য, নেতানিয়াহু বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বুঝিয়েছেন, ইরানকে আক্রমণের এখনই উপযুক্ত সময়। এখন আক্রমণ করলে ইরানের শাসকদের বদলে দেওয়া যাবে। কিন্তু দু'মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ইরান দমানো এবং বর্তমান শাসকদের টলানো যায়নি। মার্কিন বিমান বাহিনীর এক সাবেক কর্তার পুত্র কেরি নিজে ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বেশ কয়েকটি সামরিক ও বেসামরিক সম্মান অর্জন করেন। তবে দেশে ফিরে অবশ্য মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলে সরব হন। সেই সঙ্গে ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার কৃতিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সাফল্য নিয়ে অতিরঞ্জিত প্রচারের অভিযোগ করেন।

CHANGE OF NAME

I, Purvi Manish Thosani (Old Name) W/o Manish Thosani Residing at Siddha Nirvana, Flat No- 702, 39, Paddapukur Road District - Kolkata, Pin - 700020, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Purvi Thosani (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 11 Dated 23-04-2026. Purvi Manish Thosani (Old Name) and Purvi Thosani (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jayanta Mahamad (Old Name) S/o Mohammad Wasim Residing at 152, M.N.K Road, Baranagar, District - North 24 Parganas, Pin - 700035 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jayanta Mahammad (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-04-2026. Jayanta Mahamad (Old Name) and Jayanta Mahammad (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nurnehar Bibi (Old Name) W/o Musa Ali Molla Residing at Vill - Chandpur, P.o - B. Gobindapur, P.s - Bhangar, Kolkata, South 24 Parganas - 743502, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Noor Nehar Bibi Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 12 Dated 22-04-2026. Nurnehar Bibi (Old Name) and Noor Nehar Bibi Molla (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Mareful Islam পিতা SK Anisul (পুরাতন নাম) গ্রাম পোঃ - ঘোষপুর, থানা - খানাকুল, জেলা-হুগলী, পিন নং -৭১২৬১৩ স্থায়ী বাসিন্দা। এলডি ফাস্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিট্রেটের আরামাগ হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা SK Maraful Islam পিতা SK Anisul Haque (নতুন নাম) পরিচিত হইলাম। গত ২০-৪-২০২৬ তারিখে (Sl. No-3316) এফিডেভিট বলে SK Mareful Islam পিতা SK Anisul (পুরাতন নাম) এবং SK Maraful Islam পিতা SK Anisul Haque (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি হইল।

CHANGE OF NAME

I RANOG HALDAR (old name) S/O- Lt. Kamal Haldar, Resident of Vill- Uttar Shrirampur,P.O- Shrirampur,P.S- Nadanghat, Dist- Purba Bardhaman,W.B,Pin-741316, do hereby declare that I have changed my name from RANOG HALDAR (old name) to RANOJ HALDAR (new/correct name) and henceforth I shall be Known as RANOJ HALDAR (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit no.8979, sworn before the Ld. Executive Magistrate at Kalna court Dist- Purba Bardhaman,W.B, on Date-22/04/2026. RANOJ HALDAR (new/correct name) and RANOG HALDAR (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Akhil Ch Basak, Akhil Chandra Basak (old name) S/o- Manindra Basak Resident of Dakshinpara,P.O- Nasaratpur,P.S- Nadanghat, Dist- Purba Bardhaman,W.B,Pin-713519 do hereby declare that I have changed my name from Akhil Ch Basak, Akhil Chandra Basak (old name) to Akhil Basak(new/correct name) and henceforth I shall be Known as Akhil Basak (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit no.2688,sworn before the Notary public at Nabadwip, Nadia,W.B, on Date-20/04/2026, Akhil Basak (new/correct name) and Akhil Ch Basak, Akhil Chandra Basak (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I ARUN BISWAS, S/O-LT. HARI PADA BISWAS, VILL-SURAVISTHAN, PO-BADKULLA, PS-TAHERPUR, DIST-NADIA, PIN-741121, THAT MY ACTUAL NAME IS ARUN BISWAS WHICH IS RECORDED IN MY AADHAAR CARD NO. 8366 2907 6417 AND EPIC CARD NO. WB/12/079/570150-BUT IN MY PASSPORT NO. N9157922 ISSUED ON 20.05. 16 AND MY CERTIFICATE OF MADHYAMIK S.L NO. 451, DATED 24.06.90 AND OTHERS DOCUMENTS MY NAME HAS BEEN RECORDED AS ARUN KUMAR BISWAS, I DECLARE THAT ARUN BISWAS AND ARUN KUMAR BISWAS IS THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON BY VERTUE OF AN AFFIDAVIT SL NO-15595 SWORN BEFORE THE LD. JUDICIAL MAGISTRATE (Ist CLASS) 2ND COURT AT RANAGHAT NADIA ON 21.04.26.

CHANGE OF NAME

I Ali Akbar Mondal, S/o Md Omed Ali Mondal, resident of Vill. Purba Dompukur, Po Dompukur, Ps Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin 741123 do hereby declare that I have changed my name from Ali Akbar Mondal to Md Ali Akbar Mondal in all purpose, vide affidavit No. 62 sworn in the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 06.02.2026. Md Ali Akbar Mondal and Ali Akbar Mondal both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I Sarjina Bibi, W/o- Md Ali Akbar Mondal, resident of Vill. Purba Dompukur. Po Dompukur, P.s Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741123 do hereby declare that I have changed my name from Sarjina Bibi to Sarjina Bibi Mondal in all purpose, vide affidavit No. 72 sworn in the Court of Judicial Magistrate (1 Class) at Krishnagar, Nadia on 07.01.2026. Sarjina Bibi Mondal and Sarjina Bibi both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sreemanta Ghosh (old name) S/o- Ratan Ghosh residing at Kolerdanga Lane, Haritala, Nabadwip, Dist-Nadia, Pin-741302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SREEMANTA GHOSH to SRIMANTA GHOSH and henceforth I shall be known as SRIMANTA GHOSH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 22/04/2026. SREEMANTA GHOSH (old name) and SRIMANTA GHOSH (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MEENA ROY(Old Name) W/o.-Late Gama Ray R/o. 17, B.T. Road, Rathtala, P.O. & P.S.-Belgharia, North 24 Parganas, Kolkata-700056 WB, that have change my name & shall henceforth be known as MINA RAY (New Name), vide an Affidavit No.57 dtd. 22.04.2026, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore, North 24 Parganas. That, MEENA ROY and MINA RAY all are same & one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, ঝর্ণা বর্মন (পুরানো নাম), স্বামী মৃদুল নন্দী, ঠিকানা ১৮, যুগিপাড়া লেন, রথতলা, ডাকঘর বারাসাত, পিন ৭০০১২৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে ঝর্ণা বর্মন নন্দী (নতুন নাম) নামে পরিচিত হব, যা Barrackpore Court, উত্তর ২৪ পরগনার নোটারি পাবলিকের সামনে হলফনামা নং- ৩১ তারিখ ২২.০৪.২০২৬-এর মাধ্যমে ঘোষণা করা হলো। ঝর্ণা বর্মন (পুরানো নাম) এবং ঝর্ণা বর্মন নন্দী (নতুন নাম) উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Sekh Anisur Rahaman (Old Name) S/O– Ejabul Hossain resident of Dafarpur, Raghunathganj, Jangipur, West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my name from Sekh Anisur Rahaman to Sk Anisur Rahaman and henceforth I shall be known as Sk Anisur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 22/04/2026. My name Sk Anisur Rahaman & Sekh Anisur Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sekh Sayeed Akhtar (Old Name) S/O–Sk Anisur Rahaman resident of Dafarpur, Raghunathganj, Jangipur, West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my name from Sekh Sayeed Akhtar to Sk Sayeed Akhtar and henceforth I shall be known as Sk Sayeed Akhtar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 22/04/2026. My name Sk Sayeed Akhtar & Sekh Sayeed Akhtar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sonia Begum (Old Name) W/o Maidul Molla Residing at Vill - Thakurhat, Purbopara, Near Telirmore, P.o - Bora, P.s - Singur, District - Hooghly, Pin - 712306, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sonia Begam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-04-2026. Sonia Begum (Old Name) and Sonia Begam (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Priti Rudra Roy (Old Name) D/o Indra Roy W/o Bholanath Rudra Residing at P 5, Purbasha Pally, Dr. A.K Pal Road, P.o - Behala P.s - Parnasree, District - Kolkata, Pin - 700034, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Priti Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-04-2026. Priti Rudra Roy (Old Name) and Priti Roy (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shabnam Begum (Old Name) W/o Parvez Alam Residing at 2/H/2, Bhukailash Road, P.o - Khiddirpore, P.s - Ekbalpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shabnam Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-04-2026. Shabnam Begum (Old Name) and Shabnam Khatun (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Hasib Mullick (Old Name) S/o Abdul Ohid Mallick Residing at Paschim Bhagabatipur Sinhajore, P.o - Bhagabatipur, P.s - Chanditala, District - Hooghly, Pin - 712701, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Hasib Mallick (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Hooghly Sadar vide affidavit no 8860 Dated 01-04-2026. Abdul Hasib Mullick (Old Name) and Abdul Hasib Mallick (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Wahid Mullick (Old Name) S/o Abdul Rejak Mallick Residing at Paschim Bhagabatipur Sinhajore, P.o - Bhagabatipur, P.s - Chanditala, District - Hooghly, Pin - 712701, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Ohid Mallick (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-04-2026. Abdul Wahid Mullick (Old Name) and Abdul Ohid Mallick (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manish Kumar Jayvantrai Thosani (Old Name) S/o Jayvantrai Thosani Residing at Siddha Nirvana, Flat No- 702, 39, Paddapukur Road District - Kolkata, Pin - 700020, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Manish Thosani (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10 Dated 23-04-2026. Manish Kumar Jayvantrai Thosani (Old Name) and Manish Thosani (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kayefa Bibi (Old Name) W/O–Manjur Sk resident of Vill-Batidanga, Po-Gobarhati, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Kayefa Bibi to Kaifa Bibi and henceforth I shall be known as Kaifa Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/04/2026. My name Kaifa Bibi & Kayefa Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Haksed Seikh (Old Name) S/O–Raisuddin Sk resident of Vill-Lokepur, Po-Basudebkhali, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Haksed Seikh to Haksed Sk and henceforth I shall be known as Haksed Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M 1st class Magistrate affidavit Berhampore court on 17/03/ 2026. My name Haksed Sk & Haksed Seikh both are same and one identical person.

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং : ক্র.নং ১, ইএলইজি-ওটি-১৩১০-২০২৫-২৬, তারিখ ২২.০৪.২৬। কাজের বিবরণ : ডিকেএই-র প্ল্যাটফর্ম পিএফ-১ ও পিএফ-২ ৬০০ মিটার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। টেন্ডার মূল্য : ২২,৮৭,৭৫৪ টাকা। বায়নামূল্য: ৪৫,৮০০ টাকা। ক্র.নং ২, ইএলইজি-ওটি-১৩২২-২০২৬-২৭, তারিখ ২২.০৪.২৬। কাজের বিবরণ : আনুষঙ্গিক উপকরণ সহ স্টেশন প্যানেলের রিহ্যাবিলিটেশন ও আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্য : ৭৬,০৬,৮৯৮ টাকা। বায়নামূল্য: ১,৫২,১০০ টাকা। ক্র.নং ৩, ইএলইজি-ওটি-১৩২৫-২০২৬-২৭, তারিখ ২২.০৪.২৬। কাজের বিবরণ : শিয়ালদহ ডিভিসনে পর্যায়-২-এর অধীনে ওয়াটার কুলারের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ১,৫৮,৭১,৮৬০.৩৯ টাকা। বায়নামূল্য: ৩,১৭,৪০০ টাকা। ক্র.নং ৪, ইএলইজি-ওটি-১২৯০-২০২৫-২৬-আর, তারিখ ২২.০৪.২৬। কাজের বিবরণ : ১ বছরের জন্য এসডিএএইচ স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করা ট্রেনগুলিতে এসি কোচে এসি পরিচালনা, সমস্যার সমাধান, রেকর্ড রাখা, এইচওজি ও অন্যান্য কাপলিং লাগানো ও খোলা, এসি ও নন এসি কোচে রেল মদদে মনযোগ, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং প্রয়োজনে ওইডি-কে সহায়তা করার এসকর্টিং ডিউটির জন্য দক্ষ ও অদক্ষ সহকারীর জন্য আউটসোর্সিং। টেন্ডার মূল্য : ১১,১৭,৪০,৮৯০.১২টাকা। বায়নামূল্য: ৭,০৮,৭০০ টাকা। কাজ শেষের সময়সীমা : ১২ মাস (ক্র.নং ১ ও ৪-এর জন্য), ৯ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য) এবং ৩ মাস (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। বিডিং শুরুর তারিখ: ০১.০৫.২০২৬। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৫.০৫.২০২৬, দুপুর ২টো। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

(SDAH-19/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বহরমপুরের বিভিন্ন বুথে ধীর গতিতে ভোট হচ্ছে, অভিযোগ অধীরের

মিঠুন হালদার, বহরমপুর, ২৩ এপ্রিল ঃ বহরমপুরের বিভিন্ন বুথে অত্যন্ত ধীরগতিতে ভোট নেওয়ার কাজ চলছে বলে অভিযোগ তুললেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা এবছরের বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্রে হাত প্রতীকের প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এর পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস যৌথভাবে ষড়যন্ত্র করে ভোট কাটাকাটি করার চেষ্টা করছে বলেও আজ অধীর অভিযোগ করেছেন। যদিও অধীরের দাবি, নির্বাচন কমিশন ভোট পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তাতে এখনও পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে বা রাজ্যে বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। বহরমপুর বিধানসভার অন্তর্গত ১৪১ নম্বর বুথে অত্যন্ত ধীরগতিতে ভোট নেওয়া হচ্ছে এই অভিযোগ পেয়ে আজ অধীর চৌধুরী সটান সেখানে হাজির হয়ে যান। বুথ থেকে বার হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, সকাল থেকে এই বুথে মোট চার বার ইভিএম মেশিন খারাপ হয়েছে। ওই বুথের প্রিসাইডিং অফিসার নিজের অসহায়তার কথা আমাকে জানিয়েছেন। গোটা বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনার পর তাদের ইঞ্জিনিয়ার এবং আধিকারিকেরা আসছেন। তবে

মেশিন পাল্টে দিলেও আবার তা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ওই বুথে অত্যন্ত ধীরগতিতে ভোট নেওয়া হচ্ছে। মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। অধীরবাবু বলেন, বারবার ইভিএম খারাপ হওয়ার বিষয়টি ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক এবং রাজ্যের সিইও-র নজরে আনা হয়েছে। কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী আরও বলেন, ধীর গতিতে ভোট হওয়ার ফলে কিছুটা হলেও আমার অসুবিধা হতে পারে। এখানকার ভোটারদের মধ্যে 'প্রতিষ্ঠান বিরোধী' মানসিকতা কাজ করছে। তাঁরা যদি ভোট দিতে না পারেন তাহলে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। তবে বহরমপুরে নির্বাচন দুপুর পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং কোনও ঘটনা ছাড়াই হচ্ছে বলে অধীর চৌধুরী জানিয়েছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া দেখতে বার হওয়ার আগে অধীর চৌধুরীর সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, বহরমপুর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি আমার বিরুদ্ধে যৌথভাবে চক্রান্ত করছে। নির্বাচনী প্রচারে এখানে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেনি। উল্টে এই কেন্দ্রে বিজেপি চাইছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট যাতে বেশি করে তৃণমূল কংগ্রেস পায় এবং আমাকে যাতে হারানো যায়। অন্যদিকে নির্বাচন পরিচালনাকে কেন্দ্র করে কমিশনের ভূমিকারও আজ প্রশংসা করেন অধীর চৌধুরীর। তিনি বলেন, এসআইআর পর্বে নির্বাচন কমিশনের বহু ভূমিকার আমি সমালোচনা করেছি। কিন্তু আজ নির্বাচনের দিন কমিশনের বিরুদ্ধে বড় কিছু বলার মত অভিযোগ আমি পাইনি। অযথা আমি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে চাই না। অধীরবাবু আরও বলেন, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা বুথের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যায় থাকায় তৃণমূল দলের গুন্ডারা বুথের কাছাকাছি যেতে পারছে না। তারা হয়তো দূর থেকে ভোটারদের ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে।

বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসা তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৩ এপ্রিল ঃ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়লেন কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায়। বিজেপির অভিযোগ, বড়রাংরস অঞ্চলে বহিরাগতদের নিয়ে ঘুরছিলেন পার্থপ্রতিম। সে সময় বিজেপি কর্মীরা প্রতিবাদ করলে তিনি হুমকি দেন। পার্থপ্রতিমের দাবি, বিজেপি কর্মীরা অবৈধ জমায়েত করে ভোটারদের প্রভাবিত করছিলেন। এদিকে, মালদার চাঁচল বিধানসভার ২২১ নম্বর ধুমসাডাঙি বুথে তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বাইক নিয়ে তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। দাবি, প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত হন চাঁচল বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রতন দাসের নির্বাচনী এজেন্ট লক্ষ্মণ পাণ্ডে। তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করার পাশাপাশি তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই নেতা। যদিও তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী স্বপন দেবনাথ এর সমর্থনে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নিমতলা কিষাণ মান্ডি থেকে নান্দাই ব্রিজ পর্যন্ত র‍্যালি অনুষ্ঠিত হলো উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী এবং প্রার্থী স্বপন দেবনাথ।

চাঁচলে বিজেপি এজেন্টের ওপর হামলার অভিযোগ, ভাঙচুর গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৩ এপ্রিল ঃ মালদার চাঁচল বিধানসভার ২২১ নম্বর বুথের ধুম সাডাগী পানপাড়া এলাকায় বিজেপির এক নির্বাচনী এজেন্টের ওপর হামলার অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, ভোট চলাকালীন দুষ্কৃতীরা তাকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালায়। হামলায় ওই এজেন্ট গুরুতরভাবে আহত হন। শুধু তাই নয়, তার গাড়িও ভাঙচুর করা হয় এবং পরনের পাঞ্জাবি ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের সহায়তায় আহত এজেন্টকে দ্রুত উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখা হচ্ছে। এই ঘটনার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের দাবি, পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে যাতে বিরোধী শিবিরের নির্বাচনী কাজে বাধা সৃষ্টি করা যায়। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, বিজেপি ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। ঘটনার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

'RailOne Mobile' অ্যাপের প্রচারে এক মাসব্যাপী বিশেষ অভিযান শুরু করল শিয়ালদহ ডিভিশন

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ঃ 'RailOne' অ্যাপের পূর্ববর্তী প্রচার অভিযানের অভূতপূর্ব সাফল্য এবং যাত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন এবার 'RailOne Mobile' অ্যাপ্লিকেশনটির প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে আরও একটি মাসব্যাপী নিবি।

সচেতনতা অভিযান শুরু করেছে। এই কর্মসূচিটি পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্তটি মূলতঃ পূর্ববর্তী প্রচার চলাকালীন ডিজিটাল টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা বিপুল বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে সেই সময়ে যাত্রীরা প্রচলিত কাউন্টারের লাইনে দাঁড়ানোর পরিবর্তে মোবাইল টিকিটিং ব্যবস্থার প্রতিই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রচারভিযানটিকে আরও এক মাস বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ডিভিশন কর্তৃপক্ষ মূলত 'কাগজবিহীন ভ্রমণ'-এর দিকে যাত্রার ধারাটিকে আরও সুদৃঢ় করতে চায় এবং এটি নিশ্চিত করতে চায় যে, আরও অধিক সংখ্যক যাত্রী যেন তাঁদের ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি ডিজিটাল মাধ্যমে পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। এই মাসব্যাপী কর্মসূচির পুরো সময় জুড়ে, ডিভিশন জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাণিজ্যিক বিভাগের বিশেষ দলগুলি বিভিন্ন প্রধান রেল জংশন ও স্টেশনগুলিতে অবস্থান করবে। তাঁদের মূল কাজ হবে যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা-যেমন অ্যাপটির ইন্টারফেস বা ব্যবহারবিধি বুঝতে সাহায্য করা, অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন করতে সহায়তা করা এবং নির্বিঘ্ন লেনদেনের জন্য 'R-Wallet' ব্যবহার করতে শেখানো। 'RailOne' অ্যাপের পূর্ববর্তী প্রচারভিযানের সাফল্য এটিই প্রমাণ করে যে, সঠিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা পেলে যাত্রীরা 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' উদ্যোগগুলিকে সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আশা করা হচ্ছে যে, এই নতুন প্রচেষ্টাটি টিকিট বুকিংয়ের কাউন্টারগুলিতে ভিড় ও জনজট উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনবে এবং প্রতিদিন এই ডিভিশনের মাধ্যমে যাতায়াতকারী লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জন্য একটি দ্রুততর, অধিকতর দক্ষ এবং পরিবেশ-বান্ধব ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে।

'সরকার গড়বে বিজেপি', সপরিবারে ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসী সাংসদ মনোজ টিগ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৩ এপ্রিল ঃ সিংহানিয়া চা বাগানের প্রাথমিক স্কুলের বিদ্যালয়ের বুথটিতে স্ত্রী এবং কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে গণতন্ত্রের অধিকার প্রয়োগ করলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। আলিপুরদুয়ার জেলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তিনি। পাশাপাশি এই চা বাগান এলাকার বাসিন্দা তিনি। তাই মনোজ টিগ্গা কখন ভোট দিতে আসবেন তার অপেক্ষাতেই ছিলেন অন্যান্য ভোটাররা। সকাল ১০ টায় তিনি ভোট দিলেন এই বুথে। নিয়ম মেনে লাইনে দাঁড়িয়ে পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভোট দেন তিনি। ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মনোজ টিগ্গা। এরপর তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি পাল্টানোর পক্ষে তিনি ও তাঁর পরিবার ভোট দিয়েছেন। রাজ্যজুড়ে যে অনাচার চলছে তা পাল্টে যাবে বলে তাঁর দাবি। মনোজ টিগ্গা ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হন আলিপুরদুয়ার থেকে। তিনি বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি। পাশাপাশি বিজেপি চা বাগান শ্রমিক সংগঠনের নেতা। মনোজ টিগ্গা জানান, রাজ্যের পরিস্থিতি পাল্টানো দরকার। নারী সুরক্ষা, কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে এবারের ভোট হবে। আমি আশাবাদী বাংলায় বিজেপি সরকারি গঠন করবে।

পূর্ব রেলের শক্তি সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব হোন

কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ পূর্ব রেল তার সম্পূর্ণ বিদ্যুদায়িত নেটওয়ার্ক জুড়ে ন্যূনতম কার্বন পদচিহ্ন রেখে, সম্পূর্ণ বিদ্যুদায়িত ট্র্যাকশন ব্যবস্থার মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন পরিষেবা প্রদান করে আসছে। এর পাশাপাশি, একটি টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, পূর্ব রেল বেশ কিছু শক্তি সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে রয়েছে সৌরশক্তির ব্যবহার, পাওয়ার ফ্যাক্টরের উন্নতি সাধন, ৩-ফেজ লোকোমোটিভ ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তির পুনরুপাদন এবং ডিজেল লোকোমোটিভগুলির 'ফোর্সড শাটডাউন' বা বাধ্যতামূলক বন্ধ রাখার মাধ্যমে জ্বালানি খরচ হ্রাস করা। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মোট সৌরশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২.১৫ মিলিয়ন ইউনিট (MU), যা পূর্ববর্তী অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এ উপাদিত ২১.৪২ মিলিয়ন ইউনিট সৌরশক্তির তুলনায় ৩.৪০ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। সৌরশক্তি উৎপাদনের ফলে আর্থিক সাশ্রয়ের পরিমাণও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৬.৫০ বৃদ্ধি পেয়েছে এই অর্থবর্ষে সমপরিমাণ বিদ্যুৎ বিল বাবদ সাশ্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২.১৩ কোটি টাকা, যেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সাশ্রয়ের পরিমাণ ছিল ১১.৩৯ কোটি টাকা। পাওয়ার ফ্যাক্টর হলো বৈদ্যুতিক প্রকৌশলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক, যা শক্তি ব্যবহারে সাশ্রয় ঘটাতে সহায়তা করে। উন্নত পাওয়ার ফ্যাক্টর ব্যবহারের সুবাদে, পূর্ব রেল ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে মোট ৪.৪০ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষত মার্চ ২০২৬ মাসে, উন্নত পাওয়ার ফ্যাক্টর ব্যবহারের মাধ্যমে ট্র্যাকশন বিদ্যুৎ বিল বাবদ ১.৩৬ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। ৩-ফেজ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তির পুনরুপাদন হলো শক্তি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে পূর্ব রেলের প্রচেষ্টার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মার্চ ২০২৬ মাসে ৫০৮টি ৩-ফেজ লোকোমোটিভ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ বিল বাবদ মোট আর্থিক সাশ্রয়ের পরিমাণ রেকর্ড করা হয়েছে ১৬.৮৬ কোটি টাকা সমগ্র পূর্ব রেল জুড়ে এই খাতে মাসিক গড় সাশ্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪.৪৩

কোটি টাকা। ডিজেল লোকোমোটিভগুলির 'ফোর্সড শাটডাউন' বা বাধ্যতামূলক বন্ধ রাখার পদক্ষেপটিও জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় এনে দিয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে 'হাই স্পিড ডিজেল' (HSD) তেলের ব্যবহার বাবদ সাশ্রয়ের পরিমাণ রেকর্ড করা হয়েছে ৩২৭৭.২৬ কিলোলিটার, যার আর্থিক মূল্য ৩০.৫৬ কোটি টাকা। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন যে, পূর্ব রেল শক্তির দক্ষ ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার ফলে শক্তির বিল উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণও নিশ্চিত হচ্ছে।

অসুস্থ ভোটারকে কেন্দ্রে পৌঁছাতে সহায়তা জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল ঃ অসুস্থ ভোটারকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছতে সহায়তা করলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বন্ধ রায়পুর চা বাগানের রায়পুর টি জি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮ ২০৩ নম্বর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে। বন্ধ চা বাগানের এক শ্রমিক বিলাসী লোহার বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অসুস্থ ছিলেন। বাড়ির লোকেদের কাছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। বাড়ির লোকেরা জানিয়েছেন, টোটোয় করে ভোট দিতে নিয়ে আসা হয়। অসুস্থ ভোটারকে দেখেই সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর দুই জওয়ান। এগিয়ে আসেন প্রিসাইডিং অফিসারও।

বুথে গিয়ে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ধানিরাম হাঁসদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৩ এপ্রিল ঃ ঝাড়গ্রাম বিধানসভার নোলবোনা এলাকার ২৩০ নম্বর বুথে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার অভিযোগ উঠেছে, যেখানে এক ভোটার তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে বঞ্চিত হওয়ার দাবি করেছেন। অভিযোগকারী ধানিরাম হাঁসদা জানান, তিনি ভোট দিতে বুথে গেলে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) তাকে জানায় যে, তার ভোট ইতিমধ্যেই পড়ে গেছে এবং তা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে তাকে আর ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। ধানিরাম হাঁসদার দাবি, তিনি কখনও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেননি। তিনি কোনো সরকারি চাকরির সঙ্গে যুক্ত নন এবং ভোটের কাজে নিযুক্তও ছিলেন না। ফলে তার নামে পোস্টাল ব্যালটে ভোট পড়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ রহস্যজনক বলে তিনি অভিযোগ করেন। এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, ভোটার তালিকা বা ভোট প্রক্রিয়ায় ত্রুটির কারণেই এমন ঘটনা ঘটতে পারে। এতে একজন সাধারণ নাগরিক তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ এবং সুষ্ঠু তদন্তের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

ভোটের মাঝে বুথের সামনে চলে এল দাঁতাল হাতি, প্রাণভয়ে হুড়োহুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৩ এপ্রিল ঃ ভোটগ্রহণ দেখতে চা বাগান পেরিয়ে বুথের সামনে চলে এল একটি দাঁতাল হাতি! বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের কালচিনি বিধানসভার অন্তর্গত চুয়াপাড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। বক্সা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এদিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের দিকে চলে আসে হাতিটি। এদিন সকাল থেকে চুয়াপাড়ার ১১৮৪ নম্বর বুথে ভোটগ্রহণ চলছিল। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে পড়েছিল ভোটারদের লাইন। এর মধ্যে আচমকা চা বাগান থেকে শব্দ শুনতে পান তাঁরা। সেই আওয়াজ তাঁদের বেশ পরিচিত। এরপরেই দেখা যায়, চা বাগান পার করে এগিয়ে আসছে একটি হাতি। গজরাজকে দেখামাত্র যে যার মতো দৌড়ে পালাতে শুরু করেন। যদিও বুথ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে হাতিটি প্রবেশ করেনি। জওয়ানদের হাতে বন্দুক দেখে সে দূরে সরে যায়। কিছুক্ষণ এলাকা দিয়ে ঘুরে আবারও জঙ্গলে প্রবেশ করে হাতিটি। এই ঘটনার খবর বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীদের দেওয়া হয়। যদিও বনকর্মীরা পৌঁছানোর আগেই সে চলে যায়। এলাকাবাসীদের তরফে জানা যায়, এই হাতিটি মাঝেমধ্যে এলাকায় আসে। তবে সে খুব একটা ক্ষয়ক্ষতি করে না।অন্যদিন এলাকাটি ফাঁকা থাকে দেখে সে আসে না। এদিন অনেক ভিড় দেখে এতখানি চলে এসেছে। তবে কিছুক্ষণ থেকে ভোট দেখে হাতিটি চলে যায়। বনকর্মীরা আপাতত এলাকাতেই রয়েছেন।

ইভিএমএ প্রার্থীর নাম ঢাকা কালো সেলোটেপে, কারচুপির অভিযোগে উত্তপ্ত ২৬১ নম্বর বুথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মাথাভাঙ্গা, ২৩ এপ্রিল ঃ ইভিএমে প্রার্থীর নাম ঢাকা কালো সেলোটেপে! এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটগ্রহণের মাঝপথেই শোরগোল পড়ল মাথাভাঙ্গায়। নির্বাচন কমিশনের নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে ইভিএমের ভেতর কারচুপি সম্ভব হলো, তা নিয়ে এখন তুঙ্গে রাজনৈতিক তর্জা। বৃহস্পতিবার সকালে মাথাভাঙ্গা বিধানসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ছবিরন্নেছা নিম্ন বুনিয়াদি বালিকা বিদ্যালয়ের ২৬১ নম্বর বুথে চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগ ওঠে, বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের নামের পাশের অংশটি কালো সেলোটেপ দিয়ে সুকৌশলে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ ভোটাররা ভোট দিতে গিয়ে বিষয়টি লক্ষ্য করেন এবং মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লে বুথের বাইরে জমায়েত শুরু হয়। বিজেপি প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট কৌশিক ভদ্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, সকালেই খবর পাই আমাদের প্রার্থীর নাম সেলোটেপ দিয়ে ঢাকা। প্রথমে পোলিং এজেন্টকে জানালেও তিনি গুরুত্ব দেননি। একের পর এক ভোটার একই অভিযোগ করার পর আমরা সরাসরি নির্বাচন কমিশনে জানাই। গেরুয়া শিবিরের দাবি, এটি একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এই বুথে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পুনরায় ভোটগ্রহণের দাবিও তুলেছেন তারা। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাবলু বর্মনের নির্বাচনী এজেন্ট বিশ্বজিত রায় বিষয়টিকে লঘু করে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, সামান্য একটি সমস্যা হয়েছিল, যা পরে সব দলের এজেন্টদের উপস্থিতিতে মিউচুয়াল করে নেওয়া হয়েছে। এতে ভোটপ্রক্রিয়ায় কোনো বড় প্রভাব পড়েনি। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নির্বাচনী পরিদর্শন দল এবং বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী। বেশ কিছুক্ষণ ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকার পর, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে পুনরায় ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে ইভিএমের মতো সুরক্ষিত যন্ত্রে এই ধরণের কারচুপি কীভাবে সম্ভব হলো, তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েই গেল।

চোপড়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ভোটারদের মারধর ও উস্কানির অভিযোগ, উত্তপ্ত মোহনগছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চোপড়া, ২৩ এপ্রিল ঃ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণের শুরুতেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া। লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহনগছ প্রাইমারি স্কুলের ১৬২ ও ১৬৩ নম্বর বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে ভোটারদের মারধর, মহিলাদের হেনস্থা এবং লাঠিচার্জের গুরুতর অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় এক বৃদ্ধা সহ অন্তত তিনজন ভোটার জখম হয়েছেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে মোহনগছ প্রাইমারি স্কুলের বুথ দুটিতে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন ছিল। অভিযোগ, লাইন সুশৃঙ্খল করার নামে হঠাৎই ভোটারদের ওপর চড়াও হন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। প্রত্যক্ষদর্শী জয়নুল হক জানান, এক অসুস্থ বৃদ্ধাকে যখন বুথের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল, তখন জওয়ানরা লাঠি উঁচিয়ে বাধা দেন। সাধারণ মানুষ এর প্রতিবাদ করলে পরিস্থিতি চরমে পৌঁছায় এবং বাহিনী লাঠিচার্জ শুরু করে। এমনকি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মইনুদ্দিনকেও ধাক্কাধাক্কি করা হয় বলে অভিযোগ। মারধরের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে আরও একটি বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। তাঁদের দাবি, কর্তব্যরত এক জওয়ান ভোটারদের একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছিলেন। ভোটাররা যখন এর প্রতিবাদ জানান, তখনই বাহিনী মেজাজ হারিয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও বাহিনীর তরফে মারধর বা

কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আপাতত এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং কড়া পাহারায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। তবে এই ঘটনার পর নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। জখম ভোটারদের স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ভোট দিতে যাওয়ার পথে ৩ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও মালদা, ২৩ এপ্রিল ঃ ভোট দিতে যাওয়ার পথে মৃত্যু হল একজনের। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সিউড়ির ১০নম্বর ওয়ার্ডে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, ৬৪ বছর বয়সি ওই বৃদ্ধের নাম অসীম রায়। তিনি সিউড়ির ডাঙ্গালপাড়া এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ভোট দিতে যাওয়ার সময়ে মৃত্যু হয় তাঁর। অন্যদিকে, ভোট দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু আরও দু'জনের। একটি ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে। অপরটি মালদার মালতিপুরে। কেশপুরের সিমাগেরিয়া এলাকার বাসিন্দা ইসরাতন বিবি। তিনি সরিষাখোলা অঞ্চলের ২২৫ নম্বর বুথের ভোট দিতে গিয়েছিলেন। ভোট দেওয়ার পর হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে মৃত্যু হয় তাঁর। মালদার বাসিন্দা প্রমিলা বাগদিও ভোটকক্ষে প্রবেশের কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে মৃত্যু হয় তাঁর।

বিজ্ঞপ্তি

আমি দিব্যেন্দু হাজরা, পিতা- শ্রী গৌর মোহন হাজরা, নিবাস- সলপ, ডোমজুড়, হাওড়া, I-050404202/25 (ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রকৃত) নং দলিল মূলে নির্মল দলুই (পিতা - গোপাল দলুই) ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার (পাওয়ার নং-I-0501004058/22, DSR-1 হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রকৃত) গোলুই এন্টারপ্রাইজ এর পক্ষে প্রোপাইটর শ্যামসুন্দর গোলুই (পিতা- নরেন্দ্রনাথ গোলুই) এর নিকট হইতে বাইগাছি মৌজায় J.L NO - 12, L.R- 54 নং দাগে এবং 162 নং খতিয়ানে 3.0937 শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া ভোগদখল করিতেছি। উক্ত সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য B.L & L.R.O ডোমজুড় অফিসে আবেদন করিয়াছি। তাহা সকলকে অবগত করিলাম।

বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের অধিকার ঠিকার জন্য ই-নিলাম। বিস্তারিত নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** এডিভিটি-আরএনওয়াই-২৬-৭, **নিলাম শুরু (সবগুলি লট)ঃ ১২-০৫-২০২৬** তারিখের **১২.০০** ঘণ্টায়, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ ১২-০৫-২০২৬** তারিখের **১৪:৪০** ঘণ্টায়, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিনঃ** ১০৯৬, প্রাথমিক কুলিং অফ -এর সময়ঃ ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ঃ ১০ মিনিট। স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণের সময়সীমা ঃ ১২০ সেকেন্ড। সর্বাধিক স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ ঃ ১০ বার।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ওএইচ-২৩৫-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য রঙিয়া (আরএনওয়াই)র ইকো পার্কের কাছে ৬০০ বর্গফুট হোর্ডিঙের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম (ওওএইচ) বিজ্ঞাপনের অধিকার।
এএ/২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এমএসএমআই-ওএইচ-২০৪-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য মিসামারি (এমএসএমআই)এবং রাঙাপাড়া নর্থ (আরপিএএন) স্টেশনের মধ্যে রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) নং.আরটি ৩২২-এ ৪০০ বর্গফুট হোর্ডিঙের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের অধিকারের ঠিকা।
এএ/৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-বিভিইউ-ওএইচ-২০৫-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য বালিপাড়া (বিভিইউ)-ধলাইবিল (ডিকিউএল) স্টেশনের মধ্যে রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) নং. ৩৪০-এ ৪০০ বর্গফুট হোর্ডিঙের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের অধিকারের ঠিকা।
এএ/৪	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ওএইচ-১৭৯-২২-৩ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	রঙিয়ার ইকো পার্কের কাছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার হাউসে স্থিত রেলওয়ে ওয়াটার ট্যাঙ্ক-এ দেওয়াল পেইন্টিং-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের অধিকার।
এএ/৫	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ওএইচ-২৩৬-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	রঙিয়া (আরএনওয়াই) এলসি গেট নং. আরএম-১ -এর কাছে ২০০ বর্গফুট হোর্ডিঙের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের অধিকারের ঠিকা।
এবি/১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-কেডিকেএন-ওএসএন -২২৫-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য কেন্দুকোনা (কেডিকেএন) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/২	এডিভিটি-আরএনওয়াই -জিওই -ওএসএন -২২৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য ঘোগ্রাপার (জিওই) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-কেটিসিএইচ -ওএসএন -২২৮-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য কৈঠালকুসি (কেটিসিএইচ) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/৪	এডিভিটি-আরএনওয়াই-সিপিকিউ -ওএসএন -২২০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য চাপরাকাটা (সিপিকিউ) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/৫	এডিভিটি-আরএনওয়াই-টিবিএইচ -ওএসএন -২৩৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য টাটিবাহাৰ (টিবিএইচ) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/৬	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এনএমএম -ওএসএন -২২৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য নিউ মিসামারি (এনএমএম) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/৭	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এইচএমএল -ওএসএন -২২২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য হেলেম (এইচএমএল) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/৮	এডিভিটি-আরএনওয়াই -এজেডএ -ওএসএন -২১৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য আজারা (এজেডএ) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/৯	এডিভিটি-আরএনওয়াই -সিজিএস -ওএসএন -২১৯-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য চাংসারি (সিজিএস) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে রেলওয়ে ওয়েবসাইট তথা **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে **২১-০৪-২০২৬** তারিখে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রোহিতকে না নেওয়া আজও কাঁদায়, এত বছর পরে দুঃখ প্রকাশ করলেন প্রাক্তন নির্বাচকপ্রধান

চেন্নাই, ২৩ এপ্রিলঃ ভারতের প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত ২০১১-র বিশ্বকাপ দলে রোহিত শর্মাকে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, আজও এই সিদ্ধান্তের জন্য তাঁর খারাপ লাগে। একটি পডকাস্টে শ্রীকান্ত বলেন, সেই সময়ে নির্বাচকদের মূল ভাবনা ছিল এমন ক্রিকেটার বেছে নেওয়া, যাঁরা ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি কয়েক ওভার বলও করতে পারেন। প্রাক্তন ওপেনার জানান, ''এখনও ওর জন্য খারাপ লাগে। গত বছর রোহিতকে বলেছিলাম দুঃখিত। এটা ইচ্ছাকৃত ছিল না। আমরা এমন কিছু হাফ অলরাউন্ডার চাইছিলাম, যারা প্রয়োজনে বলও করতে পারবে।'' তিনি আরও বলেন, ১৯৮৩ বিশ্বকাপের আদলে দল গড়া হয়েছিল। সেই টুর্নামেন্টে যুবরাজ সিং ব্যাট ও বল দু' বিভাগেই অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছিলেন।

'প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট' হয়েছিলেন যুবি। এছাড়া বীরেন্দ্র শেহওয়াগ, সচিন তেণ্ডুলকর, সুরেশ রায়না এবং ইউসুফ পাঠান সকলেই কিছু না কিছু ওভার বল করেছিলেন। দলে ব্যাকআপ স্পিনার হিসেবে ছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। শ্রীকান্ত বলেন, ''এই হাফ অলরাউন্ডার ভাবনার কারণেই রোহিত দুর্ভাগ্যজনকভাবে দলে জায়গা পায়নি। রোহিত যথেষ্ট ভালই ছিল, কিন্তু সুযোগটা মিস করে।'' ১৯৮৩ বিশ্বকাপের ২৮ বছর পরে ২০১১ সালে বিশ্বকাপ জেতে ভারত। ধোনির নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল। ২০১১ সালে বিরাট কোহলি বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। কিন্তু হিটম্যান দল থেকে বাদ পড়ায় তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। অনেকে বলে থাকেন, বিশ্বকাপের দল থেকে ওই ছিটকে যাওয়া রোহিত শর্মাকে আজকের রোহিত শর্মায় পরিবর্তন করেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রোহিত অসামান্য সাফল্য পেলেও এখনও পর্যন্ত ওয়ানডের বিশ্বজয়ী দলের সদস্য হতে পারেননি তিনি। ২০২৩ বিশ্বকাপে ভারত ফাইনালে উঠলেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে শিরোপা হাতছাড়া করেছিল ভারত।

বিশ্বকাপে ইরানের বদলে ইতালি? ট্রাম্পের কাছে অদ্ভুত আর্জি প্রখ্যাত কূটনীতিক মন্ত্রীর

ওয়াশিংটন, ২৩ এপ্রিলঃ আসন্ন বিশ্বকাপে ইরানের বদলে অংশ নেবে ইতালি? অবাক হবেন না। এমনই একটি পরামর্শ পেয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই আর্জি এসেছে আমেরিকার এক প্রখ্যাত কূটনীতিক মন্ত্রীর থেকে। ট্রাম্পের পাশাপাশি ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্টিনোর কাছেই এই অনুরোধ জানানো হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের রাজনৈতিক চাপানউতোরের জন্য তাঁদের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। একটি ইংরেজি দৈনিকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রাম্পকে এই পরামর্শ দেন বিশেষ কূটনীতিক মন্ত্রী পাওলো জামপোল্লি। তাঁর আশা, এই পদক্ষেপ নেওয়া হলে, ট্রাম্প এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির মধ্যে সম্পর্কে কিছুটা উন্নতি হবে। গালফ ওয়ার নিয়ে পোপ লিওকে আক্রমণ করেন ট্রাম্প। তারপরই দু'জনের সম্পর্কে অবনতি ঘটে। জামপোল্লি দাবি করেন, ঐতিহ্যের জন্য বিশ্বকাপে সুযোগ দেওয়া উচিত ইতালিকে। চারবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি। কিন্তু

টানা তিনবার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ। প্লে অফে বসনিয়ার কাছে হেরে ছিটকে যেতে হয়। জামপোল্লি বলেন, ''আমি ট্রাম্প এবং ইনফ্যান্টিনোকে পরামর্শ দিয়েছি যাতে ইরানের বদলে ইতালিকে বিশ্বকাপে সুযোগ দেওয়া হয়। আমি নিজে ইতালীয়। আমেরিকা বিশ্বকাপে ইতালিকে খেলতে দেখা স্বপ্ন। চারবার বিশ্বকাপ জয়ীদের একটা ঐতিহ্য আছে। এটাই ওদের সুযোগ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট।'' আসন্ন বিশ্বকাপে ইরানের অংশ নেওয়া নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কের জের পড়েছে খেলায়। তাঁদের অংশগ্রহণ নির্ভর করবে নিরাপত্তার ওপর। ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমেদ ডোনয়ামালি এমনই জানান। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের ডোনয়ামালি বলেন, ''আমাদের জাতীয় দল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা একটা কমিটি গঠন করেছি। আমরা আরও আলোচনা করব। আমরা সবকিছুর জন্য প্রস্তুত আছি। আমরা বিশ্বকাপ খেলতে নাও যেতে পারি। আর আমরা যদি যাই, তাহলে আমাদের সব প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে। তবে সিদ্ধান্ত পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। সরকার এবং জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'' এই প্রথমবার ৪৮ দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজত হবে। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে বিশ্বকাপ।

লক্ষ্য টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ

বুমরাকে নিয়ে নতুন পরিকল্পনা ভারতের!

মুম্বই, ২৩ এপ্রিলঃ সদ্যই সাদা বলের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতীয় দল। ২০২৪ এর পর ২০২৬ - টানা দুই বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। দারুন ফর্মে রয়েছে ওয়ান ডে দলও। রান পাচ্ছিলেন বিরাট ও রোহিত শর্মারাও। কিন্তু এর মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে, লাল বলের ক্রিকেট অর্থাৎ টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে। ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের অবস্থা খুব খারাপ। ক্রমাগত টেস্ট ক্রিকেটের সিরিজ হারছে ভারত। এই মুহূর্তে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ভারত। তাই সাফল্য পেতে এবার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। ভারতীয় বোর্ড চাইছে, বাকি থাকা ৯ টেস্টে বুমরাকে খেলাতে। এই ৯ টেস্টে জয় এলেই ফাইনাল খেলার সুযোগ পাবে ভারত। তাই বিসিসিআই চাইছে, যেন বুমরা প্রত্যেক ম্যাচেই উপলব্ধ থাকেন। আইপিএলের পর আফগানিস্তানের সঙ্গে টেস্ট সিরিজ রয়েছে ভারতের। সেটি ডব্লিউটিসি-র অন্তর্ভুক্ত নয়। সেখানে ভারতের ম্যাচ শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। দুই দলের বিরুদ্ধেই দুটি করে টেস্ট খেলবে টিম ইন্ডিয়া। এরপর রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বিসিসিআই ২০২৭ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের দিকে নজর রাখলেও ডব্লিউটিসি থেকে নজর হটাতে চায় না। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, বুমরার বোলিং তাঁর শরীরে অনেক অতিরিক্ত চাপ ফেলছে, ফলে তাঁর ওয়ার্কলোড নিয়েও নজরে রাখছে বিসিসিআই। এর পাশাপাশি বোর্ড চায় বেশ কিছু ওডিআই বা টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে বুমরাকে বিশ্রাম দিতে। বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেছেন, ''আমরা চাই বুমরা যেন ফিট হয়ে সব টেস্ট খেলে।'' শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪ টেস্টেই বুমরার খেলার সম্ভাবনা আছে। তবে গুরু গম্ভীর ও ভারতের আসল পরীক্ষা হল অজিদের বিরুদ্ধে ৫ টেস্টের সিরিজ। গত বছর হওয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ৩ টেস্ট খেলেছেন বুমরা। অধিনায়ক হিসেবে শুবমান গিলের রেকর্ড ভাল নয়। অধিনায়ক হওয়ার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একটি সিরিজ জিতেছেন তিনি। এবার বুমরাকে সঙ্গে পেলে সেই রেকর্ডও উন্নতি হবে ভারতের, আশা বিসিসিআইয়ের। বর্তমানে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে ভারতের অবস্থা খুব একটা সুবিধাজনক নয়। ৯টি ম্যাচের মধ্যে ৪টিতে জিতে এবং ৪টিতে হেরে ভারত এখন ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিতে বুমরাহকে আসন্ন নয়টি টেস্ট ম্যাচের সবকটিতেই খেলানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটি করে টেস্ট এবং ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হাই-ভোল্টেজ পাঁচ ম্যাচের বর্ডার-গাভাসকর সিরিজ।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজেই ভারতীয় দলে রুতুরাজ!

মুম্বই, ২৩ এপ্রিলঃ আইপিএল-এ নেই ভালো ছন্দে। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে লাল বলের ফর্ম্যাটে ভালো পারফর্ম্যান্সের পুরস্কার পেতে চলেছেন কয়েকজন তারকা ক্রিকেটার। আইপিএল মিটলেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলতে নামবে ভারতীয় দল। এই সিরিজে একটাই টেস্ট ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। আর সেই ম্যাচের দল নির্বাচন নিয়েই চলছে জোর চর্চা। একাধিক রিপোর্টে প্রকাশ, এই সিরিজে প্রধান ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দিয়ে রিজার্ভ বেঞ্চকে পরখ করে নিতে চাইছে বিসিসিআই। তাই সুযোগ পেতে পারেন দেবদত্ত পাড়িক্কল, ধ্রুব জুরেল ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়। চর্চা চলছে এই নিয়েই। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে ভারতীয় দলে অভিষেক হতে পারে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের। আফগানদের বিরুদ্ধে একটাই টেস্ট খেলবে ভারত। এই ম্যাচে স্কোয়াডে সুযোগ পাওয়ার দৌড়ে রয়েছেন দেবদত্ত পাড়িক্কল, ধ্রুব জুরেল ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়। এই তিনজনের মধ্যে জুরেলকে স্পেশ্যালিস্ট ব্যাটার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে ভারত। অন্য দিকে দেবদত্ত পাড়িক্কলকে তিনে নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে সাই সুদর্শনের উপরে চাপও বাড়বে বলে মনে করছে বিসিসিআই। রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে নিয়েও আশাবাদী নির্বাচকরা। ভারতের মাটিতে স্পিনের বিরুদ্ধে তিনি কার্যকরী হয়ে উঠবেন, এমনটাই মত তাদের। চলতি আইপিএল-এ আরসিবি'র হয়ে ছন্দে আছেন দেবদত্ত পাড়িক্কল। অন্য দিকে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ৩ নম্বরে নিজের জায়গা পাকা করেছেন জুরেল। ফলে এই ক্রিকেটারদের উপরে বিশেষ নজর রয়েছে নির্বাচকদের।

বার্নলিকে হারিয়ে লাগাম হাতে নিল ম্যানচেস্টার সিটি

সংবাদ সংস্থা, বার্নলি, ২৩ এপ্রিলঃ বার্নলির মাঠে বুধবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। আর এই জয়ে আসরের প্রথম

দিনের পর আবার শীর্ষে উঠল তারা। শিরোপা লড়াইয়ের লাগামটাও নিজেদের হাতে নিল সিটি। ৩৩ ম্যাচে ২১ জয় ও সাত ড্রয়ে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ম্যানচেস্টারের দলটি। তাদের সমান পয়েন্ট হলেও, গোলের হিসাবে দুইয়ে নেমে গেছে আর্সেনাল। এখন পর্যন্ত শীর্ষ দুই দলেরই গোল ব্যবধান সমান ৩৭টি করে তবে গোল করায় এগিয়ে সিটি (সিটি গোল করেছে ৬৬টি, আর্সেনাল করেছে ৬৩টি)। ম্যাচ শুরুর তৃতীয় মিনিটে জানলুইজি দোন্নারুম্মার পরীক্ষা নেয় বার্নলি। জেইডন অ্যান্থনির জোরাল শট ঝাঁপিয়ে রুখে দেন সিটি গোলরক্ষক। পরের মিনিটে অন্য পাশের গোলরক্ষকও কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়ে হায়ান শেহকির প্রচেষ্টা ঝাঁপিয়ে এক হাত দিয়ে কোনোমতে আটকান মার্তিন, বল তার হাতে বাধা পেয়ে পোস্টে লাগে। পরপর দুই দিকে দুটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট হওয়ার পরের মিনিটে দারুণ নৈপুণ্যে দলকে এগিয়ে নেন হলান্ড। মাঝমাঠ থেকে জেরেমি ডোকুর থ্রু পাস ধরে, গতিতে প্রতিপক্ষের দুইজনকে পেছনে ফেলে ডি-বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন নরওয়ের তারকা। প্রিমিয়ার লিগে মাঝে চার ম্যাচে গোল খরার পর, টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জালের দেখা পেলেন হলান্ড। আসরে তার গোল হলো ২৪টি, এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মরসুমে তার গোল হলো ৩৫টি। দ্বিতীয়ার্ধের দশম মিনিটে দ্বিতীয় গোল পেতে পারতেন হলান্ড। কিন্তু এই দফায় ভাগ্য তার সহায় হয়নি শট পোস্টে বাধা পায়। এরপরেও অনেক আক্রমণ করেছে দলটি, সুযোগও পেয়েছে তারা কিন্তু জালে বল পাঠাতে পারেনি কেউ। তবে সেইসব হতাশা ম্যাচ শেষে আর থাকেনি দলটির। এই পরাজয়ে প্রিমিয়ার লিগ থেকে অবনমন নিশ্চিত হয়ে গেছে বার্নলির। ৩৪ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে ১৯ নম্বরে আছে তারা, নিরাপদ অঞ্চল থেকে পিছিয়ে পড়েছে ১৩ পয়েন্টে।

লেভারকুজেনকে হারিয়ে ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখ

সংবাদ সংস্থা, লেভারকুজেন, ২৩ এপ্রিলঃ সেমি-ফাইনালে বুধবার রাতে প্রতিপক্ষের মাঠে ২-০ গোলে জিতেছে বায়ার্ন। আক্রমণে ম্যাচ জুড়ে একচেটিয়া আধিপত্য করে বায়ার্ন। গোলের জন্য ২০ শট নিয়ে ১১টি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। বেশিরভাগ সময় রক্ষণ সামলানোয় ব্যস্ত থাকা লেভারকুজেন চারটি শট নিয়ে কেবল একটিই লক্ষ্যে রাখতে পারে। ম্যাচের ২২তম মিনিটে ডি-বক্সে ডান পায়ের শটে দলকে এগিয়ে নেন কেইন। এই প্রতিযোগিতায় এবার পাঁচ ম্যাচ খেলে প্রতিটিতেই জালের দেখা পেলেন তিনি। চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ইংলিশ তারকার গোল হলো ৫২টি। আর একেবারে শেষে যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে সব অনিশ্চিয়তার ইতি টানেন কলম্বিয়ার ফরোয়ার্ড দিয়াস। পাঁচ মরসুম পর প্রতিযোগিতাটির ফাইনালে উঠল বায়ার্ন। চার ম্যাচ হাতে রেখে ইতিমধ্যে বুন্ডেসলিগা শিরোপা নিশ্চিত করেছে ভেসোঁ কম্পানির দল। আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমি-ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ পিএসজি।

রোনাল্ডো-জুনিয়র, বড় মঞ্চে বাবা-ছেলের ড়ুও দেখতে চলেছে বিশ্ব

রিয়াধ, ২৩ এপ্রিলঃ ফুটবল বিশ্বের কিংবদন্তি খেলোাড় ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। ফুটবল গ্রাউন্ডে তাঁর একাধিক রেকর্ড। বাবার মতোই তৈরি হচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র। তাই এবার বড় মঞ্চে বাবা-ছেলেকে একই সঙ্গে একই ক্লাবে খেলতে দেখা যেতে পারে। ক্রীড়া জগতে এ বিস্ময় ছাড়া আর কিছুই নয়। সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসেরের হয়ে খেলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। আল নাসেরের যুব দলে খেলেন রোনাল্ডোপুত্র জুনিয়র। জানা গিয়েছে, দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ক্লাব ম্যানেজমেন্টের মন জয় করেছে জুনিয়র। ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের হয়ে ২৭ ম্যাচে ৫৬ গোল করে ফেলেছেন এই বিস্ময় বালক। তাই ম্যানেজমেন্ট তাঁকে আগামী মরসুমে সিনিয়র দলে প্রমোশনের কথা ভাবছে। আর ভাববে নাই বা কেন! বাবার মতোই রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্তাস এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অ্যাকাডেমিতে ফুটবলের পাঠ নিয়ে নিজেকে শাণিত করেছে ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র। প্রতি ম্যাচে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি ফুটবলের মহাতারকার ছেলে।

তাছাড়া এর আগে জুভেন্তাসের অনূর্ধ্ব-৯ দলের হয়েও মাত্র ২৩ ম্যাচে ৫৮ গোল করে নজির গড়েছেন। জুনিয়রের পারফরম্যান্সের কথা মাথায় রেখেই মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তাঁকে সিনিয়র দলে খেলানোর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সৌদি লিগের মতো কঠিন প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্টে খেলার জন্য মরসুম শেষে তাঁর শারীরিক ফিটনেস পরীক্ষা হবে। পাশাপাশি গোটা মরসুমে তাঁর পারফরম্যান্স বিচার করে ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেবে ম্যানেজমেন্ট।

গোল করে মাঠ ছাড়লেন ইয়ামাল, আবার ৯ পয়েন্টে এগিয়ে বার্সেলোনা

প্রথমার্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করার পরপরই চোট নিয়ে মাঠ ছাড়লেন লামিনে ইয়ামাল। তারপর লম্বা সময় খেলা বন্ধ রইল গ্যালারিতে এক দর্শক অসুস্থ হয়ে পড়ায়। পারফরম্যান্স খুব উজ্জ্বল না হলেও, ওই গোল ধরে রেখে তিন পয়েন্ট তুলে নিল বার্সেলোনা।

সংবাদ সংস্থা, কাম্প ন্যুও, ২৩ এপ্রিলঃ কাম্প ন্যুওতে বুধবার রাতে সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতে, ফের ৯ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে হান্সি ফ্লিকের দল। তবে জয়ের আনন্দের মাঝেই বার্সেলোনার জন্য অস্বস্তির কাঁটা হয়ে এসেছে ইয়ামালের চোট। ধারণা করা হচ্ছে, হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন স্প্যানিশ তারকা। ক্লাসিকোর ১৮ দিন আগে বার্সেলোনার জন্য যেমন এটি শঙ্কার, তেমনি বিশ্বকাপের ৫০ দিন আগে স্পেনের জন্যও দুর্ভাবনার। ৩২ ম্যাচে ২৭ জয় ও এক ড্রয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট হলো ৮২। সমান ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে রিয়াল মাদ্রিদ। ঘরের মাঠে ৬১ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১০টি শট নিয়ে কেবল তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। সেল্তারও তিনটি লক্ষ্যে ছিল ছয় শটের মধ্যে। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই বিপদে পড়তে বসেছিল বার্সেলোনা। সতীর্থের ক্রস বুক দিয়ে নামিয়ে বক্সের বাইরে থেকে শট নেন সেল্তার পাবলো দুরান, ঝাঁপিয়ে এক হাতে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়া। দ্বিতীয় মিনিটে দুরানের

আরেকটি শট অনায়াসে ঠেকান এই স্প্যানিশ গোলরক্ষক। বার্সেলোনা আক্রমণে উঠলেও, পরিস্কার সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না। ২৯তম মিনিটে বক্সের সামনে থেকে ইয়ামালের শট বাইরে দিয়ে যায়। একটু পর ইয়ামালের ক্রসে দানি ওলমোর হেডও লক্ষ্যে থাকেনি। ৩৯তম মিনিটে ইয়ামাল বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় বার্সেলোনা। সফল স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন ১৮ বছর বয়সী এই তারকা। গোল করার পরই উদযাপনের সময় ডাগআউটের দিকে হাত উঁচিয়ে অস্বস্তি অনুভব করার ইঙ্গিত করেন তিনি। ফিজিওর শুশ্রূষা নিয়েও আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি ইয়ামাল। কোচ ফ্লিককে কিছু একটা বলে সরাসরি টানেল দিয়ে ভেতরে চলে যান তিনি। এরপর খেলা শুরু হতে সময় লেগে যায় অনেকটা। প্রথমে বোঝা যাচ্ছিল না কারণ। মাঠের পাশে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছিলেন রেফারি। পরে স্টেডিয়ামের মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয়, গ্যালারিতে দর্শকদের মধ্যে 'মেডিকেল ইমারজেন্সি' দেখা দিয়েছে। মুভিস্টার জানায়, একজন দর্শক কার্ডিযাক অ্যারেস্ট-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং চিকিৎসাকর্মীরা দ্রুততার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেন। ২০ মিনিট পর আবার শুরু হয় খেলা। ইয়ামালের বদলি নামা রুনি বার্দগি প্রথমার্ধে গোলও পেতে পারতেন, তরুণ এই সুইডিশ উইঙ্গারের শট ফিরিয়ে দেন সফরকারী গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধে খুব একটা গোছাল ফুটবল খেলতে পারেনি বার্সেলোনা। ৫৫তম মিনিটে পেদ্রির ক্রসে বক্সে প্রথম স্পর্শে চমকার ভলিতে বল জালে পাঠিয়ে উল্লাসে মাতেন ফেররান টরেস। কিন্তু অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। বাকি সময়ে উল্লেখযোগ্য কিছু আর করতে পারেনি স্বাগতিকরা। সফরকারীরাও পারেনি দারুণ কিছু করে দেখাতে। ৩২ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে আছে সেল্তা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com